৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিবেদন ২০২০

মহিলা পরিষদের ৫০ বছর
সমতার সংগ্রামে চলি সবাই মিলে একসাথে

মহিলা পরিষদের ৫০ বছর: সমতার সংগ্রামে চলি সবাই মিলে একসাথে

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিবেদন ২০২০

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ফোন +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯

E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org

প্রকাশকাল
২০২২

প্রকাশক
সংগঠন উপ-পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২২২৩৩৫২৩৪৪, ফ্যাক্স: ০২২২৩৩৮৩৫২৯
E-mail: info@mahilaparishad.org
www.mahilaparishad.org

মুদ্রণ ও বাঁধাই
শামীম প্রিন্টার্স

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

গ্রাফিক্স ডিজাইন
আবু সাঈদ তুহিন

প্রকাশনা সহযোগী
গৌতম বসাক

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ব্যতীত এই গ্রন্থের কোনো প্রতিবেদন সম্পূর্ণ বা আংশিক অন্যত্র প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না

10/B/1, Segunbagicha,Dhaka 1000, Phone: 02223352344 Fax: 02223383529
E-mail: info@mahilaparishad.org; Web: www.mahilaparishad.org

মহিলা পরিষদের ৫০ বছর: সমতার সংগ্রামে চলি সবাই মিলে একসাথে

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিবেদন ২০২০

প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

ডা. ফওজিয়া মোসলেম

মালেকা বানু

সীমা মোসলেম

উম্মে সালমা বেগম

সারাবান তহুরা

তথ্য সংকলন

ফজিলা খাতুন লতা, প্রোগ্রাম অফিসার

সূ চি প ত্র

শুভেচ্ছা বাণী	৭
সভাপতির আহ্বান	৯
সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য	১১
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য	১২
আহ্বায়কের কথা	১৩
৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন	১৫
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গঠিত প্রস্তুতি কমিটি	১৮
৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোষণা	১৯
৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বাস্তবায়িত কর্মসূচি	২৭
কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত কর্মসূচির প্রতিবেদন	৩০
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মদিন পালন	৩০
‘বাংলাদেশের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ’ বিষয়ক আলোচনা সভা	৩১
‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী: কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা’ বিষয়ক আলোচনা সভা	৩২
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী’ বিষয়ক আলোচনা সভা	৩৪
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন	৩৫
স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আলোচনা সভা	৩৭
সমাপনী অনুষ্ঠান	৩৮
৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শাখায় বাস্তবায়িত কর্মসূচি	৪১
৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একক বক্তৃতা	৫৫
৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুফিয়া কামালকে স্মরণ	৬৩
৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিবন্ধ	৬৭
মহিলা পরিষদের দীর্ঘ যাত্রার মৌলিক চেতনা	৬৯
মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথ চলা	৭১
কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি ॥ পুষ্প চক্রবর্তী	৮১
৫১ বছরের পথচলা: হাঁটতে হবে অনেক দূর ॥ সাথী চৌধুরী	৮৩
সুবর্ণোত্তর–বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ॥ রোকসানা বিলকিস	৮৫
সংযোজন	৮৭
গণমাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী	৯৫
ছবিতে ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী	৯৭

শুভেচ্ছা বাণী

ডা. ফওজিয়া মোসলেম

সভাপতি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সভাপতির আহ্বান

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার যাত্রার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল ২০২০ সালে। স্বাভাবিকভাবে এই মহিলা পরিষদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি পালনের জন্য বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বর্ণাঢ্য সুশৃঙ্খল উল্লেখযোগ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে ২০২০ সালের ৪ এপ্রিল বছরব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হবে। সব প্রস্তুতির মধ্যে ২০ শে মার্চ থেকে করোনা-১৯ সংক্রমণে অফিস আদালত বাজার হাট বন্ধ হয়ে যায়, জনজীবন হয়ে পড়ে স্থবির। জীবনের চেয়ে বড় কিছু নয় তাই মহিলা পরিষদের আনন্দ উৎসাহ শপথের প্রকাশ হয় ভিন্নভাবে প্রযুক্তির সহায়তায়। এই পরিবর্তিত নতুন আবহ সংগঠনের কর্মীদের দায়বদ্ধতা প্রকাশের বিষয় তুলে ধরা বর্তমান প্রতিবেদনের লক্ষ্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে নিজেকে দ্রুত তৈরি করে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে মহিলা পরিষদের সংগঠক নেত্রীবৃন্দ যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার জন্য সকলকে জানাই অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা।

যে কোন সংগঠনের প্রাণ তার সংগঠক কর্মী নেতৃত্ব। মহিলা পরিষদের সংগঠক, কর্মী নেত্রীবৃন্দ ছড়িয়ে আছেন শহর, পাড়া, জেলা গ্রামাঞ্চলে। এই বিস্তৃতির জন্য প্রস্তুতি অর্ধশতাব্দীর, ৫০ বছরের, পাঁচ দশকের, সময়টা এক ঝলক দেখলে মনে হবে অনেক লম্বা। আবার এও সত্য যে মহিলা পরিষদের নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজটিও দুরূহ, জটিল ও নানা চড়াই উৎরাইয়ের সম্মিলন।

ষাটের দশকের শেষের দিকে যে জাতীয় জাগরণ তাতে শামিল নারী সমাজ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি এই জাগরিত আত্মপ্রত্যয়ী নারীরা সংগঠিত হল, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গড়ে উঠল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। ইতোপূর্বে মহিলা সংগঠন বলতে ধারণা করা হতো সেলাই স্কুল, হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দুর্গতদের সাহায্য ইত্যাদি। আত্ম কর্মসংস্থান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠায় সম্পৃক্ত হয়ে অনেকে আত্মনির্ভর হয়েছেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তার মধ্যে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সামাজিক কাঠামো, প্রথা রীতিনীতি, আইন পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যাভিমুখী ছিল না। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যে সংগঠন যাত্রা শুরু করে সেটি হল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তাই মহিলা পরিষদের সংগঠনের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট।

মহিলা পরিষদের প্রথম কমিটি গঠিত হওয়ার ১১ মাস পরে শুরু মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের কাজে সংযুক্ত হওয়া ছিল মূল কাজ। স্বাধীনতার পর জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে সম্পৃক্ত হতে ঘটল মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির উত্থান। আকস্মিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রথম উপলব্ধি হল সমাজে পরিবারে নারীর মূল্যহীনতা যার প্রকাশ ঘটে নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্য দিয়ে। তাই মহিলা পরিষদ সোচ্চার হল নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে। সহিংসতা প্রতিরোধে মহিলা পরিষদ

যখন সোচ্চার হল তখনই রব উঠল মহিলা পরিষদ সমাজ ভেঙে ফেলতে মাঠে নেমেছে। মহিলা পরিষদের দৃঢ় ধারাবাহিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়কালে নারীর প্রতি সহিংসতাকে সমাজের অন্যতম সমস্যা বলে চিন্তা করছেন সমাজ সচেতন ব্যক্তিবৃন্দ। মহিলা পরিষদ তার দীর্ঘ পথচলার মধ্য দিয়ে সংগঠন থেকে আন্দোলনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে এই সহিংসতার কারণ নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে ক্রীয়াশীল প্রতিষ্ঠান সমূহ। যার মধ্যে আছেন প্রচলিত প্রথা, আইন, দৃষ্টিভঙ্গি। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তাকে মোকাবেলার জন্য আন্দোলনে সংগঠন মহিলা পরিষদকে হয়ে উঠতে হবে প্রতিষ্ঠান। নারীর মানবাধিকার রক্ষার প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে হবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সাহায্যেই প্রচলিত পরিবর্তন হবে বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো, আইন, প্রথা ও রীতি নীতি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সকল সদস্যের, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শক্তিশালী করার এই হোক আগামী দিনের শপথ।

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

মালেকা বানু
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ৪ এপ্রিল ২০২০ সালে তার প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পার করেছে। একটি স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের জন্য ৫০ বছর মাথা উঁচু করে লক্ষ্যাভিমুখে পথচলা সকল সদস্য কর্মী সংগঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এ দেশের নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় গত ৫০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। সুবর্ণজয়ন্তীর মহালগ্নে সংগঠন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে, নিজেদের কাজের মূল্যায়নের প্রয়াস নিয়েছে, অর্জন এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে আগামী আরও ৫০ বছরের লক্ষ্য নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্যাপক আকারে উৎসবের আমেজে সমাজের সকল অংশের নারী-পুরুষকে নিয়ে সংগঠনের ৫০ বছরের অর্জন উদযাপনের মধ্য দিয়ে এবং বছরব্যাপী সাফল্য, চ্যালেঞ্জ, করণীয় বিষয়ে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণধর্মী আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করার। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারীতে উদ্ভূত বৈশ্বিক এবং জাতীয় সংকট আমাদের পরিকল্পিত কর্মসূচিকে স্বভাবত বাধাগ্রস্ত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে প্রাথমিক সংকট মোকাবেলা করে আমরা ২০২০-২০২১ সাল বছরব্যাপী অনলাইনে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান অগ্রসর করে নিয়ে যাই। যেখানে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি, সরকার, নীতিনির্ধারক, সহযোগী সংগঠন, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সংগঠনের কেন্দ্র এবং জেলার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এক হাজার সাতশত এর অধিক। ৩০ মে'২১ সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠানে মহিলা পরিষদের ৫০ বছর পথচলা ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিষয়ক একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষক, প্রকাশক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পাঁচ দশকের পথ চলার সাথী, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আজীবন নিবেদিত সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানমকে সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা প্রদান করা হয়। করোনা অতিমারী সংকটকালীন এই সময়েও জেলা শাখা সমূহ সীমিত আকারে সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

সংগঠনের বছরব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী পালনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন প্রস্তুতি কমিটি। যারা এই কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আগামী ৫০ বছরে এ দেশের নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সংগঠন সময়োপযোগী নেতৃত্ব দিবে সেই পথের অনুসন্ধান এবং অনুসরণ আজ আমাদের একান্ত করণীয়।

সীমা মোসলেম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

৪ এপ্রিল ২০২০ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অতিক্রম করলো সংগঠনের সুবর্ণজয়ন্তী। বাংলার নারীদের সংগ্রামী ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতায় মহিলা পরিষদের জন্ম। বাংলার নারীসমাজ একদিকে যেমন পরাধীন দেশের সার্বিক মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত ছিল, পাশাপাশি নারীর অধস্তন অবদানের বিরুদ্ধে এবং নারীর ব্যক্তি অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল। মহিলা পরিষদের জন্ম হয়েছে এই সব আন্দোলন ও সংগ্রামের নির্যাস ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ১৯৭০ সালে ৪ এপ্রিল।

সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে মহিলা পরিষদ নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহুমাত্রিক আন্দোলন ও কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই অভিযাত্রায় মহিলা পরিষদ সহযাত্রী হিসেবে পেয়েছে নারীর মানবাধিকারে বিশ্বাসী নাগরিক সমাজকে। মহিলা পরিষদ আদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিশ্বাসী। এই সময়কালে মহিলা পরিষদ নানা ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। সম্মিলিত মোর্চা গঠন করেছে।

একটি স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠনের সুবর্ণজয়ন্তী পালন যেমন আনন্দের তেমনই দায়বদ্ধতার। অর্ধশতাব্দী পার হয়ে আসা সংগঠন যখন পিছনে ফিরে তাকায় তখন নিজেদের কাজের অর্জন, চ্যালেঞ্জ, সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ সামগ্রিক মূল্যায়ন সামনে আসে যা আগামী আন্দোলন ও কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ণয়ে ভূমিকা রাখবে।

দীর্ঘদিনের পথচলার সাথীদের নিয়ে আনন্দ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে সংগঠনের সুবর্ণজয়ন্তী পালনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ২০১৯ এর আকস্মিক করোনা অতিমারী কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াল। করোনার কারণে সামাজিকভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। তবে মহিলা পরিষদ সাংগঠনিক শক্তি ও দৃঢ়তার সাথে সকল কর্মসূচি অনলাইনে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও তা সফলভাবে সম্পাদন করে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীআন্দোলন, মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সরকারি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, তরুণ সমাজসহ সংগঠনের জেলা ও কেন্দ্রের কর্মী সংগঠকদের নিয়ে পালন করা হয়। অনলাইনে হওয়ার কারণে জেলা পর্যায়ের কর্মী সংগঠকবৃন্দ কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যা সুবর্ণজয়ন্তীর কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। জেলাসমূহ কেন্দ্রের অনুরূপ কর্মসূচি পালন করেছে। সুবর্ণজয়ন্তীতে সংগঠনের প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানমকে 'সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা' প্রদান করা হয়েছে।

সংগঠন উপপরিষদ সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে যা গুরুত্বপূর্ণ। এটি সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ডকুমেন্ট হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে।

সংগঠনের ৫০ বছরের পথচলা সম্ভব হয়েছে যাদের সময়, মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে, তাঁদের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। মহিলা পরিষদের এই পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে অগ্রসর হবে আগামী প্রজন্ম। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নারীর মানবাধিকার আদায়ের আন্দোলন বহমান থাকবে সুবর্ণজয়ন্তীতে এই প্রত্যাশা।

উম্মে সালমা বেগম

সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

আহ্বায়কের কথা

নারীর সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করে নারীর অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল গড়ে ওঠে এদেশের অগ্রণী নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তার কিছুদিন পর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। 'নারীর অধিকার মানবাধিকার'– এই বিশ্বাসকে ধারণ করে, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার জন্মের ৫০ বছর পার করেছে। এই ৫০ বছরের পথচলা সংগঠনের জন্য খুব মসৃণ ছিল তা নয়, কিন্তু সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাকালীন তরুণ নেতৃত্বের অদম্য সাহস, দেশপ্রেম এবং নারীর উন্নয়নে কাজ করার মানসিকতার জোরে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আজ নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে ও ব্যক্তি চেতনায় দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বিধি-বিধান এবং পশ্চাৎপদ চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন করে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম হয় দেশের এক উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যার কিছুদিন পরেই শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ–যাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা, বিশেষ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তরুণ ছাত্রী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। একদিকে সংগঠনের পরিধি বাড়ানো, সংগঠক-কর্মী তৈরি করা, অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নারীর পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা গ্রহণে নিজেদের উদ্যোগে কাজ করার পাশাপাশি সরকারকে দেশ পুনর্গঠনে সহায়তাসহ নারীর জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার কাজ করা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সংগঠনকে শক্তিশালী, দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে সারাদেশে ৫৮টির অধিক সাংগঠনিক জেলা শাখা, প্রায় ২,৩৫০টি তৃণমূল শাখা এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজারের মতো কর্মী নিরলস কাজ করে যাচ্ছে নারীর উন্নয়নে।

নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শুরু থেকেই আন্দোলন করে যাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা দেখি প্রাথমিক স্তরে কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ অনেক বেশি– যা ৫০ বছর আগে কল্পনা করা কঠিন ছিল।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী সমাজের উন্নয়নে কল্যাণে যেসব কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম যৌতুক-বিরোধী আন্দোলন। আমরা দেখেছি এদেশের শত শত নারীকে যৌতুকের বলি হতে, স্বামী-শাশুড়ির হাতে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলনের ফলে আজ দেশ থেকে সম্পূর্ণ না

হোক অনেকটাই দূর হয়েছে এ ভয়াবহ ব্যাধি।

বাল্যবিবাহ বন্ধে মহিলা পরিষদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে বাল্যবিবাহ নিরোধে সরকার আইন করতে বাধ্য হয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন প্রত্যাহার করে নারীবান্ধব আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের সাথে লবি করাসহ নারীবান্ধব আইন প্রণয়নে সহায়তা করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের খসড়া তৈরি করাও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অর্জন বলে মনে করি। এ ছাড়া সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য দাবি নিয়ে অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা দিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নির্যাতনের শিকার নারী শিশুদের জন্য সামাজিক আশ্রয়কেন্দ্র রোকেয়া সদন পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার পেছনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য। নারী আন্দোলনের ফলেই ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন চালু হয়। স্থানীয় সরকারের প্রচুর সংখ্যক নারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য বিজয়ী হলেও সেখানে ক্ষমতার অংশীদারিত্বে নারী জনপ্রতিনিধিরা বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য দূরীকরণেও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি করে আসলেও সরকার তা না করে বরং জানুয়ারি ২০১৮ সালে ৫০টি আসন আগামী ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষিত করেছে–যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিবাদ, আন্দোলন অব্যাহত আছে।

পাশাপাশি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যদি নারীর অবদান দেখি তবে দেখব গামেন্টস শিল্প, কৃষিক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। নারীরা আজকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় অংশগ্রহণ করছে, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে যদিও আরও অনেক বেশি সংখ্যায় হওয়া উচিৎ ছিল।

ধর্মান্ধতা বা উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব নারীদের আবারও ঘরবন্দি করতে চাইছে কিন্তু বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দৃঢ়চেতা মনোভাব নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মকাণ্ড সে প্রভাব রুখে দিয়ে সংগঠনের ৫০ বছর সফলভাবে পার করেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী মানবিক সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করা।

৪ এপ্রিল ২০২০ সংগঠন তার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের জন্য বছরব্যাপী (৪ এপ্রিল ২০২০- ৪ এপ্রিল ২০২১) কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে করোনা মহামারীর কারণে শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে সকল কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয়নি। তবে দুই একটি কর্মসূচি যেমন বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে সভা এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা ছাড়া গৃহিত সকল কর্মসূচিই আমরা ২০২১ এর এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনে করতে পেরেছি। এসব কর্মসূচিতে এদেশের নাগরিক সমাজ, তরুণ সমাজ, স্কুল- কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

'সমতার সংগ্রামে চলি সবাই মিলে একসাথে'– এই আহ্বান জানিয়ে স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনমুখী জাতীয়ভিত্তিক নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ৪ এপ্রিল ২০২০ পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। দেশব্যাপী সংগঠনের ৫৮টি জেলা শাখার মাধ্যমে পালিত হয়েছে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি দীর্ঘ ৫০ বছরে এদেশের নারী সমাজকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, নারী মুক্তির লক্ষ্যে নানামুখী ও বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলনে জোরদার ভূমিকা রেখে চলেছে। নারীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিক মুক্তি অর্জন তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এ আমাদের অঙ্গীকার।

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর

স্লোগানসমূহ

সমতার চেতনা প্রতিষ্ঠা করি, নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তুলি।

আসুন যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, শক্তিশালী নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন গড়ে তুলি।

সম্পদ সম্পত্তিতে সমান অধিকার নারীর ক্ষমতায়ন ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছর, সমতার সংগ্রামে চলি সবাই মিলে একসাথে।

অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

সকল শ্রেণী পেশার নারীদের যুক্ত করি, অন্তর্ভূক্তিমূলক সংগঠন গড়ে তুলি।

নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই তরুণ প্রজন্মের অংশীদারিত্বে শক্তিশালী নারী আন্দোলন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গঠিত প্রস্তুতি কমিটি

সাংগঠনিক সম্পাদককে আহ্বায়ক করে ৫৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় (সংযোজন পৃষ্ঠা-৮৯)

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর গৃহীত কর্মসূচি

৩ জানুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ৪ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৪ এপ্রিল ২০২১ বছরব্যাপী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ এর অতিমারীর কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত ও হঠাৎ সৃষ্ট মহামারীতে স্তব্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব। দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হলে গৃহবন্দি হয়ে পড়ে অধিকাংশ মানুষ। করোনাকালীন নানা প্রতিবন্ধকতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে সীমিত আকারে হলেও মহিলা পরিষদ বছরব্যাপী এদেশের নাগরিক সমাজ, তরুণ সমাজ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনলাইনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হয়েছে। পাশাপাশি, জেলা শাখাগুলোও বহুমুখী সৃজনশীল কর্মসূচি (অফলাইনে/অনলাইনে) পালনের মাধ্যমে ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালন করেছে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি

ক. উদ্বোধনী আলোচনা সভা ও র‍্যালি : ৪ এপ্রিল ২০২০ শিল্পকলা একাডেমি থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালি হবে। র‍্যালি শেষে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।
খ. ক্রোড়পত্র : ৪ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ক্রোড়পত্র ছাপানো হবে।
গ. বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের সাথে সভা।
ঘ. প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী পালন।
ঙ. সাংগঠনিক মাস/পক্ষ পালন।
চ. প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি হিসেবে একক বক্তব্য/আলোচনা সভা (প্রতিবেশী দেশের বক্তাকে আমন্ত্রণ)
ছ. আলোচনা সভা : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়ক আলোচনা সভা।
জ. আন্তঃপ্রজন্ম সংলাপ : ৮ মার্চ ২০২০ আন্তঃপ্রজন্ম সংলাপ (পুরাতন ও নতুন সংগঠকদের নিয়ে)।
ঝ. ডকুমেন্টারি : মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবদি কার্যক্রম নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি করা।
ঞ. সমাপনী : ৪ এপ্রিল ২০২১ মহিলা পরিষদের ৫০ বছর পূর্তির সমাপনী অনুষ্ঠান।

জেলা পর্যায়ে কর্মসূচি

ক. কেন্দ্র যেসব কর্মসূচি পালন করবে জেলা শাখাও একই কর্মসূচি পালন করবে।
খ. যেসব নারীর অবদানে জেলা শাখায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানাসহ তাদের অবদান লিখে কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোষণা

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোষণা

সমাজে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে নারী-পুরুষের সমতার আদর্শ আর অসাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গণনারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। অর্ধশতাব্দীর পথপরিক্রমায় এ সংগঠনের হয়েছে অনেক বাঁক পরিবর্তন, সমৃদ্ধ হয়েছে নতুন অভিজ্ঞতা আর নতুন কর্মকৌশলে। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শত শত নারী অধিকার কর্মীর আত্মত্যাগ, শ্রম আর মেধার বিনিময়ে আজকে সংগঠন পরিণত হয়েছে এক বিরাট মহীরুহে।

স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনকালে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এদেশের নারী আন্দোলনের পথিকৃত জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামাল, নারী আন্দোলনের সাহসী অগ্রণী নেতৃত্ব হেনা দাস, মনোরমা বসু, উমরাতুল ফজলসহ কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ের সকল কর্মী-সংগঠককে। একই সাথে আমরা স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে লাখো শহীদ নরনারীকে যাদের আত্মদানের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, মানবিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যারা নিরন্তর সাহসী ভূমিকা পালন করে গেছেন, যাদের উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা নারী আন্দোলনের এই পতাকা বহন করার শক্তি, সাহস, প্রেরণা পেয়েছি তাঁদের সকলকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

অভিনন্দন জানাই সমগ্র দেশবাসী, সংগঠনের সকল শুভানুধ্যায়ী, সমর্থক, সহযোগী নাগরিকসমাজ, গণমাধ্যম, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এবং বাংলাদেশের সমগ্র নারীসমাজকে। শুভেচ্ছা জানাই গণতন্ত্র ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল সংগঠক, কর্মী ও সদস্যকে– যাদের আপ্রাণ, সক্রিয় প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে এই সংগঠন।

সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি পর্বে, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ঊষালগ্নে সত্তর দশকে নারীসমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে মহিলা পরিষদের কর্মী-সংগঠকরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন স্লোগান ছিল 'গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়, সংগঠন গড়ে তোল।' পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দশকে কর্মী-সংগঠকরা নারী সমাজের কাছে সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালায়। বিস্তৃতি লাভ করে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আদর্শভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী এ সংগঠনটি।

৮০'র দশকে সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনমুখী এই সংগঠনটি যুক্তিসংগত কারণেই নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলের কাজটিকে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। এলাকার পুরুষদের সম্পৃক্ত করে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তোলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি।

নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর আন্দোলনের পাশাপাশি নারী নির্যাতন প্রতিরোধের কাজ করতে গিয়ে সংগঠকরা নির্যাতনের শিকার নারীর পাশে দাঁড়ান। সূত্রপাত হয় আইনি সহায়তাপ্রদান কার্যক্রমের। অসহায়, আশ্রয়হীন, নিরাপত্তাহীন নারীর জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় আশ্রয়কেন্দ্রের। শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় গড়ে ওঠে সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র 'রোকেয়া সদন'। শুরু হয় নারীকে গৃহাভ্যন্তরে নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন

প্রণয়নের আন্দোলন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ অন্যান্য নারী সংগঠনের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে প্রণীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে এ পর্যন্ত প্রণীত নারীর প্রতি সংবেদনশীল সকল আইনের খসড়া প্রণয়নে, দাবি উত্থাপনে, সুপারিশ পেশ করার কাজে, সরকারের আইন প্রণয়ন কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসেবে মহিলা পরিষদ রেখেছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এভাবেই ৮০'র দশক থেকে নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় সময়ের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের আন্দোলন। এই আন্দোলনের অগ্রগামী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। ১৯৯৭ সালে দেশের বিশিষ্ট আইনবিদদের পরামর্শ ও সহায়তায় মহিলা পরিষদ অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা তৈরি করে সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। সময়ের চেয়ে অগ্রসর এ দাবিটি আদায়ের লক্ষ্যে বারবার আন্দোলন করেও সরকারের দিক থেকে ফলপ্রসূ কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি, অথচ জাতিসংঘ সিডও কমিটি ২০১১ সালে বাংলাদেশ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ মন্তব্যে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্বের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন করে আসছে। ৮০' দশক থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। দীর্ঘ দিনের নারী আন্দোলনের দাবির ফলে ১৯৯৭ সাল থেকে স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নারীরা নির্বাচিত হচ্ছেন কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তারা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। অন্যদিকে, জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির যৌক্তিক দাবিকে উপেক্ষা করে ১০ এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসন আগামী ২৫ বছরের জন্য চলমান প্রক্রিয়ায় বহাল রাখার বিল পাস করা হয়েছে। এটি নারী সমাজের দীর্ঘদিনের দাবি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সরকারের অবজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়।

আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা আর ক্ষোভের সঙ্গে দেখছি যে, সম্প্রতি ধর্ষণ, দলবদ্ধধর্ষণ, গণপরিবহনে ধর্ষণ, খুনসহ নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা ভয়াবহ মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নয় মাসের শিশু থেকে ষাটোর্ধ্ব নারী ধর্ষণের শিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে শূন্য সহিষ্ণুতার ঘোষণা দিলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। বিচারহীনতার সংস্কৃতি, প্রশাসনের নির্লিপ্ততা, ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং নারীর প্রতি প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারীর জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কার্যকর আইন প্রণয়ন করে নির্যাতনকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করে ধর্ষণ, হত্যা, দলবদ্ধধর্ষণ বন্ধ করার জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

নারীর জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা ও সুশাসনের অভাব, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, বেকারত্ব, কালো টাকা, পেশীশক্তির আস্ফালন, অসহনীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিস্তার, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

নারীর প্রতি চলমান বহুমাত্রিক সহিংসতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায়। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়; সারা বিশ্বেই নারীআন্দোলন বর্তমানে এক নতুন পর্যায়ে উপনীত। একদিকে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নারীর অগ্রযাত্রা, অপরদিকে এই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য বিদ্যমান নানা ধরনের অপচেষ্টা আর অপকৌশল। দেশে দেশে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক সহিংসতা, জঙ্গিবাদের ভয়াবহ উত্থান, সশস্ত্র সংঘর্ষে হাজারো নারীর জীবনে করুণ পরিণতি, অভিবাসী নারীদের জীবনের বিপর্যস্ততা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব একবিংশ শতাব্দীর অনেক অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার। জাতিসংঘের নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ

সনদ– সিডও বাস্তবায়ন আন্দোলনে মহিলা পরিষদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংগঠনকে নারী উন্নয়নের সাম্প্রতিক বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংগঠন গ্রহণ করেছে নতুন কর্মকৌশল। নতুন প্রজন্ম এবং বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে পরিচালিত হচ্ছে 'জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হচ্ছে আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা ও পাঠচক্র।

নারীসমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে নিরলসভাবে কর্মরত মহিলা পরিষদের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবাহিনী নারীআন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করছে।

'নারীর অধিকার মানবাধিকার নারী নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন'– এই গভীর বিশ্বাসকে ধারণ করে এই সংগঠন নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ এ দেশের সকল প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। দেশের জনগণের যে কোনো সংকটে, দুর্দিনে, খরা-বন্যায়, কোভিডকালীন সংকটের সময় আর্তমানবতার ডাকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। অর্জন করেছে সকল স্তরের মানুষের আস্থা।

আজকে বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রার যে ধারা সূচিত হয়েছে তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃশ্যমান। এর পিছনে সক্রিয় রয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অর্ধশতকালব্যাপী নিরলস ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রাম।

আমরা বিশ্বাস করি, কাউকে পেছনে ফেলে নয়, একটি শান্তিপূর্ণ মানবিক বিশ্ব গড়ার জন্য সকলকে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় যুক্ত করতে হবে। ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। শক্তিশালী নারীআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল স্তরের নারীদের সম্পৃক্ততায় সংগঠনকে শক্তি অর্জন করতে হবে। তরুণ প্রজন্মসহ সুবিধাবঞ্চিত, দলিত নারী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী নারী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারীকে সম্পৃক্ত করে সমতার সংগ্রামে সবাই মিলে একসাথে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার হোক ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অঙ্গীকার।

সংগঠক-কর্মী ও সাধারণ সদস্যদের প্রতি আহ্বান

- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও বেগবান করার লক্ষ্যে দক্ষ, উদ্যোগী, সংগঠনের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি সর্বদা দায়বদ্ধ নিবেদিত সংগঠক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে হবে এবং তরুণদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে তাদেরকে তৈরি করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সমাজকাঠোমো সম্পর্কে নারীসমাজকে সচেতন করে তাদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি, আত্মশক্তি ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল প্রজন্মের পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নারীসমাজসহ সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অব্যাহত প্রয়াস চালাতে হবে এবং সংগঠনের ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার অনুযায়ী সকল প্রকার মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান সংহত করতে হবে।
- নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা সংসদে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক দলের এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য উদ্যোগী হন।
- সদস্য ও সংগঠকদের দেশপ্রেম, সামাজিক অঙ্গীকার, স্বেচ্ছাসেবা ও দায়বদ্ধতাকে সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ধরে রাখতে হবে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজসহ তরুণ ও যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য অব্যাহত প্রয়াস চালাতে হবে।
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণাকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে, স্বেচ্ছাসেবীর আদর্শের দৃঢ়তা নিয়ে পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সংগঠনের সকল সংগঠক ও কর্মীদের গুরুত্ব দিতে হবে।

সরকারের প্রতি আহ্বান

- ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সম্পদ-সম্পত্তিতে সকল নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা কেবল নারীর সমস্যা নয়, জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা– এই উপলব্ধিতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবী, কর্মজীবী ও শ্রমজীবী নারীর জন্যে নারীবান্ধব নিরাপদ পরিবেশ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং যানবাহনের পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে এবং পেশাজীবী নারীদের পদোন্নতি, প্রশিক্ষণে বৈষম্য প্রদর্শন না করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- পেশাজীবীদের সরকারি নিয়োগের কোটা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুসমন্বয়ের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী কোটা প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী কোটা সংরক্ষণসহ এ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- নারী সমাজের চাহিদা অনুযায়ী অবিলম্বে ২০১১ সালে ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সিডও সনদের প্রাণ ২ এবং ১৬ (১)(গ) নং ধারায় বর্ণিত নারীর প্রতি বৈষম্যের সংজ্ঞার সাথে জাতীয় আইন-কানুনে প্রদত্ত সংজ্ঞার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এবং ২ ও ১৬ (১) ধারা থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ভূমিকার যথাযথ চিত্র প্রতিফলিত করতে হবে।
- সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের সকল বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক প্রচলিত আইনগুলো সংশোধন ও বাতিল করতে হবে।
- আদিবাসী, দলিত, হরিজনসহ সকল প্রান্তিক নারীদের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সম্পত্তিতে তাদের সমান অধিকার দিতে হবে।
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অধিকার মর্যাদা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
- রাজনীতিতে এবং নির্বাচনী প্রচারে ধর্মের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
- বিনা পারিশ্রমিকে নারীর পারিবারিক শ্রম জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচনে ৩৩% নারীকে মনোনয়ন দিতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও) ২০১৩ অনুসারে-রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল স্তরের কমিটিতে ৩৩% নারীদের জন্য সংরক্ষণ রাখা এবং এই লক্ষ্য রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

- নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক জেন্ডার সংবেদনশীল, দেশপ্রেম ও মানবাধিকারের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে।
- মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল-কলেজভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এলাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় সভা করা এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী স্কুল-কলেজে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধে অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয় স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যসূচিতে যথাযথ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এর মনিটরিং করতে হবে। আদিবাসী নারীদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত (প্রতিবন্ধী, দলিত, ভাসমান, তৃতীয় লিঙ্গ) নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- কৃষিখাতে কর্মরত নারীদের কাজের স্বীকৃতি, জমির মালিকানা, স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে যৌন ও সহিংসতামূলক তথ্য প্রদান বন্ধের লক্ষ্যে মনিটরিং সেল গঠন এবং নিয়মিত এর কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।
- প্রতিটি গণমাধ্যম হাউসে মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী প্রণীত যৌন নিপীড়ন বিরোধী কমিটি দ্রুত সময়ের মধ্যে গঠন করতে হবে।
- জেন্ডার বিভাজিত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।
  বাল্যবিবাহ আইনের বিশেষ শর্ত বাতিল করতে হবে।

রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান

- নারী ও কন্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নারীর অধিকার এবং জেন্ডার সমতার বিষয়টি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সকল প্রকার মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সমন্বিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা গড়ে তুলতে হবে।
- গণমাধ্যমে নারীকে নেতিবাচক উপস্থাপনা বন্ধ করতে হবে।
- প্রতিটি গণমাধ্যম হাউসের নীতিমালায় জেন্ডারপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণমাধ্যম হাউসের অনুষ্ঠানমালা পরিকল্পনা করতে হবে।
- নারী সাংবাদিকদের জন্য নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, যাতায়াতের সুবিধা, নাইটশিফট সন্ধ্যায় এগিয়ে নিয়ে আসা এবং যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের কাজের পথকে মসৃণ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নারী সমাজের প্রতি আহ্বান

- নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণ নারীদের সচেতন ও সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
- নিজেদের মধ্যে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।
- দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক যৌক্তিক অগ্রসর চিন্তার সমাজ গঠনের সংগ্রামে সকলকে অংশগ্রহণের ও ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, নারী-পুরুষের সম্মিলিত অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে একটি গণতান্ত্রিক সমতাপূর্ণ মানবিক বাংলাদেশ।

ঘোষণা পাঠ করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও গাইবান্ধা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ।

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বাস্তবায়িত কর্মসূচি

বাস্তবায়িত কর্মসূচি

৪ এপ্রিল ২০২০ কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সংগঠনের সকল জেলা কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও ব্যানার টানানোর মধ্য দিয়ে বছরব্যাপী ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করা হয়। নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম তুলে ধরা এবং সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী ও নাগরিক সমাজের সাথে মতবিনিময় সভা করা ছিল ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের মূল উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি : কেন্দ্রীয়ভাবে অফলাইনে একটি এবং অনলাইনে আটটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

অফলাইন কর্মসূচি : ৪ এপ্রিল ২০২০ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও ব্যানার টানিয়ে ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করা হয়।

অনলাইন কর্মসূচি

- ২০ জুন ২০২০ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী পালন।
- সাংগঠনিক পক্ষ পালন।
- 'বাংলাদেশের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ক আলোচনা সভা।
- 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী : কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তার' বিষয়ে সেমিনার।
- 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়ক আলোচনা সভা।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন।
- স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আলোচনা সভা।
- 'মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথচলা এবং বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ' বিষয়ক একক বক্তৃতার মাধ্যমে সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী ঘোষণা করা হয়।
- এই সকল অনলাইন কর্মসূচিতে উপস্থিতি এবং ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ১৭,৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

জেলা পর্যায়ের কর্মসূচি

- জেলা শাখাগুলো কেন্দ্রের অনুরূপ কর্মসূচি পালন করে।
- ৩২টি জেলা শাখা মোট ৪০টি কর্মসূচি পালন করে। জেলা শাখাসমূহ সদস্যদের উপস্থিতিতে অধিকাংশ কর্মসূচি পালন করতে সক্ষম হন। তারা ৩২টি কর্মসূচি সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে করেন এবং ৮টি কর্মসূচি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিত ছিলেন ১,০১২ জন।

কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত কর্মসূচির প্রতিবেদন

এখানে উল্লেখ্য, বছরব্যাপী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর নানামুখী কর্মসূচির মধ্যে ছিল– মহিলা পরিষদের বাৎসরিক ক্যালেন্ডারের বিভিন্ন দিনগুলো এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত করে নেওয়া।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মদিন পালন

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনকালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে ২০ জুন ২০২০ (অনলাইনভিত্তিক) প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল– 'সংকটে-দুর্যোগে নারীর চ্যালেঞ্জ : উত্তরণের পথ ও কবি সুফিয়া কামাল।' আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. মালেকা বানু। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

অন্যতম প্যানেল আলোচক মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন সমাজের আলোকবর্তীকা, তিনি সবসময় সমতার কথা বলতেন। আজ সারা বিশ্বসহ জাতীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষেত্রে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে তা খুবই দুঃখজনক। আজকে এই করোনার সংকটের মধ্যে নারীর জীবনে যে বৈষম্য দেখা যায় তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে এসেছে। আজকে উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, এই সংকটকালে নারী, শিশু এবং কালোরা বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও আমরা একই দৃশ্য দেখতে পাই। রাষ্ট্রে আমাদের যে মৌলিক অধিকার আছে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত হলে সমাজে বৈষম্য কমে আসবে। এ জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে অধিকার আছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে, তাহলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। সুফিয়া কামালের জন্মদিনে তার আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নে কাজ করলে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হক লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান সময়ে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। পারিবারিক ও সামাজিক নানা বৈষম্য থাকার পরও নারী তার যোগ্যতা ও মেধা কাজে লাগিয়ে সমাজে অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু সমাজিক অধিকারের দিকে নারীর অবস্থান এখনও সুস্পষ্ট নয়। ফলে উন্নয়নের ধারা কতটুকু টেকসই তা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। যেকোনো দুর্যোগে নারীর অবস্থা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। বর্তমানে কোভিড-১৯ একটি বৈশ্বিক সমস্যা– যা নারীর অবস্থানকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে গার্মেন্টস নারীকর্মীরা। এই সংকটময় সময়েও নারীদের নির্যাতন এবং সহিংসতার শিকার হতে হয়– যা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক। এই সংকটময় সময়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন কবি সুফিয়া কামালকে। তাঁর বাণী এখনও নতুন প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং এই সংকট থেকে উত্তরণে সুফিয়া কামালের দর্শন ও আদর্শকে অনুসরণ

করার কথা বলেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, করোনা সংকটে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে আজ অসহায় পরিস্থিতিতে আছে। এই সময় বাল্যবিবাহ এবং নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল কিন্তু এই করোনার মধ্যে নারীরা আবার পিছিয়ে যাবে– তাই উন্নয়ন টেকসই করতে হবে এবং এর জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। সুফিয়া কামালের জন্মদিনে লিঙ্গ বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সকলকে শপথ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কবি সুফিয়া কামালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন কবির প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান।

অনলাইনে অনুষ্ঠিত এ প্যানেল আলোচনাটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ফেসবুক পেইজে সরাসারি প্রচার করা হয়। ফেসবুকে এই অনুষ্ঠানের ভিউয়ার ছিলেন প্রায় ১ হাজার জন।

আলোচনা সভায় উপস্থিতি ও ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ১ হাজার ২ শত জন অংশগ্রহণ করেন।

‘বাংলাদেশের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ’ বিষয়ক আলোচনা সভা

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে ‘বাংলাদেশের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ’ বিষয়ক আলোচনা সভা ছিল অন্যতম। আলোচনা সভাটি ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সম্মানিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. শাইখ ইমতিয়াজ এবং ব্র্যাকের জেন্ডার অ্যাডভাইজার হাসনে আরা ডালিয়া। সভাটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার বলেন, নারীআন্দোলন যে কেবল নারীর অধিকার ও ন্যায্যতার কথা বলে তা নয় বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যেকোনো রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বাধীনতার আন্দোলনে নারী সংগঠনগুলো সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভূমিকা অতুলনীয়। তিনি বলেন, ‘আমরা যতো এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের পথ ততো অমসৃণ হচ্ছে, সেই সাথে আমাদের চ্যালেঞ্জ বাড়ছে।’ নারী তার সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে সব ক্ষেত্রেই যোগ্যতার প্রমাণ রেখে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. শাইখ ইমতিয়াজ বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নারীর অধিকার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক এনজিওকে দাতা সংস্থার ইচ্ছা মেনে কাজ করতে হয়, কিন্তু স্বেচ্ছাশ্রমেরভিত্তিতে আত্মোপলব্ধি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মতো সংগঠন কমই আছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি অনন্য উদাহরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে নারীর অধিকার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তৃণমূলে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে– যা অন্যান্য দেশে বিরল।

ব্র্যাকের জেন্ডার অ্যাডভাইজার হাসনে আরা ডালিয়া বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ৫০ বছরে যেমন তৃণমূলে হাজার হাজার সংগঠক তৈরি করেছে তেমনি নারী নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও তারা সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির মতো কমিটি তৈরি করেছে। এটি সংগঠনের জন্যে একটি বড় অর্জন। বাংলাদেশের নারীআন্দোলন একটি সামগ্রিক এজেন্ডা, এটি বৈশ্বিক নারীআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাম্প্রতিক সময়ে নারীআন্দোলন আদর্শগত কিছু চ্যালেঞ্জের (ধর্মীয় কুসংস্কার, মৌলবাদ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক

দৃষ্টিভঙ্গি) মুখে দাঁড়িয়ে আছে, এসব মোকাবেলায় কাজ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, বেগম রোকেয়া থেকে শুরু করে নারী আন্দোলনের ধারা বহন করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পথ চলা শুরু। সংগঠন নেতৃত্বদানে একটি ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য আমরা প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কবি সুফিয়া কামালকে পেয়েছি। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনা কাজে লাগিয়ে মহিলা পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সংগঠকরা। সেই কাজের ধারাবাহিকতায় এখনো আমরা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, এই ৫০ বছরে ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাপূর্ণ সমাজের অন্বেষায়, গণতান্ত্রিক, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিরলসভাবে পথ হেঁটে চলেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তিনি মনে করেন, একটি জবাবদিহিতামূলক, মানবিক, সমতাপূর্ণ, নারীর প্রতি সংবেদনশীল সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে।

সভার শুরুতে সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং শুরু থেকে আজ অবধি সমাজে মহিলা পরিষদের কাজের ধারাবাহিকতা, নানান অর্জন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা তুলে ধরেন।

সভায় ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোষণা পাঠ করেন গাইবান্ধা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রিক্তু প্রসাদ। ঘোষণায় প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুফিয়া কামালসহ প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃবৃন্দ, সংগঠক এবং ৫০ বছরের পথ চলায় যাদের স্বেচ্ছাসেবা, মেধা-মনন, শ্রম ও অংশগ্রহণে সংগঠন অগ্রসর হয়েছে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানানো হয়। উল্লেখ করা হয় সংগঠনের ৫০ বছরের পথ পরিক্রমায় সঞ্চিত নতুন অভিজ্ঞতা, পরিবর্তিত সময়ের সাথে কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন এবং গৃহীত নতুন কর্মকৌশল। ঘোষণায় আরো বলা হয়, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের নারীআন্দোলন তথা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ধারাবাহিক আন্দোলনের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকল স্তরের ও পর্যায়ের নারীদের নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নারীআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে। (পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা ৪৫ পৃষ্ঠায়)

আলোচনা সভায় উপস্থিতি ও ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ২ হাজার ৬ শত জন অংশগ্রহণ করেন।

‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী : কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা’ বিষয়ক আলোচনা সভা

সংগঠন উপপরিষদ এবং আন্দোলন উপপরিষদের যৌথ উদ্যোগে ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী : কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা’ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব এবং বিসিএস উইমেন্স নেটওয়ার্ক-এর সেক্রেটারি শায়লা ফারজানা এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. সাবিরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

এছাড়াও সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কমিউনিটি ক্লিনিক প্রোগ্রামের সাবেক চিফ কোঅর্ডিনেটর (গ্রেড-১) ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, যশোর পিবিআই’র এসপি রেশমা শারমিন, বেলাবো (নরসিংদী) উপজেলার ইউএনও শামীমা শারমিন, বোঁচাগঞ্জ (দিনাজপুর) উপজেলার ইউএনও ছন্দা পাল, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এবং বর্তমানে আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুরের এনাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কান্তা রায়, কাউখালী (পিরোজপুর) উপজেলার ইউএনও মোছা. খালেদা খাতুন রেখা, এডিশনাল ডিসট্রিক্ট লাইভস্টক অফিসার

ড. আশিকা আকবর তৃষা ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব ডেইজি চক্রবর্তী। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানমের রেকর্ডকৃত বক্তব্য শোনানো হয়। রেকর্ডকৃত বক্তব্যে তিনি বলেন, নারীআন্দোলন বলতে কেবল বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের নারী আন্দোলনকে বোঝানো হয়। নারীরা এখন ক্ষমতায়িত হচ্ছে, অনেক চেষ্টা অনেক আন্দোলনের পরে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে, নারীরা আজ সর্বক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে। তবে এতো অর্জনের মাঝেও দিনাজপুরে ওয়াহিদা খানমের ঘটনা আমাদের চোখ ঘুরিয়ে দিয়েছে।

আমরা বর্তমানে যে সমতাভিত্তিক সমাজের কথা বলি সেখানে একটি বড় আঘাত করেছে এই ঘটনাটি। নারীর জন্য এমন একটি কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে নারী নিশ্চিন্তে কাজ করবেন। নারীর কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার এই দায় আমরা কেউ এড়িয়ে যেতে পারব না। সমাজ যখন নারীকে হেয় ভাবে দেখবে, যতক্ষণ সামাজিক বৈষম্য থাকবে তখন নারী যত ক্ষমতায়িত হোক না কেন তারা অনিরাপদই থাকবে। কাজেই আমাদের সর্বপ্রথম নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নয়, সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের ক্ষমতায়ন করার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সকল ক্ষেত্রে নারী নিজে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাই প্রশাসনকে নারীর নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি সবাইকে রোকেয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে ১৯০৪-২০২০ সাল পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলোকে সার্থক করার এবং সমস্যা খুঁজে বের করে তা সমাধান করার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি নারীদের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল বাধা দূর করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন বলেন, নারীকে পিছিয়ে রাখা কিংবা নারীকে মানুষ হিসেবে অবমূল্যায়ন করা কোনো সভ্য সমাজে কাম্য নয়। তবে আশার বিষয় এই যে, আমাদের দেশের নারীরা এখন ৯০ দশকের তুলনায় অনেকটা নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ পাচ্ছে, তারা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে, তবে এই অগ্রগতি আমাদের জন্য যথেষ্ঠ নয়, কারণ আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চাই– যা নারীর ক্ষমতায়নের অংশ। নারীর জীবন বহুভাবে, বহুরূপে, বহুস্তরে বিভক্ত তাই নারীর জীবনের সমস্যাগুলো বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের। গোত্র-বর্ণ-শ্রেণি অনুসারে নারীর সমস্যাগুলো ভিন্ন ধরনের। তেমনি পেশাগত ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পেশায় নারীরা বিভিন্ন রকমের সমস্যায় জর্জরিত। তিনি আরও বলেন যে, আমরা এখনো সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন পাইনি। তাই পলিসিগুলো আমাদের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। একইসাথে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন, প্রশাসনের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে মনিটরিং বৃদ্ধি ও নারীবান্ধব পলিসি গ্রহণে উপস্থিত সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

আলোচনা সভায় উপস্থিত অন্যান্য বক্তারা বলেন, মহিলা পরিষদের মতো সংগঠনগুলোর দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই বাংলাদেশের নারীরা আজ এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই নারীবান্ধব পরিবেশ পাচ্ছে। তারা ডে-কেয়ার সেন্টার, মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ নানা সুবিধা পাচ্ছে। বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী তাদের সমান অধিকার পাচ্ছে না। এসডিজি লক্ষ্য বাস্তবায়নে অনেক পিছিয়ে রয়েছি। তবুও পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এখন দৃশ্যমান। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীর অবস্থানের মতো কর্মক্ষেত্রে ও নারীর প্রতি বৈষম্যগুলো দৃশ্যমান।

সংগঠনের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সহসভাপতি রেখা চৌধুরী। (সংযোজন পৃষ্ঠা-৯১)। তিনি

উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা লক্ষ্য করছি দেশের সার্বিক উন্নয়নে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের বিশাল অবদান রয়েছে। কৃষি থেকে শুরু করে দাপ্তরিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুদায়িত্ব নারী পালন করে চলছে নিরলসভাবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতমালা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিডও, এসডিজি ইত্যাদিতে নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে যে দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে মূলত তারই আলোকে মহিলা পরিষদ কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিকতার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর নারী ইস্যুতে সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা, ইতিবাচক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আজও গড়ে উঠেনি। যার ফলে নারী কর্মকর্তাগণ সবসময়ই অনিরাপদ পরিবেশে স্বাস্থ্য ও মানসিক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব সরকার তথা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তা পালনে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিতি ও ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ২ হাজার ৪ শত জন অংশগ্রহণ করেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়ক আলোচনা সভা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়ক আলোচনা সভা ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক, উদ্যোক্তা, নারীনেত্রী ও সমাজসেবক বেগম মুশতারী শফী। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ডালিয়া নওশিন, বরিশালের বেগম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, কবি ও গবেষক আসমা চৌধুরী এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রুনু দাশ। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

সভায় রেকর্ডকৃত বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আয়শা খানম বলেন, আমাদের জন্মই হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। নারীরা মমতাময়ী, ঘরমুখী– এমন ধারণার বদল হয় নারীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও নারীআন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা। নারীর বীরত্ব, সাহসিকতা, অধিকারের পরিচয় পাই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। নারীরা উন্নয়নের বাহক, কেবল লক্ষ্যমাত্রা নয়। মুক্তিযুদ্ধ এখনো চলছে, এটা চলতেই থাকবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বেগম মুশতারী শফী বলেন, আমাদের প্রথম প্রেরণা ছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তাঁর জীবনী এক বৈপ্লবিক চেতনার জন্ম দেয়। তাঁর অনুসারীদের নারীআন্দোলনে ভূমিকা ছিল, মাস্টার দা সূর্যসেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অগ্রভাগে ছিলেন। চট্টগ্রামের নারীদের আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের কথা লিখলেই যেন মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র মানুষের কথা বলা হয়ে যায়।

মহিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ৭১ এর আগে থেকেই। নানা আন্দোলনের আবহের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হতে থাকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেন। যদি কোনো আন্দোলনে নারীরা যুক্ত না হয় তবে তা পূর্ণতা পায় না। অনেক অর্জন নারীদের হয়েছে তবে এখনো বিস্তর বাধা আছে নারীদের জীবনে এবং বাংলাদেশের পথে। এজন্য ৭২ এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার জন্য সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সহস্র বছরের

অর্জন। এই মুক্তিযুদ্ধে গ্রামীণ বাংলার অগণিত নারীরা সাহস আর দৃঢ়চেতা মনোবল নিয়ে অংশগ্রহণ করে, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, চিকিৎসা ও খাদ্য সহযোগিতা করে, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে, গেরিলা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে সহায়তা করেছেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্য আলোচকগণ বলেন, নারী প্রথম বেরিয়ে এসেছিল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। তাঁর বহুমুখী ভূমিকাও ছিল। 'মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়টি প্রতিদিনের চর্চার। তারা মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের কথা বলতে গিয়ে ভাগীরথীর অসম সাহসিকতার কথা, তাঁকে পৈশাচিকভাবে হত্যার কথা; সুধা রানী, আলমতাজ বেগম, শিরিন বানু মিতিল ও বেগম ওসমান-এর কথা তুলে ধরেন। বীরাঙ্গনাদের আজ মর্যাদা দেয়া হয়েছে তবে যুদ্ধের পর তাঁদের অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

সভার শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন তরুণ সংগীতশিল্পী মৃদুলা সমদ্দার।

আলোচনা সভায় উপস্থিতি ও ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ৩ হাজার ৫ শত জন অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

সংগঠন উপপরিষদ, আন্তর্জাতিক উপপরিষদ এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১০ মার্চ ২০২১ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ ও সমতাপূর্ণ ভবিষ্যত গড়ার অঙ্গীকার : তরুণ প্রজন্মের ভাবনা' বিষয়ক (অনলাইনভিত্তিক) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মধুখালী জেলা শাখার সদস্য ও নার্স মিলা আক্তার, সাভার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাফরুহা ফেরদৌসী উর্মি, সুনামগঞ্জ জেলা শাখা থেকে বাচিকশিল্পী ও শিক্ষক দেবাশীষ তালুকদার শুভ্র, রংপুর জেলার মাহিগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. নাসিমা আক্তার, কাউখালীর নারী উদ্যোক্তা সুমি বসু, বেলাবো শাখার তরুণী সংগঠক আফরিন সিদ্দিকী কলি, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ও মহিলা অঙ্গন পাতার সম্পাদক রাবেয়া বেবী, বরিশালের নাট্যদল আরণ্যকের সভাপতি কথক বিশ্বাস জয়, আরটিভির স্টাফ রিপোর্টার আতিকা রহমান, তথ্য প্রযুক্তিবিদ (স্টোনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক) শাহরীন সেলিম, দিনাজপুর জেলা শাখার আইনজীবী অ্যাড. রেখা মনি এবং কথা'র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক উমামা জিল্লুর। এছাড়াও সভায় কবিতা আবৃত্তি করেন অভ্র ভট্টাচার্য এবং সংগীত পরিবেশন করেন জয়ন্ত পাল। সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য শাফকাত আলম আঁখি।

সভায় 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ : সমতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার অঙ্গীকার'– শীর্ষক ঘোষণা পাঠ করেন ঢাকা মহানগর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর (সংযোজন পৃষ্ঠা-৯২)। ঘোষণায় বলা হয়, ৮ মার্চ নারী অধিকার অর্জনের মাইলফলক হিসেবে দিকনির্দেশিত একটি অনন্য দিবস। ৮ মার্চ থেকে বেইজিং সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের নারীদের জীবনেও অনেক অগ্রগতি হলেও রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজন অধিকহারে নারীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসা। সমতাপূর্ণ ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য বলে মনে করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

আলোচনা সভায় মধুখালী জেলা শাখার সদস্য সিনিয়র স্টাফ নার্স মিলা আক্তার বলেন, আমাদের সমাজে নারীরা এখনো বৈষম্যের শিকার। তাদেরকে প্রতিনিয়তই প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। তার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি যে পেশায় কর্মরত আছেন সেখানে মানবসেবাই চরম ধর্ম, তবে তার এই ধর্ম পালন করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই তাকে নানা চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে। তাকে সামলাতে হয়েছে তার পরিবার,

সন্তানসহ অন্যান্য সকল দায়িত্ব। তিনি মনে করেন, নারীমুক্তি মানেই শিক্ষা বা অর্থনৈতিকভাবে নারীর উন্নয়ন নয়। নারী যেদিন থেকে নিজেই নিজেকে মানুষ মনে করতে শিখবে সেদিন থেকেই প্রকৃত অর্থে নারীমুক্তি হবে।

সাভার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাফরুহা ফেরদৌসী উর্মি বলেন, যেকোনো পশ্চাতপদ দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একজন যোগ্য নেতার প্রয়োজন। নারীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য নারী নেতত্বের বিকাশ অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপন, সিনেমা, নাটক, কিংবা সাহিত্য ইত্যাদিতে এখনো নারীকে চিরচারিত রূপে উপস্থাপন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে আমরা নারীকে যুগের পর যুগ এভাবেই চিন্তা করছি। তাই যতদিন আমরা এই ধরনের সম্প্রচার এবং লেখা বদলাতে না পারবো ততোদিন আমাদের ধারণাও বদলাতে শুরু করবে না। নারীদের চিরায়ত চিত্র বাদ দিয়ে নারীদের যোগ্যতাকে এখন সবার সামনে আনার সময়। কারণ এ ধরনের সম্প্রচারে অন্য নারীরা অনুপ্রাণিত হবে, সামনে এগিয়ে যেতে পারবে।

সুনামগঞ্জ শাখা থেকে বাচিকশিল্পী ও শিক্ষক দেবাশীষ তালুকদার শুভ্র বলেন, আমাদের নারী সমাজের বড়অংশই জানেন না যে তারা নানাভাবে বঞ্চিত। নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রথম নারীকে তার অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নারী তবুও আমাদের পুরুষ শাষিত সমাজের অনেকের ধারণা রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হলে হয়তো দেশের আরও উন্নতি হতো। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো প্রয়োজন। নারী নেতৃত্ব বিকাশ করতে আমাদেরকে পুরুষদের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে, সমাজের অনুশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে, নারীদের মানসিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে।

রংপুরের মাহিগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. নাসিমা আক্তার বলেন, নারী-পুরুষ আলাদাভাবে বিভাজন করার যুগ এটা নয়। এখন নারীকে তার অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন মানে সম্মানজনকভাবে নিজস্ব কাজের পরিধি অনুযায়ী যেখানে যতোটা সুযোগ পাওয়া প্রয়োজন ততোটা পাওয়া এবং ন্যায্যতা ও প্রাপ্য অধিকার যথাযথ পাবার ক্ষমতাকে বুঝায়। তাই নারী নেতৃত্ব বিকাশে নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।

কাউখালীর নারী উদ্যোক্তা সুমি বসু বলেন, ২০১৫ সালে তার স্বামী হার্ট অ্যাটাক করেন। তারপর থেকে তিনিই সংসারের হাল ধরেন। তিনি একাই তিনটি ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশের নারীরা তার মতো ব্যবসা ক্ষেত্রেও নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

বরিশালের নাট্যদল আরণ্যকের সভাপতি কথক বিশ্বাস জয় বলেন, নারীরা সকল ক্ষেত্রেই ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা ঝরে যায়। এছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়গুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম। জেন্ডার সমতার জন্য প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্র, প্রশাসন, পরিবার সকলকে এই সমতার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। শিশুদের পরিবার থেকেই এই শিক্ষা দিতে হবে। তবেই আমরা একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ করতে পারবো।

আরটিভির স্টাফ রিপোর্টার আতিকা রহমান বলেন, ২০২১ সালে এসে নারীরা সাইবার সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এ বিষয়ে সকল পর্যায়ে সচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহর পর্যন্ত এ বিষয়ে সকল নারীকে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে সচেতন করতে হবে সেই সাথে প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে যাথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সাইবার সহিংসতার শিকার হলে তাদের করণীয় কি সে বিষয়ে জানাতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়াও, সভায় উপস্থিত অন্যান্য বক্তারা বলেন, এখন নারীরা অনেক অগ্রসর তবুও তারা নির্যাতনের শিকার হয়, নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনেকে এখনো আইনি সেবা পায় না, আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। অনেক নারীরা এখনো মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এখনো প্রচলিত কুসংস্কার আকড়ে ধরে পড়ে আছে অনেকে। কর্মরত নারীরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কাজ করে যাচ্ছেন। ২৫ বছরে নারীর কাজে অংশগ্রহণ দ্বিগুণ বেড়েছে পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতাও বেড়েছে। নারী নেতৃত্ব বিকাশের পথে বিদ্যমান নানা বাধা দূর করতে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে নারীদের বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এখন মূল কাজ। নারী নেতৃত্বের বিকাশ তৃণমূল থেকেই শুরু করতে হবে। নেতৃত্ব দানের সদিচ্ছা নারীদের মাঝে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক কাজে নারীদের

স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ছোটবেলা থেকে শিশুদের জেন্ডার সমতার শিক্ষা দিতে হবে, প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে। নারী নেতৃত্বের বিকাশে এখনো কাঠামোগত বাধা আছে, এর দায় কেবল নারীর না, এর পেছনে থাকা মূল কারণগুলো দূর করতে হবে। এজন্য সকল প্রজন্মকে একত্রে কাজ করতে হবে।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীর নেতৃত্ব বিকাশে ৮ই মার্চের আগে থেকেই নারী আন্দোলনের সূচনা হয়। আজকে সমতার কথা বলা হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো যে নারীর অধস্তনতার জন্য দায়ী–এটি সকলকে বুঝাতে হবে, এর প্রতিরোধে কাজ করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে নারী অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হলে নারীআন্দোলন শক্তিশালী হবে। তিনি তরুণদের প্রতি নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় উপস্থিতি ও ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ২ হাজার ৮ শত জন অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আলোচনা সভা

১৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে 'আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু' বিষয়ে অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন বলেন, এক অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে তিনি কার্যকর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তাঁকে দল-মতের উর্ধ্বে রেখে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সকলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, বাংলাদেশের জনগণের হাজার বছরের মুক্তির আন্দোলন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। তাঁর একটাই লক্ষ্য ছিল সবসময় মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাঁকে সবসময় অনুপ্রাণিত করত। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নারীর রাজনীতিতে নেতৃত্বদানের পথ তৈরি হয়। তিনি স্বাধীনতার পর শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে পূর্ণ করতে হলে তিনি যে সংবিধান রেখে গেছেন তার পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি। একসাথে তিনি বাংলাদেশে শোষণমুক্ত, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, একাত্তরের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভূখণ্ড এই বাংলাদেশের জন্ম হয়। মুক্তির লক্ষ্যে চলমান এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথের কাণ্ডারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সকল ধরনের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সকলের সমতায় বিশ্বাসী এই নেতা জীবনব্যাপী আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষকে সচেতন করেছেন, সংগঠিত করেছেন, তাদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তিনি হয়ে ওঠেন স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক।

ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনূস বলেন, বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে আমাদের চিন্তা-চেতনা, সবকিছু। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার পেছনে বঙ্গবন্ধুর যে কঠোর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস রয়েছে তা নতুন প্রজন্মের কাছে এখনো অজানা আছে। শোষকের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি জাতির জাগরণ

সম্ভব হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের কারণে।

সভার শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন সুরাইয়া পারভীন এবং ডা. সুস্মিতা আহমেদ। আবৃত্তি করেন অভ্র ভট্টাচার্য।

আলোচনা সভায় উপস্থিতি ও ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ২ হাজার ২ শত জন অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান

সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৪ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত বছরব্যাপী নানামুখী কর্মসূচি পালন করা হয়। ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠান (অনলাইনভিত্তিক) অনুষ্ঠিত হয় ৩০ মে ২০২১। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

সমাপনী অনুষ্ঠানটি ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে, স্বাগত বক্তব্য এবং সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা প্রদান করা হয়, দ্বিতীয় পর্বে 'মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথ চলা ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ' বিষয়ক একক বক্তৃতা এবং শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

প্রথম পর্ব

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। তিনি ৪ এপ্রিল ২০২০ থেকে বছরব্যাপী গৃহীত কর্মসূচি পালনের সময় প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখী দাশ পুরকায়স্থ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক বুলা ওসমানসহ সংগঠনের সাথে যুক্ত প্রয়াত সকলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, নারীমুক্তি মানেই মানবমুক্তি–সুফিয়া কামালের এই দর্শনকে ধারণ করে এবং দেশের সকল সংগ্রামের ধারাকে সাথে নিয়েই মহিলা পরিষদের যাত্রা। এই পাঁচ দশকের পথচলায় সকল পরিবর্তনকে সাথে নিয়ে এবং বৈশ্বিক আন্দোলনে যুক্ত থেকে সংগঠন কাজের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

প্রয়াত নেত্রী আয়শা খানমের পরিবারের পক্ষে তাঁর একমাত্র কন্যা ঊর্মি খান স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখা পাঠান। এই লেখার বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা। লেখায় ঊর্মি খান এমন সুন্দর আয়োজনের জন্য এবং তাঁর মাকে সম্মাননা দেয়ার জন্য মহিলা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, তিনি তার শৈশবে মহিলা পরিষদের সাথে জড়িত স্মৃতি স্মরণ করে বলেন, আমি যেমন আমার মায়ের কাছে প্রিয় ছিলাম তেমনি তাঁর কাছে প্রিয় ছিল মহিলা পরিষদ। তিনি মহিলা পরিষদের আগামী ৫০ বছরের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি বৃহত্তর মহিলা পরিষদ পরিবারের একজন কন্যা হতে পেরে নিজেকে গর্বিত বলে উল্লেখ করেন।

প্রয়াত নেত্রী আয়শা খানমের পরিবারের অপর সদস্য সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন বলেন, সে [আয়শা খানম] আমার সহপাঠী, সহযোদ্ধা এবং পরিবারের একজন সদস্য। দীর্ঘ ৬২ বছর আমরা একত্রে কাটিয়েছি। কাজের বিষয়ে আয়শা অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। মহিলা পরিষদ তাঁর রেখে যাওয়া লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে যাবে-এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা প্রদান

সংগঠনের প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানমকে সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রদান করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম।

সম্মাননাপত্র পাঠ করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। এ সময় তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আয়শা খানমের অবদান উল্লেখ করে বলেন, বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সাথে সংগঠনকে যুক্ত করার পাশাপাশি তৃণমূলে গণনারীদের মাধ্যমে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে বৃহত্তর স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠন হিসেবে মহিলা পরিষদকে গড়ে তুলতে আয়শা খানমের মেধা, প্রজ্ঞা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ভূমিকা অপরিসীম। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজে স্রোতের বিপরীতে উজান ঠেলে নারী আন্দোলনকে একটি দৃঢ় ও টেকসই অবস্থানে নিয়ে আসতে প্রয়াত আয়শা খানম যে অবদান রেখেছেন সংগঠন তা সবসময় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। (সংযোজন পৃষ্ঠা-৯০)

দ্বিতীয় পর্ব : একক বক্তৃতা

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে 'মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথ চলা ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে একক বক্তৃতা প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি এবং লেখক, গবেষক ও প্রকাশক মফিদুল হক। বক্তৃতায় তিনি বলেন, মহিলা পরিষদের পথচলা আর আমাদের দেশের পথচলা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে মহিলা পরিষদের যাত্রা শুরু হয়। তিনি যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের কথা তুলে ধরে বলেন, প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে মহিলা পরিষদ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। এ সময় উজ্জীবিত তরুণীদের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার কাজ শুরু করে মহিলা পরিষদ। তিনি সুফিয়া কামাল, মনোরমা বসু ও হেনা দাসের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সংগঠন বিস্তারে, জনজীবনের কল্যাণ এবং নতুন রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইনে নারীর অধিকার সংযুক্ত করার কাজ করতে তৎপর হয়। পাশাপাশি, বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সাথে সংগঠন নিজেকে যুক্ত করতে থাকে। দীর্ঘ এই পথচলায় অর্জনসমূহও এসেছে। যৌতুক-বিরোধী আইন প্রণয়নে, সামাজিক আইন গড়ে তোলায় ছিল সংগঠনের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ ভূমিকা গড়ে তোলা, ১৯৭৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা করতে, সিডও সনদ প্রণয়নের দাবি আদায়ে সংগঠন অবদান রাখে। এ সময় নারীবান্ধব নানা আইনের কথা তুলে ধরে মফিদুল হক বলেন, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনমত গঠনে সংগঠন কাজ করেছে এবং এখনো করছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে, নারীদের অবদানের কথা বলা হচ্ছে। একে টেকসই করতে হলে নারীর উন্নয়নের পথে সকল বাধা দূর করতে হবে। ধর্মান্ধতা, নারীর অগ্রযাত্রায় বাধা, নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ সংগঠনকে করতে হবে; অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। (পূর্ণাঙ্গ বক্তৃতা ৫৫ পৃষ্ঠায়)

শেষ পর্ব : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী সুরাইয়া বেগম এবং রোকেয়া সদনের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের লেখা থেকে পাঠ করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম। তিনি রোকেয়ার লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন' উপন্যাসটির অংশবিশেষ উপস্থাপন করে বলেন, 'অপূর্ব এই সংলাপ তিনি আজ থেকে অনেক বছর আগে রচনা করেন। তিনি নারীমুক্তির বিষয়টি অনেক আগেই উপলব্ধি করেন। রোকেয়ার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মহিলা পরিষদ অত্যন্ত সফল ও নিরলসভাবে কাজ করছে।'

অনুষ্ঠানে কবি সুফিয়া কামালের লেখা 'অমৃত কন্যা' কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী ও অভিনেতা ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও সংগীত শিল্পী আজিজুর রহমান তুহিন।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে বলেন, নারীর উন্নয়ন ব্যতীত প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়, তাই নারী উন্নয়নে দেশে দেশে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিটি উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় সমাজকে প্রস্তুত করার পাশাপাশি সরকারের সাথে সংগঠনকে কাজ করতে হবে। নারী-পুরুষের সমান উন্নয়নের জন্য প্রশাসনকে কাজ করতে হবে। নারীর অগ্রযাত্রাকে টেকসই করতে সকল পশ্চাৎপদ আইন, নীতি ও ট্যাবু ভেঙে নারীর প্রকৃত উন্নয়নে সংগঠন কাজ করে যাবে– এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পাঁচ দশকের কার্যক্রমের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, সংগঠনসমূহ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, ইউএন উইমেনের প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ এবং কর্মকর্তা এবং ফেসবুক ভিউয়ারসহ মোট প্রায় ২ হাজার ৬ শত জন অংশগ্রহণ করেন।

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শাখায় বাস্তবায়িত কর্মসূচি

নওগাঁ জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২০ জেলা কার্যালয়ে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি জহুরা ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক নুরজাহান বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আকতার, আন্দোলন সম্পাদক পারভিন রেজা, লিগ্যালএইড সম্পাদক মমতাজ বেগমসহ জেলার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

সভায় নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের দীর্ঘ দিনের পথ চলার ইতিহাস পর্যালোচনা, গঠনতন্ত্র সাংগঠনিক কার্যক্রম, লিগ্যালএইড, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে নারীর অধিকার বাস্তবায়নে এক অনন্য প্লাটফর্ম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অর্ধশতবার্ষিকী পূর্ণ করেছে সাফল্যের সাথে। নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আজ নারীরা সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সর্বদা সোচ্চার আছে। সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ২০ জন।

বেলাবো সাংগঠনিক জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩০ এপ্রিল ২০২০ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা। আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক খালেদা শারমিন, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মিনতি রাণী, তরুণী সংগঠক তৃষা আক্তার। এছাড়াও আলোচনা করেন খামারের চর শাখার প্রবীণ সংগঠক আয়শা বেগম, এ এন এম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহসিনা সুলতানা, রোকসানা বেগম, আনোয়ারা বেগম এবং বটিবন্দ শাখার রিংকী আক্তার প্রমুখ। সভায় উপস্থিত কর্মী-সংগঠকগণ আগামীতে তৃণমূল কমিটিগুলোকে আরও সক্রিয় করে সংগঠনকে শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভাটি পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুন্নাহার আমিনা।

রংপুর জেলা শাখা

পতাকা উত্তোলন : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা কার্যালয়ে ৪ এপ্রিল সকাল ১০টায় জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহবুবা আক্তার এবং প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ সাহিনা বেগম।

মুন্সিগঞ্জ জেলা শাখা

পতাকা উত্তোলন ও ত্রাণ বিতরণ : ৪ এপ্রিল ২০২০ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। একই দিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংগঠনের অর্থনৈতিকভাবে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা কর্মীদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সকল কার্যক্রমে সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তারসহ জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ৯ আগস্ট ২০২০ জেলা শাখার কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার।

সভায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কবি সুফিয়া কামালের অবদান, সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র, সামগ্রিক কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয়ে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখার কার্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার। সভায় জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন।

আলোচকগণ বলেন, শুধু নারী বা শুধু পুরুষের একার পক্ষে অসম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। নারী ও পুরুষ উভয়কেই এক সাথে কাজ করে যেতে হবে। নারী অধিকার আদায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে আরও সোচ্চার হতে হবে বলে তারা মত দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৭ জন।

ময়মনসিংহ জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শাখার কার্যালয়ে ৪ এপ্রিল ২০২০ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, অনেক লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে নারীরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ মহিলা পরিষদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন। এটি মহিলা পরিষদের একটি অর্জন। মহিলা পরিষদের বিস্তৃতি এখন ব্যাপক। মহিলা পরিষদের জন্মলগ্ন থেকে যারা সংগঠনের জন্য কাজ করে গেছেন তাঁদের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কবি সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী পালন : ২০ জুন ২০২০ জেলা শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মনিরা বেগম অনু। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামাল শুধু নারীমুক্তির কথা বলেননি, তিনি মানব মুক্তির কথা বলেছেন এবং আন্দোলন করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সম্মুখ সারিতে থেকে আন্দোলন করে গেছেন। নারীর অধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখেছেন। মানবমুক্তি আন্দোলনের তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট ১০ জন। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন : 'করোনা বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করি সমতা অর্জনে নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করি'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ ২০২১ জেলা শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মনিরা বেগম অনু।

মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন স্বাবলম্বী উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা মনায়ারুল ইসলাম, সারা সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা রওশনআরা বেগম, ফেরদৌসী বেগম ও সুলতানা রাজিয়া। আরও বক্তব্য রাখেন ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে গোকুল সূত্রধর মানিক, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক যিশুতোশ তালুকদার, মানবাধিকার কমিশন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ বাহার মজুমদার, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সভাপতি সাবিব তালুকদার রবিন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি,

নারী নির্যাতন, নারী শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন, নারী উন্নয়নে অন্তরায়সমূহ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান তুলে ধরেন।

শুরুতে প্রতিবাদী সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। কবিতা আবৃত্তি করেন সামিয়াতুল সাবা মুগ্ধ, জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুমন মুন্না ও ডা. মো. তোফায়েল হোসেন।

মানববন্ধনে সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন উপজেলা শাখা, পাড়া শাখা ও জেলা শাখার সংগঠকবৃন্দ এবং সাংবাদিকসহ মোট ২৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধন পরিচালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা।

সমাপনী অনুষ্ঠান : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখার কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি মনিরা বেগম অনু ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াছমীন রুনা। এ সময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীগণ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নারীরা এখন আর পিছিয়ে নেই। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে এখন নিজেদের অধিকার আদায় করতে শিখেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, কৃষিতে, শিল্প কারখানায় নারীরা যোগ্যতার সাথে কাজ করছে। নারীসমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে এবং অর্থনীতির চাকা চালু রাখছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য কোনো সুব্যবস্থা রাখা হয়নি। শুধু তাই নয়, বেতনের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য দেখা যায়। মহিলা পরিষদ মানেই নারীর সংগ্রাম। নারীর সংগ্রাম সফলতা লাভ করবেই। মহিলা পরিষদের বিস্তৃতি এখন ব্যাপক।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট ১৫ জন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন।

বরিশাল জেলা শাখা

ত্রাণ বিতরণ : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২০ জেলা শাখার কার্যালয়ে ৫০ জন দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী এবং প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক পাপিয়া জেসমিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন পাড়া কমিটির সংগঠকদের হাতে চাল, ডাল, তৈল, আলু, সাবান, লবণ ইত্যাদি তুলে দেন। সংগঠকরা নিজ নিজ তৃণমূল শাখায় তালিকা অনুযায়ী স্বল্প আয়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত, দরিদ্রদের মাঝে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা

মোমবাতি প্রজ্বলন : জেলা শাখার কর্মী-সংগঠকবৃন্দ ৪ এপ্রিল ২০২০ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে মোমবাতি প্রজ্বলন করেন। এ কর্মসূচিতে জেলা সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আঞ্জুমান আরা আকসির, জেলার সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, কৃষ্ণা ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক হাসিনা পারভীন, সহসাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সংগঠন সম্পাদক প্রীতিকনা দাস, রেখাগুণ, সাহানারা বেগম, তড়িতা সাহা, লায়লা ইয়াসমিন, শোভা সাহা, রাশিদা বেগমসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ যোগদান করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান :

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপন উপলক্ষে জেলা শাখার কার্যালয়ে ৪ এপ্রিল ২০২১ মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। আলোচনা করেন সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রহিমা

খাতুন, সংগঠন সম্পাদক প্রীতিকনা দাস, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক শোভা সাহা। সভায় ৫০ বছরে সংগঠনের সাফল্য-ব্যর্থতা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ, আত্ম-বিশ্লেষণ, আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মোট উপস্থিত ছিলেন ৩১ জন।

সুনামগঞ্জ জেলা শাখা

পতাকা উত্তোলন : ৪ এপ্রিল ২০২০ সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শাখার কার্যালয়ে সংগঠনের ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য এবং সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী শম্পা।

নীলফামারী জেলা শাখা

আলোচনা সভা : কোভিড- ১৯ এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্প পরিসরে ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২০ জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি দৌলত জাহান ছবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক গুলশান আরা মোনা। আরও বক্তব্য রাখেন লিগ্যালএইড সম্পাদক আফরোজ আরা রানী এবং আন্দোলন সম্পাদক শাহনাজ বেগম ছবি।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শিখিয়েছে নারী শুধুমাত্র নারী নয়, মানুষ হিসেবে সব অধিকার ভোগ করবে নারী। পরিবার, সমাজে ও রাজনীতিতে সমান অধিকার থাকবে নারীর। জেন্ডার বৈষম্যবিহীন রাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন চলমান থাকবে। নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশে আইন আছে তবে আইনের প্রয়োগ জোরদার করতে হবে। কোভিডকালে বাল্যবিবাহ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বক্তাগণ উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সভা ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রোকসানা পারভীন। এতে মোট উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন।

গাইবান্ধা জেলা শাখা

আলোচনা সভা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২০ জাতীয় পতাকা এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন গাইবান্ধা জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা, সাধারণ সম্পাদক রিকতু প্রসাদ, জেলা কমিটির সদস্য আমাতুর নুর ছড়া এবং প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ মাফরুহা সুলতানা।

পতাকা উত্তোলনের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রিকতু প্রসাদ। আরও বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক লায়লা নাছরিন, অর্থ সম্পাদক কানিজ ফাতেমা, লিগ্যালএইড সম্পাদক নিয়াজ আক্তার ইয়াছমিন এবং সদস্য আমাতুর নুর ছড়া।

বক্তারা বলেন, ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল গড়ে ওঠা এ সংগঠন সময়ের সাথে নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। বক্তারা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, বাংলাদেশে নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ৫০ বছর ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং সময়োপযোগী বিভিন্নমুখী আন্দোলন করে যাচ্ছে। সভায় মোট ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা

পতাকা উত্তোলন : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২০ জেলা কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা

ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীল, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক তাহমিনা ইসলাম, লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম ও সদস্য কোহিনুর বেগম। উপস্থিত ছিল ১২ জন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম।

আলোচনা সভা : ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ কিশোরগঞ্জ শহরে অবস্থিত ডি.এল. লাহিড়ী সরকারি শহর পাঠশালা স্কুলে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন। আলোচনা করেন লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাছুমা আক্তার, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক তাহমিনা ইসলাম, অর্থ সম্পাদক হাসিনা হায়দার চামেলী ও সদস্য কৌহিনুর বেগম।

বক্তারা বলেন হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথ চলায় আমরা স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক হিসেবে কাজ করছি। অসাম্প্রদায়িক গণনারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি সাধারণ মানুষের একটি আস্থার জায়গা। সংগঠনকে গতিশীল করতে অসংখ্য শ্রদ্ধাভাজন শুভানুধ্যায়ী, কর্মী ও সংগঠকগণ নানাভাবে স্বেচ্ছাশ্রম, বুদ্ধি, পরামর্শ ও আন্তরিকতা দিয়ে নারী আন্দোলনকে বেগবান করেছেন।

সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম। সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ২০ এপ্রিল ২০২১ কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার হোসেন। অনলাইন সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক পার্টি কিশোরগঞ্জ জেলার সভাপতি অ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক, দৈনিক সংবাদের জেলা সংবাদদাতা ও কিশোরগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল, অ্যাড. নাসির উদ্দিন ফারুকীসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ।

আলোচকবৃন্দ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের উত্তরসূরি হয়ে সংগঠকগণ সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১' এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলনে মহিলা পরিষদ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিরোধ, আইনবহির্ভূত তালাক, ফতোয়া, সাম্প্রদায়িকতা, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীকে সচেতন করা, নারী হত্যা ও ধর্ষণ ইত্যাদির প্রতিরোধে আন্দোলন করছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম।

রাজশাহী জেলা শাখা

পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভা : ১০ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখার নিজস্ব কার্যালয়ে সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা ও পতাকা উত্তোলন করা হয়। সভার শুরুতে উপস্থিত নেত্রীবৃন্দ জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়। বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক সেলিনা বানু। বক্তারা এই দুর্যোগের সময় সকলকে নিজ নিজ নিরাপত্তার মধ্যে থেকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, প্রতিবছর আমরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিভিন্ন শাখা থেকে সকলে একসাথে মিলিত হয়ে দিনটি উদযাপন করে থাকি। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে গত বছর থেকে তা সম্ভব হচ্ছে না।

সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন। সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১০ জন।

পাবনা জেলা শাখা

আলোচনা সভা :

সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ অনলাইন ও জেলা শাখা কার্যালয়ে সরাসরি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি করুনা নাসরিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাবনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার জলি। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

আলোচকবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি গণনারী সংগঠন এবং নারীদের আস্থার জায়গা। মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথ চলায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আজকের এই মহামারী কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করে নারীর পথ চলাকে সুগম করতে হবে। অনুষ্ঠানে জেলা, পাড়া ও তৃণমূলের ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা।

দিনাজপুর জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপন উপলক্ষে দিনাজপুর জেলা শাখার আয়োজনে অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল ২০২১। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। অনলাইন সভায় উপস্থিত ছিলেন হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আশরাফী, নাট্য সমিতির সভাপতি চিত্ত ঘোষ, দিনাজপুর জেলার সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম ও জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা পলি।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। মহিলা পরিষদ মনে করে দেশের সার্বিক বিষয়ে একটি সুষ্ঠু সুন্দর গণতান্ত্রিক পরিবেশ অপরিহার্য হলেও বাস্তবে তা কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা আজ নারী নির্যাতনকারীদের হিংস্র থাবার কাছে বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গড়ার কাজে এই চ্যালেঞ্জ শুধু নারীর জন্য নয় গোটা সমাজের জন্য।

সভায় জেলা কমিটির সদস্য রোখসানা বিলকিস তার লিখিত প্রবন্ধ 'সুবর্ণউত্তর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' পাঠ করেন। সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগমের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা সমাপ্ত হয়।

ফরিদপুর জেলা শাখা

আলোচনা সভা: সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠান আলোচনা সভা জেলা শাখার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল ২০২১। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য ফারহানা মুন্নি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম। আরও বক্তব্য রাখেন লিগ্যালএইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রীতিকনা রাহা।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ মহিলা পরিষদ নারীর অধিকার আদায়ের জন্য যে কাজ করছে তরুণ প্রজন্মকে সাথে নিয়ে তার বাস্তবায়ন করতে হবে। বক্তারা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মহিলা পরিষদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। সভায় জেলা কমিটির সদস্য খন্দকার ফারহানা মুন্নি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবি শিকদার। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট ২২ জন।

মধুখালী জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে জেলা শাখার কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ৪ এপ্রিল ২০২১। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার। আরও বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি খুকু বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহরিয়া, সহসাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, লিগ্যালএইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম এবং সদস্য খুরশিদা আনোয়ার।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র' অনুসরণ করে চলতে হবে। এক্ষেত্রে সংগঠকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। এজন্য সংগঠকদের তৃণমূল পর্যায়ে বেশি কাজ করা উচিত। নারীর ক্ষমতায়ন, সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা ও কার্যক্রম, সংবিধান ও প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার এবং গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মহিলা পরিষদের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন তারা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন।

স্বরূপকাঠী জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে জেলা শাখার কার্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৪ এপ্রিল ২০২১ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মীরা চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সহসভাপতি শাহিদা খাতুন, সহসভাপতি কানন বালা সুতার, সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, লিগ্যালএইড সম্পাদক খনা চন্দ, আন্দোলন সম্পাদক নীলুফা ইয়াসমিন ও কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, করোনা মহামারীর সময় নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ বেড়ে গেছে। ধর্ষণকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। নরীর অধিকার রক্ষায় আমাদের নারীদের একত্রিত হতে হবে। যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কর্মীদের মাধ্যমে মহিলা পরিষদ সম্পর্কে সকল নারীদের মঝে স্বচ্ছ ধারণা পৌঁছে দিতে হবে। করোনাকালে অনেক নারী কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাদের পাশে মহিলা পরিষদের নেত্রীদের থাকতে হবে। সভায় মোট ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান।

টঙ্গী জেলা শাখা

আলোচনা সভা :

সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৮ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নূরজাহান বেগম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম।

বক্তারা বলেন, ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল এক আন্দোলনমুখী নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ মানবিক সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গড়ে উঠে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। আমাদের সংগ্রামের ফলে আজকের নারী অনেকটাই স্বাধীন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী আজ তার ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করছে। আজকে করোনাকালে যেভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে তা রীতিমত আতঙ্কের বিষয়। তাই আজ সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে অসাম্প্রদায়িক গণনারী সংগঠন, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ মানবিক বাংলাদেশ। তাহলেই নারী তার প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে।

সভায় ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। সভা পরিচালনা করেন জেলা শাখার সদস্য মরিয়ম।

কাউখালী জেলা শাখা

আলোচনা সভা : জেলা শাখার কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, লিগ্যালএইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন এবং প্রাক্তন সভাপতি জাহানূর বেগম।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, নারীর অধিকার সম্পর্কে সুশীলসমাজকে সচেতন করতে হবে। এখনও নারী পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তবে বর্তমানে নারীরা তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করছে যে, তারাও চ্যালেঞ্জিং পেশায় কাজ করতে পারে। বক্তারা শক্তিশালী সংগঠন ও নারীআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তরুণ সমাজকে সংগঠনে যুক্ত করার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এজন্য নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন তারা।

আলোচনা সভা শেষে কার্যকরী কমিটির সদস্য ঝুমুর ঘোষের নেতৃত্বে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খানম। এতে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলা শাখা আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে জেলা শাখার উদ্যোগে ৪ এপ্রিল ২০২১ অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম। সভায় জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন, নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। নারীআন্দোলনও নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। দেশে নারীদের ইতিবাচক অর্জন রয়েছে। দেশের প্রয়োজনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবুও মজুরির ক্ষেত্রে এখনো বৈষম্য রয়ে গেছে। সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন বেড়ে চলছে। এ পরিস্থিতিতে নারীআন্দোলন আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এই কাজে সংগঠকদের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকেও আগ্রহী করে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক মৃণালিনী চক্রবর্তী। সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক স্বাতী পাল। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা শাখার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, করোনাকালীন সংকটে প্রযুক্তিগত ও মানবিক যোগাযোগ উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতা অর্জন করতে হবে ও চর্চা করতে হবে। কবি সুফিয়া কামালের হাত ধরেই মহিলা পরিষদের পথ চলা। সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে টিকে থেকে ধারাবাহিকভাবে একটি সংগঠনকে এগিয়ে নেয়া সত্যিই এক বিশাল ব্যাপার। বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও মহিলা পরিষদ থেমে নেই এগিয়ে চলেছে নারীর অধিকার আদায়ে।

আলোচনা সভার শেষে শিক্ষা ও সাংস্কৃতি সম্পাদক জ্যোৎস্না দেবনাথের নেতৃত্বে মহিলা পরিষদের সদস্যদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন।

মাগুরা জেলা শাখা

আলোচনা সভা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সুরাইয়া পারভীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদস্য লিপিকা দত্ত। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, ১৯৭০ সালের এই দিনে জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের হাত ধরে প্রগতিশীল আন্দোলনভিত্তিক সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যাত্রা শুরু করে। সেই থেকে অদ্যাবধি সংগঠনটি নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার এবং সমতাপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে কোভিড অভিঘাতের দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, মাগুরা জেলা শাখা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বক্তারা মহিলা পরিষদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট ১২ জন। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার।

যশোর জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৩ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি আফরোজা শিরিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, হাঁটি হাঁটি পা পা করে এই অর্ধশতক পার করে এলো নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সংগ্রামমুখী এই গণনারী সংগঠন। এই ৫০ বছরে আমাদের অনেক অর্জন হয়েছে। এই পাঁচ দশক আমাদের জন্য খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। করোনাকালে নারী ও কন্যা নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে কন্যাশিশু ও নারীরা স্কুল-কলেজে, রাস্তা-ঘাটে, বিভিন্ন পরিবহনে যৌন হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। পরিবার থেকে যদি প্রতিরোধের কাজ শুরু হয় তাহলে নারী নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ২৫ জন।

পটুয়াখালী জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখার কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি পুষ্প রানী সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শিরিন নাহার। আরও বক্তব্য রাখেন অর্থ সম্পাদক তাপসী কর্মকারসহ অনেকে।

বক্তারা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। তারা বলেন, নারী নির্যাতন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য মহিলা পরিষদ কাজ করে আসছে। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক শাহানা আক্তার মুক্তা।

কুষ্টিয়া জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে হাউজিং পাড়া কমিটিতে ৪ এপ্রিল ২০২১ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি শামসুন্নাহার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম। আরও বক্তব্য রাখেন লিগ্যালএইড সম্পাদক নিলুফা বেগমসহ অনেকে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পাড়া কমিটির সদস্যসহ ২০ জন। সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার।

ঢাকা মহানগর কমিটি

তিলপা পাড়া আহ্বায়ক কমিটির আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ঢাকা মহানগর কমিটির উদ্যোগে ৭ এপ্রিল ২০২১ তিলপা পাড়া আহ্বায়ক কমিটিতে অনলাইন ম্যাসেঞ্জার রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত পাড়া কমিটির সদস্য লুৎফা বেগম। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম এবং প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা। সভায় বক্তব্য রাখেন পাড়া কমিটির আহ্বায়ক খালেদা ইয়াসমিন কনা, তরুণ প্রজন্মের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পাড়া কমিটির সদস্য রাবেয়া আইরিন প্রমুখ। ঢাকা মহানগরের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর ও সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আলোচনা করেন অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম।

সংগঠনের জন্ম, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কার্যক্রম, আন্দোলন, বিভিন্ন আইন এবং সংগঠনের ৫০ বছরের ধারাবাহিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন।

উত্তরা শাখা কমিটি : ঢাকা মহানগর কমিটির উদ্যোগে ১০ এপ্রিল ২০২১ উত্তরা শাখা কমিটির সাথে অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাড়া কমিটির সহসভাপতি কল্যাণি পালের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুলতানা পারভীন, ঢাকা মহানগরের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি হোমায়ারা খাতুন ও মোমেনা শাহনূর, সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর।

সংগঠনের জন্ম, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কার্যক্রম, আন্দোলন, সংগঠনের ৫০ বছরের ধারাবাহিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়, অর্জন নিয়ে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় মোট ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন পাড়া কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহান আরা খাঁন।

কল্যাণপুর পাইকপাড়া কমিটি : ঢাকা মহানগর কমিটির উদ্যোগে কল্যাণপুর পাইকপাড়া কমিটিতে ১২ এপ্রিল ২০২১ অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাড়া কমিটির সভাপতি মানসুরা বেগম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাড়া কমিটির অর্থ সম্পাদক বিলকিস বানু। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন পাড়া কমিটির ভারপ্রাপ্ত প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা। ঢাকা মহানগরের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, সহসাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ধর এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর।

সংগঠনের জন্ম, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কার্যক্রম, আন্দোলন, সংগঠনের ৫০ বছরের ধারাবাহিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়, অর্জন নিয়ে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় মোট ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরের প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন ইতি।

টাঙ্গাইল জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ কমিউনিটি পুলিশিং কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইল জেলা শাখার সহসভাপতি কল্পনা পারভীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শাহনাজ খান নার্গিস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি বেগম শামসুন্নাহার, সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা খাতুন, অর্থ সম্পাদক মালতি বসাক।

সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রহিমা খাতুন রুবী। এ সময় সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক মঞ্জুলা সাঈদ, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক খাদিজা আক্তারসহ পাড়া শাখার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখার উদ্যোগে অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রওশন আরা চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরীসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ১৯৭০ সালে বেগম সুফিয়া কামাল মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই থেকে আজ অবধি এই সংগঠনটি নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে আসছে। নারী উন্নয়নের জন্য নারীদেরকেই সামনে এগিয়ে আসতে হবে।

রাঙ্গামাটি জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে জেলা শাখার উদ্যোগে ৪ এপ্রিল ২০২১ সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমত আরা বেগমের বাসভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লকডাউনের কারণে স্বল্প পরিসরে ঘরোয়া পরিবেশে এ সভা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শামীম আরা বেগম। সভায় ১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে জেলা শাখার কার্যালয়ে ৪ এপ্রিল ২০২১ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিকা মন্ডল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান হ্যাপী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি তাসলিমা শাহনাজ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত, সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ নারীদের অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগঠনটি ৫০ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। নারীর মানবাধিকার রক্ষায় মহিলা পরিষদের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতান্ত্রিক পরিবেশ নারী-পুরুষের জেন্ডার সমতা ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্ত। এজন্য দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে যোগ্য, সৎ ও নারীর অধিকারে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যুক্ত করার আহ্বান জানান তারা।

সভা সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আকতার হেনা।

সাতক্ষীরা জেলা শাখা

আলোচনা সভা : সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী উপলক্ষে ৫ এপ্রিল ২০২১ জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি শামীমা সুলতানা। আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রূপা মিত্র, অর্থ সম্পাদক হাফিজা খাতুনসহ আরও অনেকে।

সভায় বক্তারা বলেন, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক দেশ ও সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিলগ্নে ১৯৭০ সনের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সে সময়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের ছাত্রী তরুণীদের এক অংশ এবং দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ সচেতন নারী সমাজের উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের অঙ্গীকার নিয়ে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয় আন্দোলনমুখী জাতীয়ভিত্তিক, অরাজনৈতিক এই স্বেছাসেবী গণনারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। বক্তারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমঅধিকার আদায়ের আন্দোলনকে আরও বেগবান করার আহ্বান জানান। সভা সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জ্যোস্না দত্ত।

নেত্রকোণা জেলা শাখা

আলোচনা সভা : ৪ এপ্রিল ২০২১ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা শাখার কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি নূরজাহান বেগম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি।

আরও বক্তব্য রাখেন লিগ্যালএইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তুহিন আক্তার, জেলা কমিটির তরুণী সদস্য শরীফা শহীদ বর্ষা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন। সভা সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মালেকা বেগম পলি।

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একক বক্তৃতা

মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথচলা এবং বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ

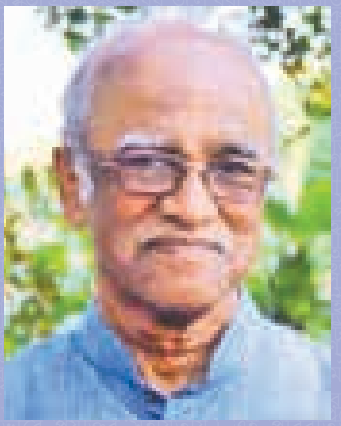

মফিদুল হক

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি,
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও প্রকাশক

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় সমান্তরালভাবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম ও কর্ম-অভিযাত্রা। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠা পায় মহিলা পরিষদ এবং ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। এই যোগসূত্র নিছক কাকতালীয় নয়, পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে যে প্রতিরোধ ও জাগরণ চেতনা লক্ষিত হয়, তা নারী-সমাজকেও আলোড়িত করেছিল। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছিল এই আলোড়নের অংশ এবং আন্দোলনের বিস্তার ও সফলতাই জন্ম দেয় মহিলা পরিষদের। নবীন-প্রবীণের সম্মিলনে নারী-মুক্তির আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গিকারবদ্ধ সংগঠন। এরপর নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে বাংলাদেশ এবং মহিলা পরিষদ তার চকিত খতিয়ান নিয়ে আমরা তাকাতে চাই সামনের দিকে; কীভাবে আমাদের অভিন্ন স্বপ্ন ও সম্মিলিত সাধনা সব বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে দৃঢ়ভাবে এগোতে পারে সফলতার দিকে, যেখানে সকল মানুষ পাবে তাদের জীবন-বিকাশের সুযোগ, সকল নারীর জীবনে বাস্তব হবে আপন ভাগ্য গড়বার অধিকার।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচ দশকের নারী আন্দোলনের পর্যালোচনা সহজসাধ্য কাজ নয়। আমরা এখানে বিকাশ ও পরিবর্তনময়তার কতক অনালোচিত কিংবা স্বল্পালোচিত দিক তুলে ধরে সমাজের গতি-প্রকৃতি ও আমাদের দায় বুঝে নেয়ার চেষ্টা করবো। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত, যেখানে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বহুলাংশে রয়ে গেছে আড়ালে। মুক্তিবাহিনীতে নারীর অংশভাগ প্রায় নেই বললেই চলে, যার প্রধান কারণ যুদ্ধ-সম্পর্কে পুরুষতান্ত্রিক ধারণা। অথচ বাংলাদেশে জনযুদ্ধের বাস্তবতা প্রচলিত এই ধারণা অনেকভাবে ভেঙে দিয়েছিল, যদিও সমাজ তার স্বীকৃতি দিতে ছিল অপারগ। বীরত্বমূলক ভূমিকার জন্য ক্যাপ্টেন সিতারা বেগমের কথা জানতে পারলেও তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি যে আমরা জানি সেটা বলা যাবে না। অন্যদিকে, কুড়িগ্রামের প্রান্তিক নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত হলেও তিন দশকেরও বেশি সময় জুড়ে রয়ে গেলেন অজানা, অন্তরালবর্তী। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বয়ানে নারীর অবস্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হলেও যুদ্ধের বিশদ ভাষ্যে ঢুকলে নারীর বহুমুখী অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর সক্রিয় ভূমিকা পালন ব্যতীত মুক্তিযুদ্ধ সফল হতে পারতো না। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই ভূমিকার ফলশ্রুতিস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। সারা দেশজুড়ে অনেক পরিবার-প্রধান তথা পুরুষ-সদস্য শহীদ হন বর্বরদের হাতে, সেই দুঃসময়ে পরিবারের নারী সংসারের হাল ধরে কীভাবে চলেছেন, আকস্মিকভাবে বাধ্য হয়ে ঘর-বাহির দুই সামাল দিয়ে চলেছেন, সেসব অসংখ্য কাহিনী যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-উত্তর সমাজে নারীর বর্ধিত ভূমিকা পালনের নজির মেলে ধরেছে। যুদ্ধের অভিঘাত সামলেছেন নারী এবং পরে তাদের কেউ কেউ লিখেছেন সেই দুর্যোগময় দিনগুলোর জীবন-সংগ্রামের কথা, যা

ব্যক্তি-ইতিহাসের পাশাপাশি হয়ে উঠেছে জাতির ইতিহাসের বয়ান। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিমূলক গ্রন্থ বিচারকালে আমরা দেখি শ্রেষ্ঠ বইগুলোর বড় অংশ নারীদের লেখা। এখানে উল্লেখ করতে হয় জাহানারা ইমাম, বেগম মুশতারী শফি, সুফিয়া কামাল, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, পান্না কায়সার, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সাহিদা বেগমসহ আরো অনেক নাম। যুদ্ধকালে যৌন-অত্যাচারের শিকার কয়েক লক্ষ নারীর যন্ত্রণা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী বাঁচার সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা কমই জেনেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্যাতিত নারীদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ষণের শিকার নারীদের মর্যাদার সঙ্গে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই আয়োজন পুরুষ-শাসিত বৃহত্তর সমাজ যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সরকারের উদ্যোগের সমান্তরালভাবে অগ্রসর হতে পারেনি রক্ষণশীল সমাজ। নির্যাতিত নারীরা সমাজের এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থন-বঞ্চিত হয়েও তাঁদের প্রায় নিঃসঙ্গ লড়াই অব্যাহত রেখেছেন এবং এর উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি করেছেন ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী, নিত্যকার জীবনে পরিত্যক্ত সামগ্রী দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাস্কর্য তৈরির অনন্য শিল্পী হিসেবে যিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ নারী সমাজের ওপর যে-প্রভাব সঞ্চার করেছিল তা' বিশেষ তলিয়ে দেখা হয়নি। গোটা বাংলা যখন দগ্ধ জনপদে পরিণত হয়, আক্রান্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় প্রতিটি পরিবার, তখন নারীকে গ্রহণ করতে হয় বর্ধিত ভূমিকা এবং নিজ পরিবার ও দেশকে রক্ষার প্রশ্ন একাকার হয়ে যায়। ফলে একাত্তরের নয় মাস জুড়ে যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নারীকে চলতে হয়েছে তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধকালে প্রতিরোধ যোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছিলেন বাঙালি গৃহে, যোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহায়তা যুগিয়েছিল পরিবারের নারীরা। যুদ্ধশেষে অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া নতুন নারীর দেখা আমরা পাই। এই পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে পঞ্চাশের দশকে কলকাতা শহরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষের ঢল, যে-উদ্বাস্তু পরিবারের নারী সদস্যরা অনেকভাবে পাল্টে দিয়েছিল তৎকালীন সমাজের চিত্র। একাত্তর তেমনিভাবে নারীর জন্য ছিল কঠিন সময়, অন্যদিকে উদ্ভাসিত করেছিল নারীর শক্তিময়তার আরেক দিক।

যুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের নতুন পটভূমিকায় মহিলা পরিষদও নতুন উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে কাজ শুরু করে। এই কাজে বড় সহায় হয় ছাত্রজীবন শেষে সামাজিক জীবনে প্রবেশকারী শিক্ষিত তরুণীরা। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে উজ্জীবীত আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালনকারী নবীনদের সঙ্গে ছিলেন অগ্রজ নেতৃবৃন্দ, এদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া কামাল, মনোরমা বসু, জোহরা তাজউদ্দীন, সেলিনা বানু, উমরতুল ফজল প্রমুখ। নবীন-প্রবীণের সম্মিলনে মহিলা পরিষদ দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং নারীমুক্তির প্রশ্নে শক্তিশালী গণ-নারী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় মহিলা পরিষদ নতুন ধারার প্রবর্তক হিসেবে দাবিদার হতে পারে। প্রথমত প্রবীণ ও নবীন নেতৃত্বের সমাহার নারীমুক্তির আন্দোলনের পরম্পরা জোরের সঙ্গে ধরে। সুফিয়া কামাল তো ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও সাহচর্যে ধন্য ব্যক্তিত্ব। আরও অনেকে ছিলেন যারা চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে ছাত্রত্ব ঘুচিয়ে মহিলা পরিষদের কাজে যোগদানকারী নবীনেরা বেশিরভাগ ছিলেন রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ। ফলে নারী আন্দোলনের দেশজ বাস্তবতার সঙ্গে তারা বিশ্ব নারী আন্দোলনের যুক্ততা দেখতে পেয়েছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন পরিস্থিতিতে শুরু হয় মহিলা পরিষদের অভিযাত্রা, যার প্রতিফলন আমরা তিনভাবে দেখতে পাই। প্রথমত সংগঠন বিস্তারে মহিলা পরিষদের প্রয়াস, দ্বিতীয়ত জনজীবন বিশেষভাবে নারী জীবনের জরুরি সমস্যাসমূহ সমাধানে ভূমিকা পালন (যেমন– যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন, পাকিস্তানে আটক লাখো পরিবারকে ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি) এবং এর পাশাপাশি ছিল নতুন রাষ্ট্রে নারীর অধিকার সংবিধান ও আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে সংসদে নারী আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচনী বিধান প্রবর্তনে ১৯৭২ সালে মহিলা পরিষদ উত্থাপিত দাবি, স্মারকলিপি পেশ ও আন্দোলন। এইসব তৎপরতার পাশাপাশি, মহিলা পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সংযোগ করে তুলতে সচেষ্ট হয়। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ডেমোক্র্যাটিক উইমেন

এবং তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সংস্থার সঙ্গে মহিলা পরিষদের সংযোগ সংগঠনে বয়ে আনে নতুন মাত্রা।

পরবর্তী পাঁচ দশকের ইতিহাসে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভূতপূর্ব ও অভাবিত বিশাল মাপের পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। জাতীয়ভাবে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের পর পশ্চাৎপদ প্রতিক্রিয়ার শক্তির উত্থান আমরা দেখি। আন্তর্জাতিকভাবে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার ভাঙ্গন ঘটে প্রায় রাতারাতি। এরপর ঘটে একক আধিপত্য সম্পন্ন বাজার-অর্থনীতি নির্ভর বিশ্বব্যবস্থার উত্থান, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে ওঠে সংঘাতময় এবং ধর্মান্ধ জঙ্গি মতাদর্শ মাথাচাড়া দিয়ে সহিংসতার বিস্তার ঘটায় বহু দেশে ও সমাজে। পাশাপাশি অধিকার-সচেতন জনগোষ্ঠীর মুক্তির পথানুসন্ধান ও সংগ্রামেও আমরা দেখি নতুন সংহতি, নতুন শক্তি।

দীর্ঘ এই পথ-পরিক্রমায় মহিলা পরিষদের অবস্থান, ভূমিকা পালন এবং অগ্রগতির পথনির্মাণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। নানাভাবে এই পর্যালোচনা নেয়া দরকার, বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা, অর্জন ও ঘাটতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ববহ। এই কাজ বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তি বিভিন্নভাবে করবেন, আমরা এখানে মোটা দাগে কিছু বিবেচনা পেশ করতে চাই। সূচনায় যে কর্মদায়িত্ব মহিলা পরিষদ গ্রহণ করেছিল সে-ক্ষেত্রে বিশেষ অর্জন যৌতুক-বিরোধী আইন প্রণয়নে ভূমিকা। নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে নিত্যকার সংগ্রাম থেকে যৌতুকের অভিশাপ থেকে নারী, পরিবার ও সমাজকে মুক্ত করার তাগিদ জোরদার হয়ে ওঠে। পণপ্রথা ও যৌতুক-বিরোধী আইন প্রণয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদের ছিল নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। ১৭,০০০ স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিনামা পেশ ছিল এর অন্যতম, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে দৌলতুন্নেছা খাতুন আনীত বিল আইন হিসেবে গৃহীত হয়। নারী-অধিকার প্রসারে প্রচলিত আইনের সংস্কারে এটি ছিল প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

আশির দশকে গণতন্ত্রের লড়াই ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মাঠ পর্যায়ের সম্পৃক্ততা মহিলা পরিষদকে সাংগঠনিকভাবে বিস্তার, শক্তি ও স্বীকৃতি এনে দেয়। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বিভিন্ন বড় ধরনের জাতীয় ঘটনা এবং স্থানীয় পর্যায়ের নিপীড়ন, উভয় ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদের দেশব্যাপী নিবেদিত কর্মী-সংগঠকদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এজেন্ডায় নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, পুরুষতান্ত্রিকতা, নারীর শিক্ষার অধিকার, আর্থিক সক্ষমতা অর্জন, বাল্যবিবাহ বন্ধ, কর্মের সুযোগ প্রসার ইত্যাদি প্রশ্ন ক্রমে গুরুত্ব পেতে থাকে। একই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে, বিশেষভাবে জাতিসংঘের আওতায়, নারীর অধিকারহীনতা ও মুক্তির প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখি ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক 'নারীবর্ষ' এবং ১৯৭৫-৮৫ সময়পর্বকে 'নারী দশক' হিসেবে ঘোষণা করে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এইসব পরিবর্তনময়তা নারী আন্দোলনকে দেশীয় গণ্ডি পেরিয়ে গোটা মানবজাতির অভিন্ন মুক্তিপ্রয়াস হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে বিবেচনায় নেয়। উন্নয়নে নারী বা Women in Development এবং নারী উন্নয়নে বিশ্বপরিকল্পনা WPA ছিল এইসব ফোরাম থেকে উদ্ভূত কর্মপরিকল্পনা। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ তথা CEDAW সনদ গ্রহণ করে এবং বিশ্বের সকল দেশের প্রতি সিডও সনদ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়। মহিলা পরিষদ জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় এবং জাতীয় করণীয় নির্ধারণে বাস্তবোচিত ভূমিকা রাখতে শুরু করে। বাংলাদেশে সিডও সনদ ব্যাখ্যা ও প্রচার, সরকার ও নীতি-নির্ধারকদের সিডও সনদের বাধ্যবাধকতা অনুসরণে সচেতন ও সক্রিয় করতে মহিলা পরিষদের উদ্যম বিশেষভাবে লক্ষ্য করার রয়েছে। মহিলা পরিষদ তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারার বিস্তার ঘটিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠকদেরও নারী আন্দোলনের এজেন্ডার বিস্তার ও সংহতি বিষয়ে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে থাকে। ফলে আমরা লক্ষ্য করি, নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অবলুপ্তি প্রগতিশীল ধারার অনেক সংগঠনের ক্ষেত্রে হতবুদ্ধিকর অবস্থা তৈরি করলেও নারীমুক্তির দিগদর্শন খুঁজে পেতে মহিলা পরিষদকে কোনো সংকট মোকাবিলা করতে হয়নি, বরং নতুন শক্তি ও নতুন কর্মধারাই সংগঠন খুঁজে পেয়েছে জাতীয় জীবনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে নারীমুক্তি এজেন্ডার নতুন বিকাশে।

একবিংশ শতকের শুরু থেকে মহিলা পরিষদ নতুন ধারার বিশ্বজনীন আন্দোলনের আলোকে নারীমুক্তির জাতীয় প্রয়াসকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করতে থাকে। সেইসাথে ভিয়েনা ঘোষণা, বেইজিং ঘোষণা, বেইজিং প্লাস উদ্যোগ, সিডও বাস্তবায়ন এবং সিএসডব্লিউ বা Commission on Status of Women-এর সম্পৃক্ততায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকের কার্যকর মেলবন্ধন তৈরি করতে থাকে। এরই আলোকে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজে নারীর অবস্থান বিচার করে গুরুত্ব অর্জন করে। ফলে প্রশিক্ষণ, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ঘটানো ইত্যাদি প্রশ্ন বাস্তব তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়। পাশাপাশি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়ানো, আশু সহায়তা দান, ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসন ইত্যাদি অজস্র করণীয় সামনে চলে আসে। আইনের সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কতক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন আইন (২০০০, ২০০৩) পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন (২০১০), মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন (২০১৭) ইত্যাদি। আইন প্রণয়নের জন্য যেমন সংগ্রাম করতে হয়েছে, তেমনি আইনের প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন নিরন্তর প্রয়াস। এর পাশাপাশি সিডও সনদের আলোকে মহিলা পরিষদ দীর্ঘকাল যাবৎ অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদের সমঅধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব, ভরণপোষণ ইত্যাদি নারী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আইনের সংস্কারের লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ নাগরিক সমাজকে নিয়ে প্রণয়ন করেছে অভিন্ন পারিবারিক আইনের খসড়া। একই সাথে উঠে আসে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার ও উপযুক্ত সুযোগ প্রদানের প্রশ্ন। উঠে আসে ক্ষতিগ্রস্ত নারীকে আইনি সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা। নারীমুক্তির বাস্তব পথরেখা তৈরিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মের বিস্তারের যে দাবি তা' পালন মহিলা পরিষদ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। এখানে নারীমুক্তি আন্দোলনের এক পরম্পরা আমরা লক্ষ্য করি। এক অর্থে মহিলা পরিষদকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি বলা যায়। রোকেয়ার স্নেহধন্য সুফিয়া কামাল শুরু থেকে ধরেছিলেন মহিলা পরিষদের হাল এবং আজীবন এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বিশ শতকের গোড়ায় স্বশিক্ষিত রোকেয়া ইংরেজিতে রচনা করেছিলেন তাঁর স্বপ্নকাহিনী 'সুলতানাজ ড্রিম'। এ কাজের পাশাপাশি তিনি বাস্তবে সক্রিয় হয়েছিলেন পশ্চাৎপদ নারীর জীবনে জাগরণী শক্তি সঞ্চার করতে। নারী শিক্ষার মাধ্যমে তিনি নারীকে পূর্ণ মানব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ছিল চিন্তার বিস্তার এবং কর্মের গভীরতা। একইভাবে স্বশিক্ষিতা ছিলেন সুফিয়া কামাল, তিনি সমাজমুক্তি ও নারীমুক্তির বহু ধরনের কর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ১৯৭০ সালে তাঁকে কেন্দ্র করে জাতির মুক্তি-আন্দোলনে সম্পৃক্ত তরুণীরা গঠন করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। আজ সেই সংগঠন লক্ষাধিক স্বেচ্ছাকর্মী সদস্য নিয়ে দেশব্যাপী বিস্তৃত, বহুমুখী কর্মে নিয়োজিত। এই সংগঠনও সূচনাকাল থেকে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা এবং বাস্তব কর্মের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে কাজ করে চলেছে। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে যখন সরকারি স্বীকৃতি অথবা সামাজিক সমর্থন পায়নি সেই সময়েও, পাকিস্তান আমলে, মহিলা পরিষদ ৮ মার্চ পালনের ধারা প্রবর্তন করে। রোকেয়ার অবদান জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠার কাজ মহিলা পরিষদের মাধ্যমে জোরদার হয়েছে। আশির দশকে নিজস্ব উদ্যোগে মহিলা পরিষদ নির্যাতিত নারীদের সাময়িক আশ্রয়নিবাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে 'রোকেয়া সদন'। নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা নগরীর কেন্দ্রে জমির বন্দোবস্ত করে গড়ে তোলে দপ্তর 'সুফিয়া কামাল ভবন'। যেখানেই নারী নির্যাতিত হয়েছে সেখানেই মহিলা পরিষদ তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

কর্মের বিস্তার ক্রমে মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে পেশাদারিত্ব আনার বিষয় জরুরি করে তোলে। আন্তর্তাগিদ বা স্বেচ্ছাকর্ম সংগঠনের ভিত্তি বটে, তবে এর সঙ্গে পেশাদারী দক্ষতা, সেবাপ্রদান ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করাও গুরুত্ববহ। নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান, সমাজে তাদের পুনর্প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা, তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ, আহরণ ও বিন্যস্তকরণ ইত্যাদি নানা কাজে সংগঠনের সম্পৃক্তি ও তা বহাল রাখার জন্য আর্থিক সক্ষমতা খুব জরুরি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব সংগঠন কার্যকর অবদান রাখে তাদের পরিচালনা ও নির্বাহী ব্যয়ে সরকারের কোনো সহায়ক ভূমিকা আমরা দেখি না। ঋণ বা অর্থ লগ্নিদানে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় তাদের সহায়তা প্রদানে পিকেএসএফ গঠিত হয়েছে, তবে অর্থমূল্যে নয়, সামাজিক পুঁজি গঠনে নিয়োজিত সংগঠনের প্রতি সহায়ক

ভূমিকা পালনে কোনো ব্যবস্থা নেই। সত্তর-আশির দশকে সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অনেক এনজিও গড়ে উঠেছিল যা ছিল দাতার তহবিল-নির্ভর। এমনি অনেক বিশাল এনজিও একসময় মুখ থুবড়ে পড়লো দাতাদের মুখ ঘুরিয়ে নেয়ার কারণে। গণসাহায্য সংস্থা, প্রশিকা, গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার ইত্যাদি অনেক এনজিও-র অবলোপন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। একবিংশ শতকের শুরুতে মহিলা পরিষদ যখন তাদের কতক প্রকল্পে নরওয়েজিয়ান তহবিল গ্রহণ করল তখন অনেকে শঙ্কিত হয়েছিল। আশার কথা, এই শঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং স্বেচ্ছাকর্ম ও পেশাদারিত্বের সমন্বয় করে চলবার সামর্থ্য মহিলা পরিষদ দেখিয়েছে।

আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনকালে বিগত পাঁচ দশকে দেশের অগ্রগতির খতিয়ান নানাভাবে নেয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশের অগ্রগতি সবার মধ্যে বিস্ময় সঞ্চার করছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে জনসংখ্যার ভার এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অপুষ্টির প্রকোপ দেখে এর দুর্গতি নিয়ে ভাবিত ছিল উন্নয়ন-বিশারদরা, 'তলাহীন ঝুড়ি' হিসেবে দেশটিকে অভিহিত করেছিলেন শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জার। এখন আমরা দেখি ভিন্ন চিত্র, আজ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণ করছে ৯০ শতাংশেরও বেশি বিদ্যালয়গামী বয়সের ছেলেমেয়েরা। স্বাধীনতার সময় আমাদের এক-চতুর্থাংশ শিশুর মৃত্যু হতো পাঁচ বছরে পা রাখার আগে, এখন এই হার ৩ শতাংশেরও কম। সন্তান প্রজনন হার ছিল ৬ শতাংশ, যা এখন নেমে এসেছে ২.৩ শতাংশে। একাত্তরে একজন বাঙালির গড়পড়তা আয়ু ছিল ৪৫ বছর, আজ তা ৭০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৭২। গড় আয়ুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে আছে পুরুষের চেয়ে, নারী পুরুষের চেয়ে গড়ে তিন বছর বেশি বাঁচে। বাংলাদেশের অগ্রগতির পেছনে নারীর ভূমিকা এখন নানাভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। বিগত ১০ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমসে নিকোলাস ক্রিস্টোফ এর প্রতিবেদন নানাভাবে উদ্ধৃত হচ্ছে, তিনি বাংলাদেশের অগ্রগতির পেছনে বালিকাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রশংসা করেন। তাঁর মতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকারা পরে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে এবং অনেক কিছু পাল্টে দিচ্ছে, তারা সন্তানদের টিকা প্রদান করছে, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করছে, অপরকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, জন্মনিরোধ ব্যবস্থা নিতে সচেতন করছে এবং বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত করছে।

এই প্রতিবেদন রচনার অনেক আগে ২০১০ সালে স্বামী-স্ত্রী নিকোলাস ক্রিস্টোফ এবং শেরিল ডুন দেশে দেশে নারীর অবস্থান নিয়ে লিখেছিলেন বই, 'হাফ দ্য স্কাই'। বইয়ের উপশিরোনাম ছিল 'নিপীড়নকে সুযোগে রূপান্তর'। সেই সময়ে, যখন বলা যায় বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে পা দেয়নি, তখনই লেখক-যুগল শনাক্ত করেছিলেন বাংলাদেশের সম্ভাবনা, পাকিস্তান ও প্রতিবেশী অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা লিখেছিলেন যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'ভিন্ন ফলাফলের অনেক কারণ রয়েছে, যার অন্যতম হচ্ছে যে সহিংসতার ক্যান্সার আফগানিস্তান-পাকিস্তান জুড়ে দেখা যায়, বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তির ঐতিহ্যের কারণে সেই উগ্রবাদ বাংলাদেশ অনেকটা প্রশমিত করেছে। বাংলাদেশ যে আজ অনেক স্থিতিশীল তার কারণ এ-দেশ অনেক বড়ভাবে বিনিয়োগ করেছে নারী ও বালিকাদের ওপর, আর তাই পাকিস্তানের একজন বালিকার চাইতে বাংলাদেশের বালিকার স্কুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এবং পরে তার কর্মজীবনে প্রবেশের সম্ভাবনাও অনেক।' একদিকে লেখকদ্বয় শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী ও বালিকার সক্ষমতার কথা বলেছেন, অন্যদিকে উগ্রবাদ মোকাবিলা বলতে তাঁরা প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে গড়ে উঠা উদার সমাজের কথা বলেছেন।

উন্নয়নকর্মী, অর্থনীতিবিদ কিংবা সাংবাদিকরা এটা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, বাংলাদেশের অগ্রগতির পেছনে নারীর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। বস্তুত, সমাজে সক্রিয় ব্যক্তি হিসেবে নারীর গড়ে-ওঠা অনেকভাবে ফলপ্রসূ হয়। ব্যক্তি-পর্যায়ে, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সক্রিয় নতুন নারীর জাগরণের সম্ভাব্যতা তৈরি করেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্নভাবে নারীকে সক্রিয় ও সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছিল, আর এই অভিজ্ঞতা নারীকে দৃঢ়চেতা ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাঙালিত্বের চেতনাবহ সমাজ নারী-পুরুষের সমতার স্বীকৃতি দিয়েছিল, যার প্রতিফলন মেলে বাংলাদেশের সংবিধানে। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের যে অভিযাত্রা তা' নারীশক্তি বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। এই সম্ভাবনা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে,

তারপরও যখন জীবনবিকাশের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, বিশেষভাবে নারীদের মধ্যে, তা' বিশাল ও বহুমুখী অভিঘাত তৈরি করেছে। এটা বাংলাদেশে প্রতীয়মান হয়েছে, যে-কথা অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, নারী উন্নয়নের লক্ষ নয়, বরং বিকাশের চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের অগ্রগতিতে সেই ছবি আমরা দেখতে পাই।

আজ তাই একদিকে নারী জীবন বিকাশিত করার সকল পথ উন্মুক্ত করে দিতে হবে, নারীর জীবন বিকাশের সুযোগগুলো তাদের সামনে মেলে দিতে হবে। সেইসাথে যা কিছু এই বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি যারা জীবনের বিনিময়ে এমন এক মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশ আমাদের দিয়ে গেছেন যে-স্বদেশভূমি আদর্শগতভাবে নারীর জীবন বিকাশের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় বহন করছে। বাংলাদেশের অভিযাত্রা এবং মহিলা পরিষদের সংগ্রাম সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলার সাধনারই প্রকাশ।

ভবিষ্যতের পথরেখা বাংলাদেশ চিনে নিয়েছে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরম্পরা থেকে, তবে এই অভিযাত্রায় বিভ্রান্তি তৈরি এবং পথভ্রষ্ট করার আয়োজনও বিপুল। ধর্মান্ধতা নারীকে নানাভাবে ঘেরাটোপে বদ্ধ করতে চাইছে ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারা। উগ্রবাদ সহিংস আঘাত হানছে উদারবাদী আদর্শের অনুসারীদের ওপর। অন্যদিকে জোরদার করছে সমাজে সম্প্রীতির বদলে সংঘাতের মতাদর্শ, শিক্ষার মানবিক পরিসর সঙ্কুচিত করছে গোষ্ঠীবদ্ধ খণ্ডিত চিন্তাধারা আরোপ করে। বাংলাদেশের বিকাশের চালিকা হিসেবে নারীর ওপর নেমে আসছে নানামুখী পীড়ন। নারীর অগ্রগমনের পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। পুরুষতান্ত্রিকতা নারীর অধিকার পদে পদে ক্ষুণ্ন করছে, নারীর অধস্তনতা স্থায়ী রাখতে বাধার পর বাধা তৈরি করছে। কিন্তু যখনই সুযোগ মিলেছে নারী তার সদ্ব্যবহার করেছে, আত্মবিকাশের পাশাপাশি চারপাশের সবাইকে বিকশিত জীবনের দিকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে পঞ্চাশ বছর যাবৎ নিরলসভাবে নারীর হাতে হাত রেখে চলছে মহিলা পরিষদের কর্মধারা, যা বাংলাদেশের জন্য গর্বের আরেক অধ্যায় রচনা করে চলেছে।

আগামী দিনে মহিলা পরিষদের করণীয় সংগঠনই নির্ধারণ করবে, এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ অনেক বিশাল, বাধা-বিঘ্ন অপরিসীম, তবে শক্তির উৎস হিসেবে রয়েছে এর মানবীসম্পদ, দেশব্যাপী বিস্তৃত আক্ষরিক অর্থেই লক্ষাধিক নারী ও সংগঠক। তাদের সম্মিলিত সাধনা, নিত্যদিনের কর্ম, অধিকারহীন নারীর পাশে দাঁড়িয়ে তার অধিকার আদায়, সম্মিলিতভাবে নারীর অধিকারের পরিসর বৃদ্ধি এবং নারীর মানুষ হিসেবে বিকাশের সুযোগের দ্বার উন্মোচিত করা–এই লড়াইয়ে যারা শরিক তাদের পাশে থাকা জাতীয় কর্তব্য, নারী-পুরুষ মিলে গোটা সমাজের সেই সংগ্রাম জোরদার করে তুলতে সবাইকে হতে হবে সচেষ্ট।

জয় হোক বাংলার, জয় হোক মহিলা পরিষদের।

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুফিয়া কামালকে স্মরণ

ড. তানিয়া হক

অধ্যাপক, উইম্যান অ্যান্ড জেন্ডার
স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংকটে-দুর্যোগে নারীর চ্যালেঞ্জ : উত্তরণের পথ ও কবি সুফিয়া কামাল

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও নিজেদের যোগ্যতায় নারীরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান অবদান রাখছে। কিন্তু অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবস্থান এখনো সুস্পষ্ট নয়। তাই বলতে হয়, তাত্ত্বিক দিক থেকে যতটা এগিয়েছে, প্রায়োগিকভাবে নারীদের অবস্থান ততটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাত্ত্বিকতায় জোর দিয়ে আমরা যতটুকু এগিয়েছি তা বিশাল জনগোষ্ঠীর সীমিত সংখ্যক উপকারিতা পাচ্ছে। এ কারণেই উন্নয়নের দিকগুলো কতটা টেকসই, কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল তা ভাবনার বিষয়।

সংকট এবং দুর্যোগ একে অপরের পরিপূরক। অতি সম্প্রতি করোনা ভাইরাস নামক এক বৈশ্বিক মহামারীর কারণে সারা পৃথিবী এখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিভিন্ন বিষয়ে এক অভূতপূর্ব জটিল সমস্যার সম্মুখীন। এই সংকট আরও ভয়াবহ রূপ নেয় কারণ যেকোনো সংকট ও দুর্যোগ ভিন্ন মাত্রার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে সমাজে আবির্ভূত হয়, যা নারী-পুরুষের মধ্যে অসম অবস্থানই শুধু তৈরি করে না, নারীর মধ্যে নারীর অসম অবস্থানের সহবাসকে আরও পোক্ত করে। একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই শ্রেণি, ধর্ম, বয়স ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বয়স্ক নারী, গর্ভবতী নারী, Migrant Worker [অভিবাসী নারী], Single Mother, Disable Women [প্রতিবন্ধী নারী], Sex Worker [যৌন কর্মী], Ethnic [আদিবাসী] নারীর সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি জোরালো। অর্থাৎ সকল নারীর চাহিদা ও সমস্যার স্বরূপ এক নয়। বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরে ৪ মিলিয়ন শ্রমিকের মধ্যে ৬৫% নারী, যাদের ২১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭ শ ৭৫ জন চাকরিচ্যুত হয়েছে (DIFE)-এর তথ্য অনুযায়ী। অন্যদিকে, স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে ৯৪% নারী এ পেশায় নিয়োজিত–যাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বিবিএস-এর (২০১৬-১৭) তথ্য অনুযায়ী ৫১.৭% মিলিয়ন মানুষ ইনফরমাল সেক্টরের সাথে যুক্ত যার ৯৩.৩% নারী গ্রামে এবং ৪৭.৩% নারী শহরে নিযুক্ত ছিল। যাদের অধিকাংশ এখন কর্মহীন।

এদেশে প্রায় ৭.২ মিলিয়ন মানুষ ডিজেবল যারা Extreme Poverty সীমারেখার নিচে বসবাস করে। যাদের মধ্যে ৬৯% পুরুষ ও ৭৯% নারী উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়েছে। একই সাথে ঘরের কাজে নারীর দায়িত্ব দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুর্যোগ মোকাবেলা করবার জন্য যে কৌশল ও তথ্য তাও নারী ও পুরুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে না। Migrant worker সঠিক অনুদান পাচ্ছে না তাদের কাছে ভোটার আইডি কার্ড না থাকায়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে পুরুষতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোতে পুরুষ সম্পদের নিয়ন্ত্রক হওয়ায় সরকারি-বেসরকারি অনুদানের অনেক সময়ই সুষ্ঠু বণ্টন হচ্ছে না। ফলে নারীকে আরও বেশি পরিমাণে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। আর এইভাবে দুর্যোগের প্রভাবে সমাজের সমস্যাগুলো জেন্ডারভিত্তিক সমস্যায় পরিণত হচ্ছে।

স্পষ্ট করে বলতে চাই যে– সংকটমুক্ত সময়ে নারীরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আন্দোলন, আলোচনা ও গোলটেবিলের বিষয় হিসেবে এসেছে– সংকটপূর্ণ সময়ে তা

প্রকট আকার ধারণ করেছে। যা বার বার প্রমাণ করে পূর্বের নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো অনেকাংশেই নারীর টেকসই উন্নয়ন তৈরি করতে পারেনি।

সংকট ও দুর্যোগ নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে নারী এখনও মানুষ হিসেবে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তাই নারীর প্রথম সংগ্রাম হবে মানুষ হিসেবে তার অবস্থানের ভিত্তিকে আদায় করা।

অন্যদিকে, আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে পুরুষতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোতে শুধু নারীর জন্য নয়, পুরুষের জন্যও বিশেষ বিড়ম্বনা তৈরি করে। এই সংকটপূর্ণ সময়ে পুরুষের প্রতি সমাজ ও পরিবারের অর্থনৈতিক দাবি পুরুষ সমাজকে মানসিকভাবে বিপদগ্রস্ত করেছে। পুরুষেরা এখন অস্তিত্বের সংকটে দাঁড়িয়ে। আর নারী-পুরুষের প্রতি সামাজিকভাবে ভিন্ন চাহিদা নারীর প্রতি সহিংসতার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর জরিপে প্রকাশিত হয়েছে যে, এপ্রিল মাসে (২০২০) ৬৪টি উপজেলায় ২৭টির মধ্যে ৪ হাজর ২ শ ৪৯ জন নারী ও ৪ শ ৫৬ জন শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে। অসুস্থ ও বিষাক্ত পারিবারিক কাঠামো নারীর জন্য নতুন দুর্যোগ নিয়ে এসেছে। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে নারীরা এই সকল অবাঞ্ছিত অপরাধের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতেও অক্ষম। ভঙ্গুর এই অর্থনৈতিক ও দুর্বল সামাজিক ব্যবস্থায় খুব শিগগিরই শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, শিশুমৃত্যুহার বাড়বে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। একইসাথে পরিবারের ১৮ বছরের নিচের ছেলে সন্তানটিকে বাধ্য করা হচ্ছে জীবিকার সন্ধান করতে।

পরিশেষে বলতে হয়, একবিংশ শতাব্দীর নারীর সংকট ও চ্যালেঞ্জগুলো বহুমুখী রূপ ধারণ করেছে। শ্রেণি বৈষম্যের পাশাপাশি জেন্ডার বৈষম্য সমাজে প্রতিনিয়ত তৈরি করেছে এক নতুন প্রেক্ষাপট।

আজকের এই সংকটময় সময়ে স্মরণ করতে চাই জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালকে। যার প্রজ্ঞার আলো আজও নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ উদ্দীপনায় করে মুখরিত। বিশ শতকের শুরুতে ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের এক ছোট্ট গ্রামে তাঁর জন্ম। সেই সময় ভারতবর্ষ ছিল নারীদের জন্য জেলখানার মতো, শিক্ষার জগত ছিল নারীদের জন্য নিষিদ্ধবলয়। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অজ্ঞতার এক লীলাভূমি ছিল ভারতবর্ষ। ঠিক এমনই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে নারীমুক্তির আলোকবার্তা নিয়ে সুফিয়া কামালের আগমন।

তাঁর কালে আধুনিকতার খাত ছিল দুটি। একটি ছিল পুরুষতান্ত্রিক অন্যটি ছিল ইউরোতান্ত্রিক-যেখানে নারীকে রহস্যময় প্রেম এবং যৌনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

কবি সুফিয়া কামাল সেই আধুনিকতার ভাষাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। নারীকে প্রথম মাতা, মহীয়সী, সর্বংসহা জননী বলে তিনি সংজ্ঞায়িত করেন। নারী যে মানুষ, এক নারীর ভিতরের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখে গেছেন।

তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে বার বার প্রমাণ করেছেন যে পুরুষের সংগ্রামে নারীর দীপ্ত প্রেরণা। তিনি নারীর আত্মিক চেতনা ও নিজস্ব বিশ্বাসের জাগরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ–সবখানেই তাঁর পদচারণা। সুফিয়া কামালের গল্পে ছড়িয়ে আছে ব্যক্তিক অনুভূতিকে ছুঁয়ে দেখার এক তীব্র সংবেদনশীলতা। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্মিত হবে মানবিক সমাজ ও সমাজব্যবস্থা। তাঁর কাছে নারীর লড়াই তাঁর একলার নয়– এক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আরেক আধিপত্যবাদের নয়। বিশ শতকের সেই নারীর প্রতিকূল পরিবেশ তিনি যুগোপযোগী ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই ভিত্তি বর্তমান আধুনিক সভ্যতার নারীদের সংকট দূরীকরণে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়। সেই ক্রান্তিকালে নারীদের কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে, নিজ অস্তিত্বের ডাক শোনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যা বর্তমান সংকট অতিক্রম করার জন্য নিয়ামক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলন তাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আরও সাহসী ও সংগ্রামী করে তুলবে। নবীন ও প্রবীণের মাঝে পার্থক্যকে তিনি সবসময় সম্মান করে গেছেন। কবিতা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নবীনদের কাছ থেকে আশা করেছেন বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা। আর তাই এক চরম সংকটকালে সুফিয়া কামালের দর্শনে নারীরা সকল অজ্ঞতা, জড়তা ও ভয়কে দূরে ঠেলে আপন আলোয় উজ্জ্বল হবে। জননী সাহসিকা রূপে যেকোনো দুর্যোগ, সংকটে সকল চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন। সুফিয়া কামালের নারীবাদী দর্শনকে কাজে লাগিয়েই আমাদের সামনের পথ পাড়ি দিতে হবে।

৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিবন্ধ

সেলিনা হোসেন
কথাশিল্পী

মহিলা পরিষদের দীর্ঘ যাত্রার মৌলিক চেতনা

১৯৭০ সালে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে যখন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গঠিত হয় তখন আমি ঢাকার বাংলা একাডেমিতে চাকরিতে যোগদান করেছি। আমি যখন জেনেছি, সেখানে থেকে আমি ভেবেছিলাম যে এটি একটি অসাধারণ কাজ হলো। আমাদের নারী জাতিকে সচেতনভাবে জাগ্রত করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। একদিকে যেমন গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ থাকবে, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক সচেতন বোধের কাজটায় মেয়েদের অবস্থান দৃঢ় করার অবস্থান তৈরি হবে। এই বোধ থেকে খুব একটা অনুপ্রেরণার উৎস মনে হয়েছিল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে।

পঞ্চাশ বছর ধরে মহিলা পরিষদ অনেক ধরনের কাজ করে এগিয়ে এসেছে। পুরুষ সমাজ থেকে নারীকে উদ্ধার করার যে প্রক্রিয়াগুলো থাকে, সমাজ সচেতনতা, পারিবারিক বোধের জায়গা, ভালোবাসার সম্পর্ক, শ্রদ্ধার সম্পর্ক এবং মানবিক বোধের যে চেতনা, তার সবটুকু নিয়ে নারী-পুরুষের সমতার জায়গাটা তৈরি হয়। সেই জায়গাটা তৈরির একটি দিকনির্দেশনা এই মহিলা পরিষদ থেকে অর্জিত হবে। বিশেষ করে সেই সব নারী, যারা নিজেদের বড় জায়গায় বা বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা পারিবারিকভাবে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, তাদের জন্য এই মহিলা পরিষদ ছিল একটি শিক্ষণীয় জায়গা। বন্ধুর মতো, সহযাত্রীর মতো পাশে থেকে নারীকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বাতিঘরের মতো কাজ করে গেছে মহিলা পরিষদ। যেখান থেকে নারী তার ক্ষমতা অর্জনের জায়গাটুকু লাভ করে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারবে এবং সামাজিকভাবে নিজের অবস্থানটিকে নির্ধারণ করতে পারবে। নিজেদের মূল্যায়ন করবে এবং নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে যে সচেতনতা বোধ তৈরি হয়, সেটি তারা অর্জন করতে পারবে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার জন্মলগ্ন থেকেই এই কাজগুলো অত্যন্ত সচেতন ও আন্তরিকতার সঙ্গে করে এসেছে। এই প্রচেষ্টা কোনোভাবে যেন থেমে না যায়, সেদিকেও সচেতন থেকেছে।

পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এই কাজ আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এই সুযোগ থেকে আমরা মনে করি, আমাদের বোনেরা- তাঁদের যে অর্জন হয়েছে, সেই জায়গাটি মূল্যায়ন করে যদি নিজেদের একটি অবস্থান নির্ধারণ করেন তাহলে বোঝা যাবে যে ৫০ বছর ধরে মহিলা পরিষদ আমাদের নারী সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কত দ্রুত তাদের কাজগুলো সম্পন্ন করেছে। এই সম্পন্নতার জায়গা নিয়ে আজকের দিনে বাংলাদেশে অনেক দিকের চর্চা হবে। যে চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের নারীরা আরো এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। যে সুযোগের জেন্ডার সমতা আমাদের বিশ্বের নারীদের মতো করে সব দেশে সব জায়গায় নারীকে অধিকারের জায়গা থেকে নিশ্চিত জীবনযাপনের সুযোগ তৈরি করে দেবে। এই সুযোগের মধ্য দিয়ে যে জীবনযাপন, এই জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সুযোগগুলো অনাবিল, আশ্চর্য এবং সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হবে। শিশুরা

পারিবারিকভাবে তাদের জীবনযাপনের পরিচর্যার জায়গাটিকে মা-বাবার সান্নিধ্যে প্রবলভাবে উপভোগ করবে। নিজের সামনে নিজের বাবার হাতে মায়ের নির্যাতন দেখবে না। এই সব কিছু নিয়ে পারিবারিকভাবে শিশুদের জন্য মহিলা পরিষদ বড় একটি জায়গা করে দিচ্ছে।

আমরা মনে করি, আমরা যারা আছি, আমরা সবাই মিলে যুক্ত থেকে এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে নিজেদের কর্মপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বুঝব যে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে যে অবস্থানে আছে, তাদের সুযোগ করে দেওয়ার সময়টুকু আমরা নির্ধারণ করে দিতে পারব। বলতে পারব, তোমার এগিয়ে চলা এবং তোমার দক্ষতার একটি জায়গা করে দিয়েছে মানুষ হিসেবে, শুধু নারী হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবে মানবিক দক্ষতা অর্জন করে এই সমাজকে, দেশকে অনেক বড় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পার। সেই প্রতিষ্ঠা করার একক চেষ্টা সম্মিলিত হোক একটি ভিতে। এই সম্মিলিত চেষ্টার যৌথ প্রক্রিয়ায় মহিলা পরিষদ এগিয়ে যাবে। এটাই আমাদের সবার আজকের প্রত্যাশা।

দৈনিক কালের কণ্ঠ
৩ এপ্রিল ২০২০

মালেকা বানু

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথ চলা

নারীমুক্তি, নারী-পুরুষে সমতা এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় এবং বৈশ্বিক আন্দোলনের পরম্পরায় বাংলাদেশের নারীআন্দোলন সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম। বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের মতই বাংলাদেশের নারীআন্দোলনও জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, গণতন্ত্রের আন্দোলন, মানবাধিকারের আন্দোলন, শান্তির আন্দোলন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। এই সকল আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারথীদের নিয়েই ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের জন্ম। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ হিসেবে তার পথ চলা। এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, নারীমুক্তি আন্দোলনের সামগ্রিক, উত্তরাধিকার বহনকারী কবি সুফিয়া কামাল, মনোরমা বসু মাসিমা, সুফিয়া করিম, হেনা দাশসহ অনেকেই যারা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে নানানভাবে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের হাত ধরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্রনেতারা কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় এবং সামাজিক আন্দোলনের সংগঠকদের নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক মানবিক অসাম্প্রদায়িক সমতাভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নিয়ে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে মহিলা পরিষদ গঠন করেন।

১৯৭০ থেকে ২০২০ একটি স্বেচ্ছাসেবী নারীআন্দোলন সংগঠনের ৫০ বছরে পদার্পণ, যার জন্ম হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক-পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রস্তুতি পর্বের এক উত্তাল সময়ে। প্রতিষ্ঠা লগ্নের সূচনাতেই তাই জেলবন্দিদের মুক্তির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ; মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য কাজ। একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রতিষ্ঠাকালে সমাজের আর সকল অংশের মানুষের মত নারী সমাজেরও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় এই সংগঠন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতার পর রচিত '৭২ এর সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতার এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা নারী সমাজের প্রাথমিক প্রাপ্তি। স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালে প্রথম সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। সংবিধানের নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু হয় আন্দোলন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই; নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার লড়াই।

একদিকে সংবিধান স্বীকৃত রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি লবি করা, অপরদিকে বিভিন্ন জেলায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরেবেড়িয়ে নারী সমাজকে অধিকার সচেতন করার

কাজ করতে থাকেন প্রতিষ্ঠাতা সংগঠকেরা। অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন জেলায় মহিলা পরিষদের শাখা গঠিত হয়। শুরু থেকেই কেন্দ্র এবং জেলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের কর্মের সুবাদে নাগরিক সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতায় দেশব্যাপী নাগরিক সমাজের সংগঠন হিসেবে দৃঢ়ভিত্তি পায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

'৭৫ এর ১৫ আগস্টের এক কালো রাত্রিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ৩ নভেম্বর '৭৫ তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম– এই জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় বন্দি দশায় হত্যা করা হয়। '৭২ এর সংবিধানের নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের নারী-পুরুষের সমন্বয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক, সমতাপূর্ণ, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ বাধাগ্রস্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী পরাজিত শক্তি সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে নিলে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভাটা পড়ে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ নেতৃবৃন্দ নারী সমাজকে সচেতন সংগঠিত করার মাধ্যমে নারী অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে তৎপর থাকেন। দেশব্যাপী গত ৫০ বছরে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলন, আইনসংস্কার আন্দোলন, নারীর পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের মাধ্যমে নারীর মানবিক মর্যাদা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

সুস্পষ্ট আদর্শ লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী কাঠামোর ওপরে নারীআন্দোলন সংগঠন গড়ে তোলা এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠন পরিচালনার জন্য রচনা করা হয় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র। দীর্ঘ ৫০ বছরের অবিরাম পথচলায় বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনে যুক্ত হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী নারী কর্মী সংগঠক ও সহায়তাকারী পেশাজীবীবৃন্দ। আজ দেশের ৫৭টি জেলা ৩টি সাংগঠনিক জেলা ২৩৫০ তৃণমূল শাখার মাধ্যমে সংগঠনের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। নতুন ও যৌথ নেতৃত্ব এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সংগঠনের সকল কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করার সচেতন প্রয়াস অব্যাহত আছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলন:

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতার কাঠামোতে অধস্তন অবস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনুপস্থিতির কারণে নারী নানানভাবেই সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। নারীর প্রতি সহিংসতাকে নারীর উন্নয়নের পথে, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অন্যতম বাধা হিসেবে সংগঠন চিহ্নিত করে। মহিলা পরিষদ জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক কুসংস্কার প্রথা, নারীর প্রতি ক্ষতিকর এবং মর্যাদাহীন আচার-আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে। দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, আইনবহির্ভূত তালাক প্রদান, ধর্মীয় বা সামাজিক সালিশের মাধ্যমে ফতোয়া প্রদান– এই সবকিছুকে নারীর প্রতি সহিংসতা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তা প্রতিরোধে বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

আশির দশকে এবং তার পরবর্তীতে দেশে নারী নির্যাতনের হার ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র স্বামী কর্তৃক গৃহবধূ সালেহা হত্যা, কিশোরী শবমেহেরকে পতিতালয়ে বিক্রি এবং পতিতাবৃত্তিতে অস্বীকৃতি জানালে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় কিশোরী মনুবালাকে ধর্ষণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য পরিবারের বিপথগামী সন্তান কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, মৌলভীবাজার এর চাতকচরায় ফতোয়ার মাধ্যমে নূরজাহানকে পাথর ছুড়ে হত্যাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ, হত্যা, এডিস সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি ও উত্ত্যক্তকরণের বিরুদ্ধে, দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে সংগঠন। জনমত গঠন, গণমাধ্যমের সহায়তা গ্রহণ, আইন সংস্কার আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, আইনগত ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান, সাময়িক নিপারদ আশ্রয় প্রদান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি লবিসহ বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলন এখন পর্যন্ত সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রধান কর্মসূচি। কেননা

পরবর্তীতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ধরন ও মাত্রা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ : আইন সংস্কার আন্দোলন

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যথাযথ আইনের অভাবে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান ও সহিংসতার শিকার নারীর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। তাই আইন সংস্কার আন্দোলন নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সংগঠন আশির দশক থেকে আইন সংস্কারের আন্দোলনে কাজ শুরু করে। দেশের অভিজ্ঞ আইন বিষেজ্ঞদের নিয়ে আইন সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। বিদ্যমান আইনের ত্রুটি দূর করে আইন সংস্কার এবং নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির স্বার্থে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে এই কমিটি তাদের বিজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করেন। এই ক্ষেত্রে সংগঠন বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করে। এটাই বাস্তব সত্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর স্বার্থে যত আইন প্রণীত হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সক্রিয় ভূমিকা আছে। (আইন সংস্কার ও নতুন আইনের দাবিতে সুপারিশ প্রদান, জনমত গঠন, আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শসহ আইনের খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি ও পেশ, ও আইন প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি লবি, সরকারের প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার উপরে মতামত প্রদান)।

ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ হতে বর্তমান পর্যন্ত নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যেসব আইন প্রণীত হয়েছে -

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩, এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২, The Citizenship (Amendment-Act) ২০০৯, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন ২০১৪, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আইন সংস্কারের আন্দোলনের কাজ এককভাবে শুরু করলেও পরবর্তীতে সংগঠন এককভাবে ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে সময় উপযোগী আইন সংস্কারের আন্দোলনের কাজ করছে। এখন পর্যন্ত যেসব আইনের প্রস্তাবনা জমা দেওয়া আছে-বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কারের লক্ষ্যে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোডের প্রস্তাবনা, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইন, ২০১০ (খসড়া) প্রস্তাবনা। তাছাড়াও নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাবনার উপরে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে– ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল, প্রস্তাবিত বৈষম্য বিলোপ আইন, ২০১৪ (খসড়া), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর সংশোধনী, বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৫ (খসড়া)।

অভিন্ন পারিবারিক আইনের দাবি : এখন পর্যন্ত অবহেলিত

দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতায় ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের অন্যতম মৌলিক কারণ হিসেবে পশ্চাৎপদ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি মহিলা পরিষদ বিদ্যমান বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনকে চিহ্নিত করে। কার্যত আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রতিরোধমূলক কাজের সূত্রে গবেষণাধর্মী সমীক্ষার মাধ্যমে সমগ্র দেশ থেকে সংগঠনের সদস্য, নারী সমাজসহ নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ, আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে অভিন্ন পারিবারিক আইন (UFC) এর প্রস্তাবনা তৈরি করে এবং সরকারের কাছে জমা দেয়। জাতি, ধর্ম বর্ণ, গোত্র লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষের জন্য

বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব উত্তরাধিকার ও দত্তক বিষয়ে সমান অধিকারের প্রস্তাবনা UFC-তে দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে UFC চালু করার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি, লবি করে চলেছে। পরবর্তীতে UFC এর প্রস্তাবনা দেশের প্রায় সকল মানবাধিকার সংগঠন, নারী সংগঠন, উন্নয়ন সংগঠন সমর্থন করে এবং একই দাবি তোলে। জাতিসংঘের সিডও কমিটি, হিউম্যান রাইটস কমিশন UFC চালু করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সুপারিশ করে চলেছে। এসবই সংগঠনের দাবির সমর্থনে একটি শক্তির দিক। যদিও সরকার নানান অজুহাতে এই দাবি এখন পর্যন্ত এড়িয়ে যাচ্ছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সংগঠন বদ্ধ পরিকর।

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচি:

সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যারা যাতে এই সকল আইনের দ্বারস্থ হতে পারে, তাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, সেজন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সর্বপ্রথম দেশব্যাপী আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম, কোর্টের বাইরে সালিশি মীমাংসার (এডিআর) এর কাজ শুরু করে। এই ৫০ বছরে অনেক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বেশকিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য মামলার রায় পাওয়ার সম্ভবপর হয়েছে। অনেকের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পেরেছে; সালিশের মাধ্যমে অভিযোগ কারীদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে; কোটি কোটি টাকার দেনমোহর, খোরপোশ আদায় করে দিতে পেরেছে। এই কাজে সংগঠকদের সহায়তা করে চলেছেন দেশব্যাপী, সমাজ সচেতন বিবেকবান বিশিষ্ট প্যানেল আইনজীবীবৃন্দ। নারীর জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও সংস্কারের দাবিতে সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসি লবির ফলে সরকারও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য বিনামূল্যে দেশব্যাপী আইনগত সহায়তা প্রদানের এবং সালিশি মীমাংসার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

রোকেয়া সদন : সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার জন্য সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র

বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতায় ৮০ এর দশকেই সংগঠন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নিরাপদ, সাময়িক আশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। প্রথম দিকে সংগঠকদের বাসায় এবং পরবর্তীতে বাড়ি ভাড়া করে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, সহিংসতার শিকার নারী শিশুকে আশ্রয় দেয়ার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে বাড়ি ভাড়া পাওয়া সহজ ছিল না। কিছু নাগরিক সমাজের সমর্থনে সেটাও সম্ভব হয়।

তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত ও কবি সুফিয়া কামালের আহ্বানে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সংহতি' ও যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাঙালি নারীদের সংগঠনসহ দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী সদস্যরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৮৫ সালে স্থায়ী ঠিকানা নিয়ে রোকেয়া সদনের যাত্রা শুরু হয়। এ পর্যন্ত রোকেয়া সদনে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা , মামলা পরিচালনা করা এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও উদ্বুদ্ধকরণ এর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাকে সমাজে ও পরিবারে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে পেশাজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রোকেয়া সদনে বসবাসরত নারী ও কন্যাদের মানসিক কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সমাজের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। সংগঠনের এই কাজে সহায়তা ও নানাভাবে সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন সংগঠনের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ও সমাজের বিবেকবান মানুষেরা। এরকম একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতীকী আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগঠনের ভূমিকা অগ্রণী এবং অনুসরণীয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটি গঠন:

নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতাকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে গন্য করে তার

বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলায় সংগঠন সচেষ্ট হয়। কবি সুফিয়া কামালের আহ্বানে দেশের বিভিন্ন স্থানে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় এবং স্থানীয় কমিটিগুলোতে সমাজ সচেতন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও যুক্ত হন এবং এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে পুনরায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং ঐক্যবদ্ধভাবে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার আন্দোলন গড়ে তুলছে ।

নারী আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক নারী আন্দোলন : চলমান কর্মসূচি

দেশের ব্যাপক গণনারীকে সচেতন করার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত করে, কৃষক নারীদের সংগঠিত করতে কৃষক সমাবেশ, সেবিকা পেশায় কর্মরত নারীদের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ, আনুষ্ঠানিক ও বিশেষত অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবী নারীদের সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সকলকে মূলধারার নারীআন্দোলনে যুক্ত করার জন্য সংগঠন ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাজীবী নারীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, যানবাহন সুবিধা, কর্মস্থলে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, মায়ের অভিভাবকের স্বীকৃতি, স্বামীর সঙ্গে পেশাজীবী নারীদের আবাসন, ভাতার জন্য নারী আন্দোলনের ধারাবাহিক আন্দোলনের সুফল কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী এবং অভিবাসী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সমস্যা নিরসনে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে সংগঠন অ্যাডভোকেসি লবি করে চলেছে। নারী পাচার, দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা, নারায়ণগঞ্জের টানবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসন এর উদ্যোগ না নিয়ে পতিতালয়ের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মহিলা পরিষদ সোচ্চার থেকেছে। প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, দলিত, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের সংগঠিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক নারীআন্দোলন গড়ে তোলা এবং বেগবান করা সংগঠনের বর্তমান সময় প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্মসূচি।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন : অসমাপ্ত এজেন্ডা

রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সমঅংশীদারিত্ব এবং অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিজীবন এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংগঠন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্যে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। একটি জবাবদিহি মূলক প্রতিনিধিত্বশীল কার্যকর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সংসদ থেকে তৃণমূলের নারী সমাজের যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জন্য সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সংসদ থেকে তৃণমূলে নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংগঠন তার লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি পূরণ হলেও সংসদের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত তা অপূরণীয় রয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে নারী আসন সংরক্ষণ এবং সরাসরি নির্বাচনের দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। ৯০ এর দশকে স্বৈরাচারী সরকার পতনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে নির্বাচনী এলাকা পুনর্নির্ধারণ সংসদে এক তৃতীয়াংশ নারী আসন সংরক্ষণ এবং জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচনের দাবিতে (মনোনয়নের পরিবর্তে) দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে। এ লক্ষ্যে সরকার, রাজনৈতিক দল, নীতিনির্ধারক জনপ্রতিনিধি নাগরিক সমাজ, নারী সমাজ, গণমাধ্যমসহ সমাজের সকল অংশের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময়ের ফলে নারী আন্দোলনের দাবির পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো এ দাবির পক্ষে সমর্থন জানালেও এখন পর্যন্ত এ দাবি বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একক এবং ঐক্যবদ্ধভাবে গণনারীকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং রাজনীতির মূল ধারায়

সম্পৃক্ত করা এবং রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

সিডও অনুমোদন ও বাস্তবায়ন আন্দোলন:

১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে গৃহীত হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে যখন বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের দলিল সিডও দলিল ধারা ২, ১৩ (ক), ১৬(১) ক, গ ধারার সংরক্ষণসহ অনুমোদন করে এবং জাতিসংঘের কাছে দায়বদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করে; তখন থেকেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার আন্দোলনের সংগ্রামে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। সিডও দলিলের অনুবাদ, প্রচার, জনমত গঠনের মাধ্যমে, সিডও দলিলের পূর্ণ অনুমোদন, সংরক্ষণ প্রত্যাহার ও বাস্তবায়নের জন্য এককভাবে ও ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। সংগঠনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সিডও দলিলকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং গণমাধ্যমে ও আইনজীবীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ৪ বছর পর পর জাতিসংঘ সিডও কমিটিতে একক ও যৌথভাবে বেসরকারি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে জমা দেওয়া হয়। বেসরকারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সিডও কমিটির অধিবেশনে যোগদান করে সিডও কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সুপারিশের সমর্থনে এ ব্যাপারে লবি করা হয়। সিডও কমিটি বেসরকারি প্রতিবেদনের অধিকাংশ সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপরে চাপ প্রদান করেন। যা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ অন্যান্য আন্দোলন সংগঠনের সাফল্য। ধারা ১৩ (ক) এবং ১৬ (১) ক থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ধারা ২ এবং ১৬ (১) গ থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নাই যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং সংবিধান ও সরকারের গৃহীত সমতার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স:

২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পরিচালিত জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বিষয়ক তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স সংগঠনের একটি বিশেষ কর্মসূচি। নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতার কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে নারী-পুরুষের সমাজনির্মিত বৈষম্যমূলক সম্পর্ক পরিবর্তন করতে যে নতুন পরিবর্তিত জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে সমাজে তার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে সংগঠন এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারী আন্দোলনের সুপারিশ ও দাবির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ চালু হলেও নারী সংগঠন পরিচালিত এই ধরনের কোর্স সর্বপ্রথম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চালু করেছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মত সংগঠনের উদ্যোগে এই সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনায় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সংশ্লিষ্টরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সফলতার সঙ্গে গত এক দশক ধরে সংগঠন জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কোর্সটি পরিচালনা করছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পেশায় কর্মরত নারী-পুরুষ এই সার্টিফিকেট কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন। শিক্ষাবিদ, গবেষক, আইনবিশেষজ্ঞ, আন্দোলন কর্মীদের আন্তরিক অঙ্গীকার, সহযোগিতা ও পেশাগত দায়িত্ববোধ ও দক্ষতায় এই কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে। যা কিনা বৃহত্তর জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজ তৈরি করতে এবং বাস্তব কাজে প্রয়োগে ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারীর জন্য বিনিয়োগ:

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গত ৫০ বছরে শ্রমবাজারে, বিভিন্ন প্রথাগত, অপ্রথাগত, ও চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীর অন্তর্ভুক্তির জন্য দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভোকেসি লবি করছে। সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, শান্তিরক্ষা বাহিনী, প্যারা ট্রু পার, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, গণমাধ্যম, কর্পোরেটের চ্যালেঞ্জিং পেশাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান। তাছাড়া দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারে ও নারীর আগ্রহ এবং অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। সকল নারীর কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শ্রমবাজারে এবং পেশায় তার অংশগ্রহণ স্থায়ী করতে মহিলা পরিষদ কাজ করছে। তাছাড়াও নারীরা যাতে সমান কাজে সমান মজুরিতে, শোভন

কাজে ন্যায্য মজুরিতে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি লবি করছে। নারী কৃষকদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা লাভ, বিনা পারিশ্রমিক-এ গৃহস্থলি এবং সেবামূলক কাজের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদানের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এবং সব ধরনের উদ্যোক্তা নারীর জন্য সহায়তা ও সহায়ক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সংগঠন সোচ্চার রয়েছে। তাছাড়া নারী ও কন্যার জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমে তার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর দাবি নিয়ে সংগঠন কাজ করে চলেছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান অধিকার নিশ্চিত করার আন্দোলন করছে।

অন্যান্য:

নারীআন্দোলনে তরুণ সমাজকে সম্পৃক্ত করতে এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সারাদেশে স্টাডি সার্কেল, আন্তঃপ্রজন্ম সংলাপের আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছাশ্রমের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে নিজস্ব ম্যানুয়ালের ভিত্তিতে সংগঠন নানামুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

স্বাধীন বাংলাদেশে উপমহাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রদূত নারীবাদী দার্শনিক, চিন্তক, লেখক, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস পালন নাগরিক সমাজকে নিয়ে জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির মাধ্যমে রোকেয়া জন্মশতবার্ষিকী পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়ার নামানুসারে মেয়েদের হলের নামকরণের দাবি, পাঠ্যসূচিতে রোকেয়া রচনাবলি অন্তর্ভুক্ত করা, বাংলা একাডেমি কর্তৃক রোকেয়া রচনাবলি পুনর্মুদ্রণ দাবি তোলে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। ১৯৯৭ থেকে ৯ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয়ভাবে রোকেয়া দিবস পালন এবং 'রোকেয়া পদক' প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পাঠ্যসূচিতে বৈষম্যমূলক এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, সন্নিবেশিত করার বিরুদ্ধে এবং একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, জেন্ডার সংবেদনশীল, মানবাধিকারের মূল্যবোধ সম্পন্ন, শিক্ষানীতি ও কারিকুলামের জন্য তারা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

গবেষণাধর্মী কাজ ও সংগঠনের প্রকাশনা:

মানবতার আদর্শ ধারণ করে সংগঠন সকল জাতীয় দুর্যোগে-সংকটে সাহায্য নিয়ে দুর্দশাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সমাজের বিবেকবান মানুষ সংগঠনকে আস্থায় নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকেন

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন:

'৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সামরিক শাসন ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংগঠন সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার খুনীদের ইনডেমনিটি বিলের বিরুদ্ধে, জাতীয় চার নেতার জেলহত্যার বিচারের দাবিতে, '৭১ এর যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর বিচারের দাবিতে মহিলা পরিষদ সবসময় সোচ্চার ছিল। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হচ্ছে দেশে আইনের শাসন ও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, গণতন্ত্রকে অধিকতর কার্যকর এবং শক্তিশালী করা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করা, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, দুর্নীতিদমন কমিশন গঠনসহ সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন, নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ভূমিকা নিশ্চিতের জন্য সংগঠন ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভোকেসি লবি করেছে। একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক সমতাভিত্তিক, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে সংগঠন তার ভূমিকা রেখে চলেছে। '৭২ এর সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংগঠনের অন্যতম দাবি।

ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলন:

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন সময়ে ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলনের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ৮০ এর দশকে স্বৈরাচারী সরকার উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নারী আন্দোলনের দাবিকে অগ্রসর করে নেওয়ার লক্ষ্যে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য 'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ' নামে একটি জোট গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই জোটকে নিয়ে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে এই জোট।

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সংখ্যালঘু নারীরা যে অভাবনীয় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয় এবং দেশব্যাপী একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংগঠনের প্রতিনিধিদল দ্রুতই বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে; সহযোগী সংগঠকদের নিয়ে 'সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি' গঠনে উদ্যোগী হয়। যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে নারীর মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে যথাযথভাবে অগ্রসর করে নেয়া যায়। দুই দশক ধরে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটিতে বিভিন্ন নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, উন্নয়ন সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ প্রায় ৭০টি সংগঠন একসঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই জোটকে সক্রিয় রেখে একটি শক্তিশালী অ্যাডভোকেসি এজেন্ট হিসেবে গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় মুখ্য ভূমিকা রেখে চলেছে, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলনে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, '৯৭ পুনর্বহাল ও বাস্তবায়নের আন্দোলন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন, হেফাজতের ১৩ দফা বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের আন্দোলন এই জোটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালের গৃহীত নারী নীতি ২০০৪ সালে তৎকালীন সরকারের অংশ স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠী পরিবর্তন করলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে এবং মৌলবাদীদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামে নারী বিদ্বেষী মধ্যযোগীয় ১৩ দফা দাবির বিরুদ্ধে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুফিয়া কামাল ভবনকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর নারীআন্দোলন গড়ে ওঠে। ব্যাপক প্রচার-প্রচারণাসহ একটি বৃহৎ নারী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

তাছাড়াও নির্দিষ্ট ইস্যুতে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে দ্বী-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে সংগঠন কাজ করে চলেছে। যেমন-আইন সংস্কার আন্দোলন, সিডও এর পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন, মানবাধিকারের আন্দোলন, SDG বাস্তবায়নের আন্দোলন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আন্দোলন।

সরকারি বেসরকারি সহযোগিতামূলক কার্যক্রম:

সংগঠন সরকারের আমন্ত্রণে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী ও বাস্তবায়ন বিষয়ক নাগরিক সমাজের সঙ্গে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করে তার সুপারিশ তুলে ধরে, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে, আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করে থাকে।

বৈশ্বিক নারীআন্দোলন

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সমাজতান্ত্রিক বলয়ের নারী আন্দোলনের জোট WIDF (Women's International Development Federation) এর সদস্যপদ লাভ করার সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গেও সংগঠনের পরিচিতি ঘটে। WIDF প্রস্তাবিত ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রথম দেশে সর্বপ্রথম পালন শুরু করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের ঘোষণার পর সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও

অন্যান্য সংগঠন সমূহ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু করে। বিগত প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের নিয়ে ৮ মার্চ পালন করে থাকে সরকারের সঙ্গে একক এবং যৌথভাবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে একদিকে নারী সমাজের অর্জন উৎযাপন করা হয় অন্যদিকে সময়ের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই জোটে যুক্ত থাকার ফলে মহিলা পরিষদ বিশ্ব শান্তির আন্দোলনে সক্রিয় হয়। আনবিক বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে ৬ই আগস্ট হিরোশিমা দিবস পালন। স্নায়ু যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা, ইরাক বিরোধী যুদ্ধের প্রতিবাদে মিয়ানমারের গণতন্ত্রের নেত্রী অং সান সুচির মুক্তির দাবিতে মহিলা পরিষদ কর্মসূচি পালন করে।

১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ নারীবর্ষ এবং ১৯৭৬-১৯৮৫ পর্যন্ত নারীদশক ঘোষণা করে এবং এই সময়ের মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় নারী সম্মেলনের আয়োজন করে। জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠনের মাধ্যমে দেশে নারীবর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পরে তা আর অগ্রসর করা যায়নি। '৯০ এর দশকে নারী অধিকার আদায়ের লক্ষে বৈশ্বিক আন্দোলন নতুন বাঁক নেয়। জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সময় ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলন, কায়রো জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন, ধরিত্রী সম্মেলনসহ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক সম্মেলন থেকে নারীর অধিকারের সমর্থনে ঘোষণা আসে। বিশেষ করে ১৯৯২ সালে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলন থেকে 'নারী নির্যাতন মানবাধিকার লংঘন', 'নারীর অধিকার মানবাধিকারের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে' সংগঠনের দীর্ঘ দিনের উপলব্ধি ও কাজের প্রতিফলন ঘটে। কেননা সংগঠন ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির 'নারী মুক্তি মানেই মানব মুক্তির' আহ্বান নিয়ে পথ চলছিল। এইসব সম্মেলনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগঠন শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে।

১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে জাতিসংঘের উদ্যোগে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশেও ২০০টির বেশি জাতীয় এবং তৃণমূল সংগঠনকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় এবং ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেখানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিনিধিরা সম্পৃক্ত থাকেন। এই প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য বেসরকারিভাবে প্রতিবেদন তৈরিতে সংগঠনের প্রতিনিধিরা কার্যকর ভূমিকা রাখেন। বেইজিং সম্মেলনে বেসরকারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বেইজিং সম্মেলনে সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিনিধি দলের সমর্থনে 'বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা ' (BPFA) গৃহীত হয়। যা কিনা নারী আন্দোলনের একটি মাইলফলক অর্জন। যেখানে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ১২টি ইস্যুকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে তার সমাধানের লক্ষে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশ্ব নারীআন্দোলন এই প্রাপ্তিতে বিশেষভাবে উজ্জীবিত, আশান্বিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দেশব্যাপী এই ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং সংগঠনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও ইতোপূর্বেই বেশকিছু ইস্যুকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে সংগঠন আড়াই দশক ধরে কাজ করছিল। বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '৯৭ প্রণীত হয় এবং বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। যদিও ২০২০ সালে BPFA গ্রহণের ২৫ বছর পূর্তি জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতিয়মান হয় যে, BPFA বাস্তবায়নের গতি অনেক ধীর এবং বাধাগ্রস্ত। বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অঙ্গীকার থেকেও সরকারের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে।

১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নাগরিক সমাজের সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিলের (ECOSOC) বিশেষ স্ট্যাটাসভুক্ত সংগঠনের মর্যাদা লাভ করে। যা কিনা সংগঠনের জন্য

একটি বৈশ্বিক মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের (CSW) এর বেইজিং+৫, বেইজিং+১০, বেইজিং+১৫, বেইজিং+২০, সংক্রান্ত মূল্যায়ন সভাসহ CSW-এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ইস্যুতে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভাগুলোতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক বা একাধিক প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০১৫ সালে সংগঠনের সর্বোচ্চ ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল CSW সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই

সকল সভায় সাধারণ অধিবেশনে যোগদানসহ বিভিন্ন Side Event-এ যোগদান করে। বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে অভিজ্ঞতার আদান প্রদান হয়ে থাকে। সংগৃহীত অভিজ্ঞতা সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাকে বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের চেতনায় সমৃদ্ধ করে থাকে– তাছাড়াও সংগঠনের উদ্যোগে Parallel Event আয়োজনের মাধ্যমে দেশের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জিং নারী আন্দোলনের দাবি ও তার যৌক্তিকতা বৈশ্বিক পরিসরে তুলে ধরা হয়। তাছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় Oral Statement, Written Statement দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের প্রকাশনা, পোস্টার, ব্রুশিয়র বিলির মাধ্যমে সংগঠনের পরিচিতি/কার্যক্রম প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বৈশ্বিক পরিসরে বর্তমানে একটি পরিচিত নারীআন্দোলন সংগঠন।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের এবং CSW আহ্বানে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন চলমান গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সংগঠন প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা 'প্রতিরোধ পক্ষ' (২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর) পালন করে থাকে। তাছাড়াও নারী অধিকার ও মানবাধিকার ইস্যুতে জাতিসংঘের আহ্বানে একাত্মতা প্রকাশ করে।

২০০১ সালে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের অ্যাডভোকেসি লবির মুখে জাতিসংঘের চারটি সংস্থাকে একত্রিত করে নারীর অধিকারের মুখপাত্র হিসেবে UN Women প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আন্দোলনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সম্পৃক্ত ছিল। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু হলে উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াসহ মহিলা পরিষদের সঙ্গে একটি কার্যকর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জাতিসংঘের আহ্বানে UN Women বাংলাদেশের সঙ্গে বেইজিং+২৫ পর্যালোচনার : নাগরিক সমাজের সম্পৃক্তি সংগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যৌথভাবে সম্পন্ন করেছে।

উপসংহার:

সংগঠনের ৫০ বছরের এই পথ চলায় অসংখ্য শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ, সহস্রাধিক কর্মী সংগঠক, বিভিন্ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাশ্রম মেধা মনন, আন্তরিকতা দিয়ে নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন, সংগঠনের লক্ষাধিক সদস্য, দেশ-বিদেশে শুভানুধ্যায়ী, নাগরিক সমাজ, তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা সমর্থনে সংগঠন চ্যালেঞ্জিং কর্মসূচি গ্রহণ করতে পেরেছে, বাংলাদেশের যে সব উন্নয়ন সহযোগী বন্ধুরা বিভিন্ন পর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাদের কাজকে মসৃণ করেছেন, সংগঠন সবসময় তাদের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

আমরা জানি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নারী সমাজের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সূচকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারীরা যে উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য তার পেছনে নারী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য।

বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের মতই বাংলাদেশের নারীআন্দোলনও সরল রৈখিক নয়। তার আছে নানান বাঁক। সাফল্য ব্যর্থতার ইতিহাস। সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর হাতছানি সত্ত্বেও আবার পিছলে পড়া। অনেক কষ্টার্জিত সাফল্য আর অব্যাহত চ্যালেঞ্জ। যে চ্যালেঞ্জ জাতীয় এবং বৈশ্বিক নারীআন্দোলন চিহ্নিত করেছে তা হল নারী ও কন্যার প্রতি অব্যাহত বহুমাত্রিক সহিংসতা, নারীর অপ্রতুল প্রতিনিধিত্ব সম্পদ-সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা, নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা অভাব, ও পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে পিছু হটা ও দায়বদ্ধতার অভাব। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য হলেও চ্যালেঞ্জ আরো বেশি। উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ দূর করার মধ্য দিয়ে এই অর্জন রক্ষা ও অগ্রসর করে নেয়া সম্ভব হবে। তাই বিশ্ব নারীআন্দোলন, জাতীয় নারীআন্দোলন নতুন নতুন পথ ও কৌশল খুঁজছে কিভাবে সকলকে নিয়ে সকলের জন্য উন্নয়ন ও সমতার পথে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদও এই পথের সন্ধানে। একটি সমতাপূর্ণ মানবিক বিশ্ব গড়ে তুলতে শক্তিশালী নারী আন্দোলনের বিকল্প নেই। তাই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে যেতে হবে আরো বহু দূর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে।

কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি

পুষ্প চক্রবর্তী

আজ ৪ এপ্রিল ২০২১, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। 'কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি– এই স্লোগানকে ধারণ করে সংগঠনের ৫১ বছরের এই পথচলায় অসংখ্য শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ, শুভানুধ্যায়ীসহ সহস্রাধিক কর্মী, সংগঠক, সদস্য, প্যানেল আইনজীবী, গণমাধ্যমকর্মী, স্বেচ্ছাশ্রম, মেধামনন আন্তরিকতা দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাদের সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়েছেন তাদের সবার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গভীর প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল স্বাধীনতার প্রস্তুতিকালে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের উত্তরসূরি জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে একগুচ্ছ প্রগতিশীল ছাত্রনেতা, সংগঠক, বিভিন্ন পেশাজীবী নারী, গৃহিণীদের নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে স্বেচ্ছাসেবী, আন্দোলনমুখী গণনারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। জন্মসূত্রে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের অধিকারী, সার্বজনীন মানবাধিকারের এই দর্শনকে ধারণ করে নারীমুক্তি তথা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু এই সংগঠনের। মহিলা পরিষদ বিশ্বাস করে, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করা। নারীমুক্তি আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের সাথে একই সূত্রে গাঁথা। নারীআন্দোলন সমাজ প্রগতির আন্দোলনের জন্যই এই সংগঠনের জন্ম। আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি আর আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই– হাজার বছরের বাঙালির এই মূল্যবোধকে মহিলা পরিষদ ধারণ করে।

১৯৭২ সালের সংবিধানের আলোকে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য মহিলা পরিষদ অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের নারীআন্দোলন নারীর মানবাধিকার আন্দোলন বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের অবিভাজ্য অংশ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদও এই আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার।

নারী উন্নয়নের লক্ষ্য নয়, উন্নয়নের বাহক। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, ধর্ম যার যার সংগঠন সবার– এই নীতির অনুসারী মহিলা পরিষদ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পুরুষতান্ত্রিকতার দর্শন, রীতি-নীতি, প্রথাকে নারীর ক্ষমতায়নের পথে মৌলিক প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা তাদের নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন এবং এ ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে যখন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন হয় ঐ বছর মনোরমা বসু মাসিমার নেতৃত্বে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা কমিটি গঠিত হয়। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যারা শ্রম, মেধা, মনন

দিয়ে সহযোগিতা করে আসছেন সকলের প্রতি বরিশাল জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী মনোরমা বসু মাসিমাকে, রাণী ভট্টাচার্য্য, সুফিয়া ইসলাম, সাজেদা মতিন, পুষ্প গুহ, সাজেদা ইউসুফ, আনোয়ারা বেগম, বুলু সেনসহ সকল হারিয়ে যাওয়া কর্মী- সংগঠকদের, শুভানুধ্যায়ীদের। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ২০২১ সালের শুরুতে যাকে হারিয়েছি আন্দোলনের সংগঠক, অভিভাবক, আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনের প্রাণপ্রিয় সভাপতি আয়শা খানমকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখী দাশ পুরকায়স্থকে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক বুলা ওসমান, প্রচার সম্পাদক দিল মনোয়ারা মনু, অধ্যাপক রাশিদা আক্তারসহ অসংখ্য মা-বোনদের। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আমাদের অনেক অর্জন আছে, না পাওয়ার অনেক কষ্ট আছে, আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, আমাদের করণীয়ও আছে।

নারী ও কন্যার প্রতি অব্যাহত সহিংসতা প্রতিরোধ পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা, সম্পদ সম্পত্তিতে সমান অধিকার না থাকা, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড বাস্তবায়ন করা, সিডও সনদের ২নং ও ১৬/১ (গ) ধারা এর অনুমোদন না থাকা ধারায় পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি নির্বাচনী এলাকা পুনঃনির্ধারণ করা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করা। নারীর প্রতি সংবেদনশীল আইনগুলো বাস্তবায়ন করা। শিক্ষা গণমুখী নারীবান্ধব করা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপিও অনুসারে সকল রাজনৈতিক দলে ৩৩% নারী নেতৃত্বসহ নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ মেয়েদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মৌলবাদ, মাদক পাচার রোধ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

বরিশাল মহিলা পরিষদ ৩৫ জন নির্বাহী সদস্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেনস্থ রানী ভট্টাচার্য্য এবং বিপ্লবী হিরণ লাল ভট্টাচার্য্যের দান করা জায়গায় মহিলা পরিষদ কার্যালয়। গণনারীদের সচেতন ও সংগঠিত করে পুরুষ ভাইদের সহযোগিতায় তরুণদের সম্পৃক্ত করে আসুন নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ একটি বৈষম্যমুক্ত মানবিক সংস্কৃতির বাংলাদেশ তথা মানবিক সংস্কৃতির বিশ্ব গড়ে তুলি।

সাধারণ সম্পাদক
বরিশাল জেলা শাখা
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

দৈনিক ভোরের আলো
বরিশাল

৫১ বছরের পথচলা : হাঁটতে হবে অনেক দূর

সাথী চৌধুরী

'জন্মসূত্রে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের অধিকারী' সার্বজনীন মানবাধিকারের এই দর্শনকে ধারণ করে নারীমুক্তি তথা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নামের যে সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল সে সংগঠনটি আজ একান্ন বছর অতিক্রম করল। এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে গভীর প্রত্যয় নিয়ে এই স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনমুখী গণনারী সংগঠনটি সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল সে তার চেতনা ও আদর্শ থেকে চুল পরিমাণও সরে যায়নি বরং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য রাজধানী থেকে সারাদেশের জেলা-উপজেলা শহর ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সংগঠন বিস্তৃত হয়েছে। আর শুধু বিস্তৃত হয়নি সে তার লক্ষ্য ও আদর্শকে সংহত করেছে। ৫১ বছরে সারাদেশে আজ ৫৯টি সাংগঠনিক জেলা শাখাসহ পাড়া, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ অসহায় নির্যাতিত নারীর ভরসার নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। সকল প্রকার সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের আস্থার জায়গা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী, সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের নামও আজ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এর প্রতিষ্ঠাতা জননী সাহসিকা, এদেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব কবি সুফিয়া কামাল, হেনা দাস, আয়শা খানমসহ সকল স্তরের সাধারণ অসাধারণ সব লক্ষ লক্ষ নারীর নিরলস প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ ধারাবাহিক আন্দোলনের নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান এই নেত্রীদেরসহ এরই মাঝে আমরা যাঁদের হারিয়েছি চিত্রা ভট্টাচার্য, বেলা নবী, খালেদা মাহবুব, নার্গিস জাফর, বেবী মওদুদ, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, বুলা ওসমানসহ জেলা ও তৃণমূল পর্যায়ের আরও অসংখ্য নেত্রীবৃন্দ যাঁদের ত্যাগ ও শ্রমে মহিলা পরিষদ আজকের অবস্থানে এসেছে।

জন্মলগ্ন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সংগঠনটি পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে বন্দি নারীর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য এর ঘোষণাপত্রের ৩৪টি ধারায় বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। আমরা যদি সংগঠনের ৫১ বছরের পথ পরিক্রমার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব মহান মুক্তিযুদ্ধে মহিলা পরিষদের তরুণ কর্মী-সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, যুদ্ধ পরবর্তী দেশ পুনর্গঠন, পাক হানাদারদের দ্বারা লাঞ্ছিত নির্যাতিত আশ্রয়হীন নারীর পুনর্বাসনসহ নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন সংস্কারের আন্দোলন ও নারীর প্রতি সংঘটিত ধর্ষণ, সহিংসতাসহ সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রতিরোধে রাজপথ কাঁপিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রী নিপীড়ন, রীমা হত্যা, ফতোয়ার বলি ছাতকছড়ার নুরজাহান, দিনাজপুরের ইয়াছমিন ধর্ষণ ও হত্যা, বরিশালের চাঁপা হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করে দেশজুড়ে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে মহিলা পরিষদ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। আজ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ, ছাত্র, তরুণরা যে মুহূর্তে সংগঠিত হয়ে যায় সে ধারা মহিলা পরিষদই তৈরি করেছে।

নারীর জন্য সমতাভিত্তিক সমাজ বা নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাতে হলে যে প্রচলিত আইন দিয়ে তা সম্ভব নয় তাই সে আইন পরিবর্তন করে নারীর পক্ষে আইন তৈরির জন্য আইনসভায় নারী প্রতিনিধি দরকার তা মহিলা পরিষদ নেত্রীবৃন্দ স্বাধীনতার পরপরই অনুভব করেন। তাইতো জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের দাবি তোলা হয়েছে। কারণ মহিলা পরিষদ বিশ্বাস করে সমঅধিকারের জন্য প্রয়োজন সমান সুযোগ এবং সেই সমান সুযোগের জন্য প্রয়োজন অগ্রমুখী কৌশল। জাতিসংঘ সিডও সনদেও সেই অগ্রমুখী কৌশলের কথা বলা হয়েছে। অনগ্রসরকে সামনে লড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য চাই স্পেশাল সুযোগ। দুঃখের বিষয় এই যে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এই প্রথা চালু হলেও জাতীয় সংসদে এখনও সেই সিলেকশন প্রথাই বহাল আছে। অথচ জাতিসংঘ

সিডও সনদ যা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের চুক্তিতে সরকার স্বাক্ষর করলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা বাস্তবায়ন না করে সংরক্ষণ করে রাখলে। মহিলা পরিষদ শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (ইউএফসি) চালু ও জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ যে ধারায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার একটি হলো প্রতিরোধমূলক। নারী যে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রাপ্য এ বিষয়ে নারী-পুরুষ সকলকেই সচেতন করার জন্য সংগঠন শুরু থেকেই পাড়া মহল্লায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। কারণ সচেতন নারী নিজেই তার অধিকার অর্জন করতে পারে, সচেতন পুরুষ নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। এসব কর্মসূচি যাতে অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় সেজন্য দক্ষ কর্মী-সংগঠক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার ও পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের প্রতিকারমূলক কাজ নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়ানো, তাকে সালিশ মামলায় সহযোগিতা করা এবং যে সমস্ত প্রচলিত আইন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর সমঅধিকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সে সমস্ত আইন সংস্কারের জন্য আন্দোলন করা। এসব আন্দোলনের ফলে যৌতুক নিরোধ আইন, নারী নির্যাতন দমন আইন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনসহ অনেক আইন প্রণীত হয়েছে। যার ফলে আজ দেখা যায় নারী নির্যাতনের মাত্রা না কমলেও এর বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হতে শিখেছে, প্রতিবাদী হতে শিখেছে।

একথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই যে দীর্ঘ পাঁচ দশকের ধারাবাহিক নারী আন্দোলনের ফলে সকল ক্ষেত্রে নারীর জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন না হলেও এদেশের অদম্য নারীরা আজ অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। তাদের শ্রমে-ঘামে গার্মেন্টস চলে, কৃষিকাজ বেগবান হয়। প্রবৃদ্ধি বাড়ে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তকমা পায়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় তাদের আটকাতে পারে না। শত অভাব, অনটন, রোগ শোক, কোভিড- মোকাবেলা করে সংসার টিকিয়ে রাখে নারী। মেয়েরা পাবলিক পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান দখল করে। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে তারা প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করে, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে। চিকিৎসায়, শিল্প বাণিজ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবু সেই নারীর ওপরই অহর্নিশ সহিংসতা চলে। সুবর্ণচর হয়ে যায় ধর্ষণের চর। খাগড়াছড়ি, সিলেট, সাভার, বেগমগঞ্জ নামগুলো উচ্চারণের সাথে নারী নির্যাতনের ভয়ংকর চিত্র ভেসে ওঠে। প্রতিবাদে করোনা ভাইরাস উপেক্ষা করে রুখে দাঁড়ায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। রুখে দাঁড়ায় মানবতা, তারুণ্য।

মহিলা পরিষদের বিশেষত্ব–এটা একটা গণনারী সংগঠন, তার বাস্তব চিত্র হলো এতে যেমন নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তেমনি গ্রামের আধাশিক্ষিত ও প্রায় নিরক্ষর কৃষক শ্রমিক নারী। নারীর জন্য আইন তৈরিতে যখন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সাথে অবদান রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ তখন সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর গ্রাম শাখার নিরক্ষর হালিমা খাতুন গ্রাম্য সালিশে কেন নারী বিচারক থাকবে না এর প্রতিবাদ জানিয়ে আদায় করে নেন বিচারকের চেয়ার কিংবা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাশীনগর গ্রাম শাখার সভাপতি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সুকুমারী ঋষি গ্রাম্য মাতব্বরদের বাধা, বান-তুফান, শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে নির্যাতিত নারীকে উদ্ধার করতে বা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে বিরামহীন ছুটে চলেন–এসব সাফল্য প্রতীকী হলেও একান্ন বছরের পথ চলা আশা জাগায়।

কিন্তু নিত্য নতুনভাবে নারী ও শিশুকন্যাদের ওপর বর্বোরোচিত সহিংসতা এবং নতুন রূপে মৌলবাদের উত্থান, তাদের আস্ফালন, আমাদের শঙ্কিত করে। কারণ মৌলবাদ নারীর মানবাধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। তবু একান্ন বছরের পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতা আমাদের সাহস যোগায়। সে বলে থামলে চলবে না। হাঁটতে হবে অনেক দূর।

সাথী চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

দৈনিক কালের কণ্ঠ

৯ এপ্রিল ২০২১

সুবর্ণোত্তর–বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

রোকসানা বিলকিস

'কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি'–এই উপলব্ধি এবং প্রত্যয়কে বরণ করে পালিত হচ্ছে নারী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। একসাথে চলছে মুজিবশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমরা আজ বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের যাদের আত্মত্যাগে আজকের বাংলাদেশ। অভিবাদন জানাই সেইসব সংগ্রামী নারীদের যারা শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। আমরা আজ তাদের কাছে ঋণী।

১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল থেকে ২০২১ একটি স্বেচ্ছাসেবী নারীআন্দোলন সংগঠনের ৫১ বছরে পদার্পণ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ– যার জন্ম হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক-পরাধীনতার শৃঙ্খল, শোষণ-বৈষম্যহীন, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সূচনালগ্ন থেকেই নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাসেবা আদর্শবাদী, গণনারী সংগঠন হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। সংগঠনের প্রায় দেড় লক্ষাধিক সদস্যের পক্ষ থেকে এদেশের নারীসমাজসহ সমগ্র দেশবাসীকে জানাই আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শতাব্দীর জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালকে– যার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম ও বিকাশ। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আজীবন সংগ্রামী প্রাক্তন সভাপতি হেনা দাসকে। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ডাকসুর সাবেক নেতা আমৃত্যু বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানমকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি রাখী দাশ পুরকায়স্থসহ সকল অগ্রগণ্য নারী সংগঠক ও নেত্রীকে– যাঁদের অক্লান্ত শ্রম, মেধা আর মননে বিকশিত হয়েছে এই সংগঠন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। সংবিধানের নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু হয় আন্দোলন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই; নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার লড়াই। একদিকে সংবিধান স্বীকৃত রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি লবি, অন্যদিকে বিভিন্ন জেলায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে নারীসমাজকে অধিকার সচেতন করা। দেশব্যাপী গত ৫০ বছরে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলন, আইন-সংস্কার আন্দোলন, নারীর পারিবারিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপের মাধ্যমে নারীর মানবিক মর্যাদা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। দীর্ঘ ৫০ বছরের অবিরাম পথচলায় বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী নারীকর্মী, সংগঠক ও সহায়তাকারী পেশাজীবীবৃন্দ। দেশের প্রতিটি জেলা, ইউনিয়ন, পাড়ায় তৃণমূল পর্যায়ে লক্ষাধিক সদস্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক কাঠামোর নিমিত্তে যে নতুন পরিবর্তিত জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন, বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে সমাজে তার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠন 'জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বিষয়ক সার্টিফিকেট' কোর্স পরিচালিত করে যাচ্ছে– যা কিনা বৃহত্তর জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজ মানুষ তৈরি করতে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শ্রমবাজারে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীকে অন্তর্ভুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, শান্তিরক্ষা বাহিনী, প্যারা ট্রুপার, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, গণমাধ্যম, কর্পোরেট পেশাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান।

স্বাধীন বাংলাদেশে উপমহাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রদূত নারীবাদী দার্শনিক, চিন্তক, লেখক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়ার নামানুসারে হল নির্মাণের দাবি তুলেছিল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে স্কুল-কলেজে ছাত্রী-অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সংগঠন কায়রো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি, সংগঠনের নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের লক্ষ্যে এবং নারী আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করতে প্রতি তিন মাস অন্তর সংগঠনের মুখপত্র মহিলা সমাচার প্রকাশ করে যাচ্ছে।

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সমাজতান্ত্রিক বলয়ের নারীআন্দোলন জোট WIDF (women's International Development Federation)–এর সদস্যপদ লাভ করার সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সাহস ও সংগঠনের পরিচিতি ঘটে। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দেশে সর্বপ্রথম পালন শুরু করে।

১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের গৃহীত সিডও সনদ ১৯৮৪ সালে যখন বাংলাদেশ সরকার নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের দলিল (সিডও) দলিলের ধারা ২, ১৩ (ক), ১৬ (১) ক, গ ধারার সংরক্ষণসহ অনুমোদন করে এবং জাতিসংঘের কাছে দায়বদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করে; তখন থেকেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে সিডও দলিলের অনুবাদ, প্রচার, জনমত গঠনের মাধ্যমে, সিডও দলিলের পূর্ণ অনুমোদন, সংরক্ষণ প্রত্যাহার ও বাস্তবায়নের জন্য এককভাবে ও ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। পাশাপাশি, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের এবং ঈঋড এর আহ্বানে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন চলমান গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সংগঠন প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ পক্ষ' (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর) পালন করে আসছে।

বৈশ্বিক মহামারী অর্থাৎ কোভিড-১৯ যেন সমগ্র বিশ্বকে অস্থির আর অনিশ্চিত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। যে কেনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকেন নারী ও শিশু। এই মহামারীতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। লকডাউনের সময় ঘরবন্দি অবস্থায় দেখা গেছে সেবাদাত্রী ও পরিচর্যাকারী হিসেবে নারীর ওপর বাড়তি কাজের চাপ। বেড়েছে মানসিক চাপ, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক। বেড়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন। গত মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সংরক্ষিত ১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য যাচাই করে দেখা গেছে মোট ১,০২৩ জন নারী ও কন্যা ধর্ষণ, অপহরণ, যৌতুকের কারণে নির্যাতন, হত্যা, বাল্যবিয়েসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, ধারাবাহিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব।

মহামারীতে আমরা অনেককে হারিয়েছি। আমাদের অনেক সংগঠক, কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। তবুও থেমে নেই আন্দোলন। তাই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তরুণ প্রজন্মের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী নারীআন্দোলন গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবে বহুদূর, মহিলা পরিষদের জন্মদিনে এই প্রত্যাশা। জয় হোক মহিলা পরিষদের।

রোকসানা বিলকিস
কার্যকরী কমিটির সদস্য, দিনাজপুর জেলা শাখা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

দৈনিক আজকের দেশবার্তা,
দৈনিক সৃজনী এবং *দৈনিক উত্তর*
দিনাজপুর

সংযোজন

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গঠিত প্রস্তুতি কমিটি

আহ্বায়ক
উম্মে সালমা বেগম
সাংগঠনিক সম্পাদক

সদস্য
আয়শা খানম, সভাপতি
ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)
রেখা চৌধুরী, সহসভাপতি
ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, সহসভাপতি
মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
রাখী দাশ পুরকায়স্থ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক
দিল আফরোজ বেগম, অর্থ সম্পাদক
রীনা আহমেদ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক
সাহানা কবির, লিগ্যাল এইড সম্পাদক
নাসরিন মনসুর, সদন সম্পাদক
সারাবান তহুরা, প্রকাশনা সম্পাদক
রেখা সাহা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক
বুলা ওসমান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
রাবেয়া খাতুন শান্তি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক
পারভীন ইসলাম, পরিবেশ সম্পাদক
নুরুল ওয়ারা বেগম, স্বাস্থ্য সম্পাদক
পুষ্প চক্রবর্তী
অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী
মাহ্‌বুবা কানিজ কেয়া
কানিজ রহমান
গৌরী ভট্টাচার্য
হাবিবা শেফা
রেহানা সিদ্দিকী
কণিকা বড়ুয়া
সুনন্দা সমদ্দার
হাসিনা পারভীন
রেহানা ইউনুস
শ্যামা বশাক
সুরাইয়া শরীফ
মারুফা বেগম
হোসনে আরা রুবী
জয়শ্রী সাহা
খাদিজা বেগম মনি
জয়শ্রী দাশ
মনিরা বেগম অনু
অ্যাড. নাসিমা আক্তার
নাজমা বেগম
তাহেজা বেগম
কল্পনা রায়
মারহামাতুন্নেছা
রিক্তু প্রসাদ
লিপিকা দত্ত
অধ্যাপক লতিফা কবির
অধ্যাপক রাশিদা আখতার
নাজরিন হক হেনা
রওশন আরা চৌধুরী
নূরজাহান বেগম (নওগাঁ)
মীরা চৌধুরী
খালেদা বেগম সীমা
জাহানারা বেগম
নূরজাহান বেগম (টঙ্গী)
কানিজ ফাতেমা টগর
সাবিনা ইয়াসমিন ইতি

সংযোজন-১

সম্মাননাপত্র

আয়শা খানম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে নেত্রকোনা জেলার গাবরাগাতি গ্রামে। মা জামাতুন্নেছা খানম, বাবা গোলাম আলী খান। স্বামী প্রকৌশলী মর্তুজা খান ছিলেন তাঁর সংগ্রামের সাথী। এক মাত্র কন্যা ঊর্মি খান, যুক্তরাষ্ট্রে টহরাবৎংরঃু ড়ভ ঈধষরভড়ৎহরধ-তে অর্থনীতির অধ্যাপক।

গাবরাগাতি গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করে, নেত্রকোনার গার্লস হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন, সেখান থেকে এসএসসি পাস কওে ময়মনসিংহ মমিনুন্নেসা গার্লস কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

নেত্রকোনা গার্লস স্কুলে থাকাকালীন শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর আন্দোলনে হাতে খড়ি। পরবর্তীতে মমিনুন্নেসা কলেজে পড়াকালীন ছাত্রই উনিয়নের কাজে জড়িত হন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডে আরো নিবিড়ভাবে যুক্ত হন। ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী সংগঠক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বওে তাঁর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ৬২- এর শিক্ষা আন্দোলনে, বিশেষ করে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে রোকেয়া হলে অবস্থানকালে তিনি নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি হন। ১৯৬৯ সালে রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদেও নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৭০ সালে সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্র অবস্থায় তিনি বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হন। গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত শরণার্থী শিবিরে ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ক্রাফটস হোস্টেলে থাকেন। আগরতলায় চিকিৎসা সেবার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন। ক্যাম্পে গিয়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার কাজ করেন এবং মুক্তিযোদ্ধারা যখন প্রথম ক্যাম্পে আসেন তাদের মনোবল অটুট রাখা সহ বিভিন্ন সচেতনতা সৃষ্টিকারি কর্মসূচিতে অংশ নেন। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতারে বক্তৃতা দিয়ে জনমত তৈরির কাজ করেন।

পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজে স্রোতের বিপরীতে উজান ঠেলে নারী আন্দোলনকে একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর আজীবনের ভূমিকা অন্যন। বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের সাথে সংগঠনের যুক্ততা অন্যদিকে তৃণমূল ও গণনারীদের মধ্যে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে মহিলা পরিষদকে বৃহত্তর স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠনে পরিণত করার ক্ষেত্রে আয়শা খানমের মেধা, প্রজ্ঞা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

তাঁর গভীর বিচক্ষণতা, বোধের ঋদ্ধতা ও কর্মের ব্যাপকতার কারণে সকল ধরনের মানবাধিকার এবং নারী অধিকার কর্মী ও সংগঠককে ধারণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

মহিলা পরিষদ পাঁচ দশক অতিক্রম করছে। এই পাঁচ দশকে আয়শা খানম তৈরি করেনে অসংখ্য কর্মী, সংগঠক। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্যে উজ্জীবিত হতো না এমন ব্যাক্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর রয়েছে সুদীর্ঘ জীবন সাধনা দেশব্যাপী বিস্তৃত সংগঠন ও কর্মের বিশাল প্রেরণা, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নারী আন্দোলনে বিশ্লেষণ করতে গেলে আয়শা খানমকে অবশ্যই পর্যালোচনায় আনতে হবে। তাঁর কর্ম ও চিন্তা বাংলাদেশের নারী আন্দোলনকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পাঁচ দশকের পথচলার কাণ্ডারি, সংগ্রামে সংকটে চিরসাথী। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আজীবন নিবেদিত সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়শা খানমকে সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

সংযোজন-২

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী: কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা

এ বছর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দীর্ঘ পথ চলায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক মানবিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পালন করে আসছে। নারীর মানবাধিকার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিডও ও এসডিজিতে নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে যে দিকনির্দেশনা দেয়া আছে মূলত তারই আলোকে মহিলা পরিষদ কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্র যেহেতু পরিচালিত হয় রাজনীতি দ্বারা তাই রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি মূলত ১৯৭৩ সাল থেকে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের দাবি তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দলের প্রতিটি পর্যায়ে শাখা- উপশাখাগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর ৩০% উপস্থিতির জন্য এ লড়াই চলছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা লক্ষ্য করছি, দেশের সার্বিক উন্নয়নে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের বিশাল অবদান রয়েছে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে একেবারে কৃষি থেকে শুরু করে দাপ্তরিক পর্যায় পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরু দায়িত্ব নারী পালন করে চলছে নিরলসভাবে। অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। নারী তার নিজ মেধা, সততা, শ্রম, কর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়নতা ও মানবতাবোধ দিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষতার সাথে। বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি দেশের সরকারি নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি শাখায় নারী তার সততা ও মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশের নারীরা অর্থনৈতিক, প্রশাসনিকসহ কর্মক্ষেত্রের সকল স্তরেই কর্মরত আছে। দক্ষতা ও সততার সাথে বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার যে স্তরেই নারীরা কর্মরত আছে তাদের প্রতিনিয়তই শুধুমাত্র নারী হবার কারণে বাড়তি কিছু চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। যদিও নারী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে অধিক যত্নবান তা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্নমুখী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়াও মানসিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তো থাকেই। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো কখনো স্বার্থান্বেষী মহলের বিরাগভাজন হতে হয়। এর মূলকারণ আমাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিকতার খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর নারী ইস্যুতে সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা, ইতিবাচক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আজও গড়ে উঠেনি। যার ফলে নারী কর্মকর্তারা সবসময়ই অনিরাপদ পরিবেশে স্বাস্থ্য ও মানসিক ঝুঁকি নিয়েই কাজ করছে। কর্মক্ষেত্রে নানামুখী বিড়ম্বনা ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। বিশেষ করে, এলাকার দলীয় কোন্দল, দখলদারিত্বের আগ্রাসী হস্তক্ষেপ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে গেলে এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যা অনেক সময় জীবন বিপন্ন করে তোলে।

বর্তমানে প্রশাসনে নারীদের অবস্থান :

জেলা প্রশাসক– ৭ জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক– ৩৮ জন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা– ১৪৫ জন
এসিল্যান্ড– ১৭৩ জন, পুলিশ সুপার– ৪ জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা– ৬০ জন
অধ্যক্ষ– ৫২ জন, প্রকৌশলী– ২৩ জন

সূত্র : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিসিএস নারী নেটওয়ার্ক

সর্বস্তরের নারী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য, তাদের কর্মপরিবেশ নিরাপদ, সুষ্ঠু ও মানসম্মত করার জন্য আমাদের সমাজব্যবস্থা তথা পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। কর্মস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব সরকার তথা রাষ্ট্রের। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তা পালনে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন।

***** বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য; পাঠ করেন সহসভাপতি রেখা চৌধুরী।**

সংযোজন-৩

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণা
'নারী নেতৃত্বের বিকাশ: সমতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার অঙ্গীকার'

৮ মার্চ নারী অধিকার অর্জনের মাইলফলক হিসেবে দিকনির্দেশিত একটি অনন্য দিবস। ১৮৫৭ সালে এই দিনে আমেরিকার এক সূচ কারখানার নারী শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের সময়কাল ১৬ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ এবং শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের দাবিতে প্রতিবাদ মুখর হয়। সেই থেকে শুরু হয় নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, পুরুষ শাসিত সমাজের বৈষম্যমূলক রীতিনীতির বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের নারী সমাজের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯১০ সালে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেৎকিন এই দিনটিকে নারী দিবস হিসেবে উদযাপনের ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিলে বিশ্বব্যাপী দিবসটির গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং প্রতি বছর বিশেষ মর্যাদার সাথে দিনটি পালিত হতে থাকে। বিশ্ব নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'নারীবর্ষ' এবং ঐ বছরেই প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত 'বিশ্ব নারী দশক' হিসেবে চিহ্নিত করে। এই নারী দশকের মূল লক্ষ্য ছিল–সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে নারী সম্মেলন, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিং নারী সম্মেলনে নারীরা তাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এবং সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে একটি সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নারীর জীবনের ১২টি উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় এই সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। সেই কর্মপরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

৮ মার্চ থেকে বেইজিং সম্মেলন। সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের নারীদের জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক প্রাপ্তি ঘটেছে। নতুন আইন হয়েছে, নীতিমালা হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়নের জায়গায় এখনো অনেক অপ্রাপ্তি রয়ে গেছে। বাংলাদেশের নারীদের জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্র থেকে এখনো অন্ধকার দূর হয়নি। রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজন ক্রমবর্ধমানহারে নারীদের নেতৃত্বে নিয়ে আসা। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বৈশ্বিক আহ্বান বা স্লোগানে সমতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব অপরিহার্য বলে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এবারের স্লোগান **'নারী নেতৃত্বের বিকাশ : সমতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার অঙ্গীকার।'** মহিলা পরিষদ নিজস্ব ঘোষণাপত্রে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, মানবিক, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের রয়েছে নারী আন্দোলনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস। নারীমুক্তি, নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় এবং বৈশ্বিক আন্দোলনের পরম্পরায় গণনারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল। এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের সামগ্রিক উত্তরাধিকার বহনকারী সুফিয়া কামাল, মনোরমা বসু মাসিমা, সুফিয়া করিম, হেনা দাসসহ অনেকেই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে নানাভাবে অধিকার

আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক, সমতাভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

এটি ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, মানবজাতির উদ্ভবের কাল থেকেই নারীরা সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। এই অবদানের স্বীকৃতি মিলেছে নারী আন্দোলনের মাইলফলক অর্জন জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ– সিডও' তে। সেখানে বলা হয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীরা পরিবারে ও সমাজে যে অবদান রেখে চলেছেন তার যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন দরকার। আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে দেখি নারীদের অপরিহার্য ভূমিকা। কিন্তু আমরা এও জানি যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে তাদের ভূমিকা সব সমাজেই খুবই গৌণ, এমনকি তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও এটি সত্যি। নারীরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৮ ভাগ, জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ৩০ ভাগ। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন করেন এবং পুরুষের চাইতে প্রায় ১৫ গুণ বেশি সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করেন। কিন্তু পৃথিবীর মোট সম্পদের একশ ভাগের মাত্র এক ভাগের মালিক হলেন নারীরা।

এই অসমতা, বৈষম্য টিকিয়ে রাখে সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি-প্রথা। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা, বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে নারীর প্রতি নানা ধরনের নির্যাতন, সহিংসতায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অলিখিত নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় নারী-পুরুষ উভয়েই। একটি ন্যায় ও সমতা-ভিত্তিক সমাজ গড়তে হলে চাই প্রচলিত মনোভাব-চর্চা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের সমভাবে অংশগ্রহণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে চাই নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীরা নেতৃত্বের পর্যায়ে না এলে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব যে সমতাপূর্ণ আগামীর স্বপ্ন দেখছে, তার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমরা ২০৩০-এর টেকসই উন্নয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণও আশা করতে পারি না।

আমরা বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। ২০২০-এ পূর্ণ হয়েছে বেইজিং সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার ২৫ বছর। রাজনীতিতে, সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ সেই সময়ের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নারীনেতৃত্ব এখন আর ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা নয়; কিন্তু এখনো সমতার মানদণ্ডে নারীরা অনেক পিছিয়ে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের 'নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন'-এর ৫৯তম অধিবেশনে ঘোষণা দেয়া হয় যে, কোনো দেশেই এখনো নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হয়নি এবং বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই নারীদের প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান–প্রচলিত প্রথা থেকে শুরু করে বৈষম্যমূলক আইন, ক্ষতিকর চর্চা এবং সহিংসতা পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ উপলব্ধি করে তরুণ প্রজন্ম নারীআন্দোলন ও সংগঠনের আগামী দিনের কাণ্ডারী। তারা তাদের বয়সের কারণেই তারুণ্যের অমিত তেজ ও পূর্ণ জীবনীশক্তি নিয়ে নারীআন্দোলনে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম। এটা কেবল আমাদের সংগঠনের ক্ষেত্রেই যে সত্য তা নয়, বরং সর্বকালের সবদেশের সংগঠনের ক্ষেত্রে এই সত্যটি প্রযোজ্য। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তরুণদের চিন্তা-ভাবনা, নারী আন্দোলনের জন্য তাদের সুচিন্তিত মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং নারীআন্দোলনে তাদের সম্পৃক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ধারাবাহিক কর্মসূচি– পাঠচক্র, মতবিনিময় সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে অনলাইনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে তরুণদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। অনলাইনে সংগঠনের রয়েছে ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ এবং আইনি সহায়তার হটলাইন। এর মাধ্যমেও তরুণ প্রজন্মের সাথে যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে।

বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ও দেশের অবস্থা, নারীদের জীবনের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সমস্যার ধরন বদলেছে, জীবন যাত্রার মান পরিবর্তিত হয়েছে, বিশ্ব পটভূমির বদল হয়েছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চতুর্থ বিশ্ব শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় আমাদের সামনে করণীয়

অনেক। বিজ্ঞানমনস্ক, সৃজনশীল, তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ, জেন্ডার সংবেদনশীল, নারী- পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে হবে।

সমতাপূর্ণ সমাজ গড়ার জন্য নারী নেতৃত্বের বিকাশ অপরিহার্য। নেতৃত্ব একটি গুণ। নেতৃত্ব হলো এমন এক সামাজিক প্রভাবের প্রক্রিয়া যার সাহায্যে মানুষ কোনো একটি সার্বজনীন কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্যান্য মানুষের সহায়তা ও সমর্থন লাভ করতে পারে। জিনতত্ত্ববিদ এলান কিথ আরও সর্বব্যাপী একটি সংজ্ঞা দেন–'নেতৃত্ব হলো মানুষের জন্য একটি পথ খুলে দেওয়া যাতে তারা কোনো অসাধারণ ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রাখতে পারে।' সমতাপূর্ণ সমাজ গড়ার জন্য নারী নেতৃত্বের বিকাশ অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র। নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য প্রয়োজন পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, প্রয়োজন জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক বেশি সংখ্যক নারীকে নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে তরুণ প্রজন্ম। আগামী ২০৩০ সমতাপূর্ণ পৃথিবী গড়ার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ১৯৭৯, শিশু অধিকার সনদ ১৯৯০, আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্মেলন এবং উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৪, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৫ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমাদের কাজ করতে হবে। আসুন, আমরা আগামী সমতাপূর্ণ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে নারী নেতৃত্ব বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়ী হই।

নারী দিবসের ঘোষণা পাঠ করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর।

গণমাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

সংগঠনের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী উদযাপিত বিভিন্ন কর্মসূচির খবর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম এবং টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়। সেখানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের অগ্রগতি, অর্জন ও সফলতার কথা তুলে ধরা হয়।

যেসব গণমাধ্যমে সংবাদ ছাপা হয় সেগুলো হলো-

দৈনিক পত্রিকা : সমকাল, কালের কণ্ঠ, ইত্তেফাক, যুগান্তর, দেশজনতা, এবং মানব সংবাদ।

অনলাইন সংবাদ মাধ্যম : জাগোনিউজ২৪ডটকম, ই-ভোরের কাগজ, womansnews24 এবং womeneye24, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

নিউজের শিরোনাম ও নিউজ লিঙ্ক নিম্নে দেয়া হলো-

মহিলা পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা পেলেন আয়শা খানম

https://wp.bssnews.net/bangla/?p=354367#

মহিলা পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা পেলেন প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানম

https://www.ebhorerkagoj.com/printn.php?img1=/ecity/2021/05/31/11/271411.jpg&img2=&dir=ecity/2021/05/31

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

https://deshjanata.com/বাংলাদেশ-মহিলা-পরিষদের-৫/?fbclid=IwAR2-xXnX0_gUGkfFIe4CCJSL9hq7ARYnu3ITZ-tpfx40ytegI8qKWrpkR

মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আলোচনা :

নারী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে

https://www.ittefaq.com.bd/185085/নারী-আন্দোলনের-মাধ্যমে-নারীদের-জীবনে-ইতিবাচক

‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী : কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা’ বিষয়ক অনলাইন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

https://www.ittefaq.com.bd/186983/‘সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-প্রক্রিয়ায়-নারী:-কর্মক্ষেত্রে

‘একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী’ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

https://www.jagonews24.com/m/national/news/631422?fbclid=IwAR01BdGROfsm1IMsDBK6_2dTwWdtKmZQtg4fwVHkzHu0Y4u8YCjgMMSdwjI

‘ধর্মান্ধতা নারীর অগ্রযাত্রায় বাধা’

https://www.jagonews24.com/m/national/news/671554?fbclid=IwAR1lecgSc6VeptEur-iPuRgwtkcAhz69QVfik7723Aojqz44rshIiBZwfCg

মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় বক্তারা :

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারীদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে

https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/347742/চ্যালেঞ্জ-মোকাবেলায়-নারীদের-দক্ষতা-অর্জন-করতে-হবে

মহিলা পরিষদের মতবিনিময় সভা :

নারীরা আজও নানা চ্যালেঞ্জের মুখে

https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/350017/নারীরা-আজও-নানা-চ্যালেঞ্জের-মুখে?fbclid=IwAR2JYdTlshOh_f4jroS2lKBRBq9QdcaZ-2Q_MXPA3EvJAYZ3Dg8tIrusSkE

মহিলা পরিষদের দীর্ঘ যাত্রার মৌলিক চেতনা

সেলিনা হোসেন

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/894439/2020-04-04

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫১ বছরের পথচলা

স্বাতী চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1022168/2021-04-09

‘নারীর আইনি সহায়তা-বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা রোধ করতে হবে’

‘পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো যে নারীর অধস্তনতার জন্য দায়ী’

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1012779/2021-03-10
'বঙ্গবন্ধুর কখনো রাজনৈতিক নেতা হবার উদ্দেশ্য ছিল না'
https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1015031/2021-03-17
নারীর উন্নয়নকে গ্রহণে প্রস্তুত নয় সমাজ ও রাষ্ট্র
https://www.kalerkantho.com/home/printnews/958259/2020-09-23
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী বিষয়ক অনলাইন আলোচনা :
'নারীর বীরত্ব, সাহসিকতা, অধিকারের পরিচয় পাই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে'
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/12/23/988337
মহিলা পরিষদের আলোচনা সভা
পরিবারের কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে
https://samakal.com/print/210388009/print
মহিলা পরিষদ বৈশ্বিক নারীআন্দোলনেও সক্রিয় অংশীদার
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200957137/মহিলা-পরিষদ-বৈশ্বিক-নারী-আন্দোলনেও-সক্রিয়-অংশীদার
মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী :
নারীর উন্নয়নে সব বাধা দূর করার প্রত্যয়
https://samakal.com/print/2105101365/print
নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি মহিলা পরিষদের
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200958398/নারীর-নিরাপত্তা-নিশ্চিতের-দাবি-মহিলা-পরিষদের
নারী আন্দোলনের ফলে নারীবান্ধব অনেক দাবি আদায় হয়েছে : মালেকা বানু
https://www.womeneye24.com/details/article/10003227/নারী-আন্দোলনের-ফলে-নারীবান্ধব-অনেক-দাবি-আদায়-হয়েছে-মালেকা-বানু/
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন
https://www.womeneye24.com/details/article/10005438/বাংলাদেশ-মহিলা-পরিষদের-৫০-তম-প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-উদযাপন/
মহিলা পরিষদের 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী : কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা' বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
https://womansnews24.com/2020/09/29/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4/?fbclid=IwAR1ou-Fje4GOhTml6JVRtD4zSRpUJ1GgG3m1bIE74UphcxJnENuf1cbJDX4
মহিলা পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বছরব্যাপী কর্মসূচির অনলাইন আলোচনা
https://womansnews24.com/2020/09/22/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR3cr5LCzO88s8zSZn4LcEvE6OZms7-R8GLMBQqwqFRRq8nleibwY%E2%80%A6
মহিলা পরিষদের উদ্যোগে 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়ক অনলাইন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
https://www.manobshongbad.com/মহিলা-পরিষদের-উদ্যোগে/
এছাড়াও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচির খবর প্রচার করা হয়।

ছবিতে ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

সুফিয়া কামাল সম্মাননা-২০২০ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয় সাংবাদিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকর্মী নূরজাহান মুরশিদকে

কবি সুফিয়া কামাল এর ১০৯তম জন্মবার্ষিকীতে অনলাইন আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

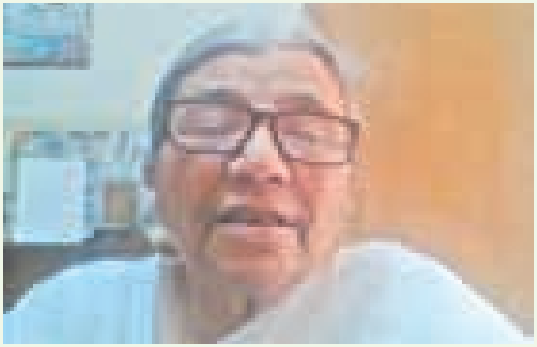

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠানে (অনলাইন) বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম

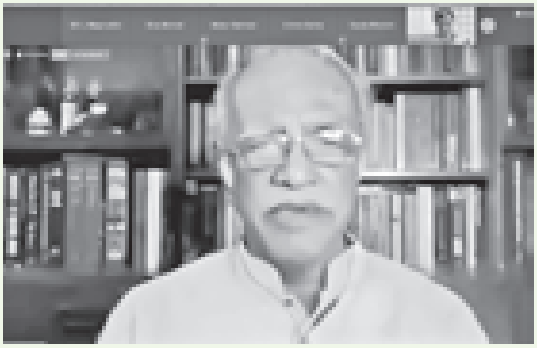

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠানে একক বক্তৃতা রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও প্রকাশক মফিদুল হক

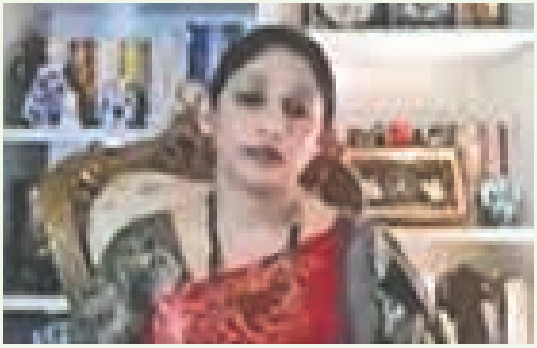

অনলাইনে ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক তানিয়া হক

'সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী: কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা' বিষয়ক অনলাইন মতবিনিময় সভায় সভাপতি আয়শা খানমের রেকর্ডকৃত বক্তব্য শোনানো হয়

'সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী: কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা' বিষয়ক অনলাইন মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু

'সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী: কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা' বিষয়ক অনলাইন মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন যশোর পিবিআই এর এসপি রেশমা শারমিন

'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী' বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম মুশতারী শফী

বাংলাদেধের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শীর্ষক অনলাইন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম

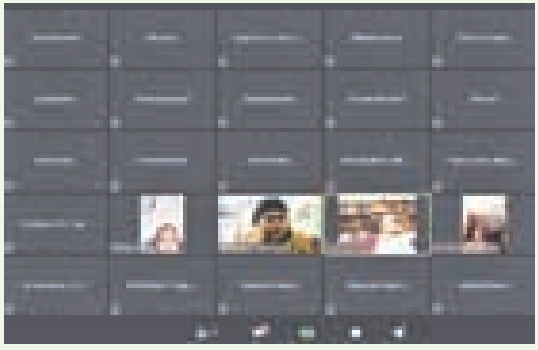

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিষয়ক অনলাইন আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

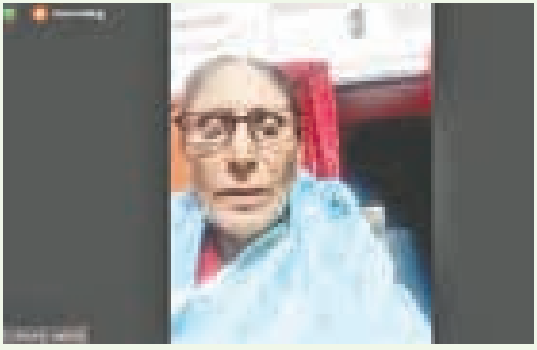

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অণলাইন আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম

বাগেরহাট: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সমাপনী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ

যশোর: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাপনী আলোচনা সভায় উপস্থিত নেত্রীবৃন্দের একাংশ

বেলাবো: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি

ফরিদপুর: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সামাপনী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম

কাউখালী: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তাব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক

রাজশাহী: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে নিজস্ব কার্যালয়ে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলন করেন

নীলফামারী: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তাব্য রাখছেন সভাপতি দৌলত জাহান ছবি

মুন্সিগঞ্জ: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার কর্মীদের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন

মধুখালী: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সমাপনী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সহ-সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার

কিশোরগঞ্জ- ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি মায়া ভৌমিক

মাগুরা: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ

স্বরূপকাঠী: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সহ-সভাপতি মীরা চৌধুরী

টঙ্গী: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতির একাংশ

টাংগাইল: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সহ-সভাপতি কল্পনা পারভীন

গাইবান্ধা: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ

রাঙ্গামাটি: ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাপনী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সভার সভাপতি এবং জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা বেগম

৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিবেদন ২০২০

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সুফিয়া কামাল ভবন
১০/বি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন ৯৫৮২১৮২, ৯৫১১৯০৪ ফ্যাক্স ৯৫৬৩৫২৯
E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org